মহারাজা ও শয়তানী।

ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।

শ্রীবিনোদবিহারী শীল সম্পাদিত।

শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী।

শীল এণ্ড ব্রাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১২১ নং অপার চিৎপুর রোড,—কলিকাতা।

শ্রাবণ, ১৩১৪ সাল।

Printed by S. K. Seal at the SEAL PRESS,

333 Upper Chitpore Road.—Calcutta.

প্রথম খণ্ড।

মহারাজা ও শয়তানী।

(রোমাঞ্চক ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।)

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নাচ।

মহারাজা অমরেন্দ্রের বাড়ী আজ খড় ধুম। আজ মহাষ্টমী,—মহারাজের বাড়ী নাচ আরম্ভ হইয়াছে,—সহরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার বাড়ী সমবেত হইয়াছেন। তাঁহার বৃহৎ সুন্দর প্রাসাদ আলোকমালায় সজ্জিত হইয়াছে,—আমোদ উৎসবে বাড়ী গম গম করিতেছে।

নিমন্ত্রিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে নাচের আসরে, মহারাজা উপবিষ্ট,—সকলেই নিবিষ্ট-হৃদয়ে মধুর-সঙ্গীত-সুধা পান করিতেছেন,—সকলেই আনন্দিত, প্রীত, মুগ্ধ।

সহসা মহারাজার দৃষ্টি তাঁহার প্রিয় পুরাতন বিশ্বস্থ ভৃত্য সুদর্শনের উপর পড়িল,—তিনি দেখিলেন দূরে আসরের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া, সে তাঁহাব দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছে। বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে, সে এরূপ করে না। তিনি

তাহাকে নিকটে আসিবার জন্য আজ্ঞা করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সহসা আত্মসংযম করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "একটু মাপ করুন।" সকলেই বলিয়া উঠিলেন, "সে কি? মাপ কি?"

মহারাজা উঠিয়া আসরের বাহিরে আসিলেন,—সুদর্শনও ছুটিয়া তাঁহার নিকটস্থ হইল।

মহারাজা বলিলেন, "কি সুদর্শন, কোন জরুরি কিছু আছে?"

"হাঁ—হুজুর,—না হলে এ সময়ে বিরক্ত করিতাম না।"

"ব্যাপার কি?"

সুদর্শন একখানা পত্র মহারাজার সম্মুখে ধরিয়া বলিল, "এই চিঠি একজন লোক নিয়ে এসেছে? বলে ভারি জরুরি।"

মহারাজার দৃষ্টি খামের উপর পতিত হইবামাত্র, তাঁহার এক গুরুতর পরিবর্ত্তন হইল। তিনি কোন কথা বলিলেন না, প্রস্তর-নির্ম্মিত-মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল নিষ্পন্দ ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তিনি মন্ত্রমুগ্ধপ্রায় সেই খামের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—পত্রখানি সুদর্শনের হস্ত হইতে লইলেন না।

সুদর্শন বিনীতভাবে বলিল, "মহারাজ,—পত্র খানা——"

তাহার কথায় মহারাজের চমক ভাঙ্গিল। তিনি মুহূর্ত্তের জন্য ইতস্ততঃ করিয়া পত্রখানি লইলেন। তৎপর মুহূর্ত্তেই তাঁহার সে ভাব তিরোহিত হইল। কেহ দেখিতেছে কিনা তাহা তিনি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া লইলেন,—তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "সুদর্শন, এ চিঠি এখনই এনে ভাল কাজ করিয়াছ।"

এই বলিয়া তিনি কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া একটা বৃহৎ স্তম্ভের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন,—প্রথমে পত্রখানি না পড়িয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিবেন ভাবিলেন,—কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আত্মসংযম করিয়া পত্রখানি খুলিলেন।

পত্রে নিশ্চয়ই অধিক কিছু লিখিত ছিল না,—কারণ তিনি একদৃষ্টিমাত্র পত্রখানা দেখিয়া তাহা মুষ্টিমধ্যে গুটাইয়া ফেলিলেন, তাহার মুখের সুন্দর ভাব বিকৃত হইল,—তিনি এক হস্তে বুক চাপিয়া ধরিলেন,—স্পষ্টতই তিনি যে দেহে কোন গুরুতর বেদনা অনুভব করিতেছেন, তাহা তাঁহার মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

কিন্তু শীঘ্রই তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া লইলেন,—নিজের বসিবার ঘরে গিয়া সুদর্শনকে ডাকিলেন,—তৎপরে কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "সুদর্শন, বিশেষ কাজে খানিক ক্ষণের জন্য আমাকে বাহিরে যাইতে হইতেছে। তুমি একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী পেছনের দরজায় আন।"

সুদর্শন বলিল, "হুজুর এখনই যাইতেছি"—কিন্তু সে যে বিশেষ বিস্মিত হইয়াছে, তাহা গোপন করিতে পারিল না। মহারাজা ইহা লক্ষ করিলেন,—মহারাজা একটু ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন, "সুদর্শন, যখন আমি তোমায় চাকরিতে লই,—তখন আমি কি বলিয়াছিলাম, তাহা মনে আছে?"

সুদর্শন মস্তক অবনত করিয়া বলিল, "হাঁ হুজুর! হুজুর যে হুকুমই দিন না, আমি তাহাতে আশ্চর্য্য হইব না,—সে কথাও প্রাণ থাকিতে কাহাকে বলিব না।"

"হাঁ—ঠিক তাহাই,—আজও যেন সে কথা মনে থাকে।"

সুদর্শন মস্তক অবনত করিয়া মহারাজাকে অভিবাদন করিয়া গৃহ হইতে পালাইল।

মহারাজা গৃহের চারিদিকে সন্তর্পণের সহিত চাহিয়া, ধীরে ধীরে আলমারির নিকট উপস্থিত হইলেন। সেটী তাঁহার নিজের বসিবার ঘর,—আলমারি একটু খুলিয়া সত্বর কি বাহির করিয়া পকেটে রাখিলেন,—এই সময়ে সুদর্শন আসিয়া বলিল, "হুজুর, গাড়ী আসিয়াছে।"

"তুমি নিজে এনেছতো ?"

"হাঁ—হুজুর।"

"কেউ আমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, বলিবে যে আমার একটু অসুখ করিয়াছে,—একটু বিশ্রাম করিয়া এখনি বাহিরে আসিব।"

"তাহাই বলিব হুজুর।"

"যাও, আর কোন দরকার নাই।"

সে চলিয়া যাইবামাত্র, মহারাজা নিঃশব্দে কয়েকটী অন্ধকার ঘর উত্তীর্ণ হইয়া, একটী ক্ষুদ্র দ্বারে আসিলেন,—তাহার পশ্চাতে একটী ক্ষুদ্র বারান্দা। মহারাজা একটী অন্ধকার গলির ভিতর আসিলেন,—সেই গলির মুখে একখানি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী দণ্ডায়মান ছিল,—তিনি সত্বর পদে গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন।

কোচম্যান বলিল, "হুজুর, কোথায় যেতে হবে ?"

মহারাজা প্রায় দুই মিনিট থাকিয়া কি বলিলেন,—এত মৃদুস্বরে বলিলেন যে, কোচম্যান শুনিতে পাইল না,—তিনি আবার বলিলেন, তখন "যো হুকুম বলিয়া সে গাড়ী হাঁকাইল।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভয়াবহ হত্যা।

এক ঘণ্টা যাইতে না যাইতে মহারাজা নিজ প্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া, নাচের আসরে নিমন্ত্রিতগণের সহিত মিলিলেন। সকলেই আমোদ-প্রমোদে নিমগ্ন ছিলেন, কেহই তাঁহার ক্ষণিক অনুপস্থিতে বিশেষ লক্ষ করিলেন না।

রাত্রি একটার সময় প্রাসাদ প্রায় শূন্য হইয়া আসিল,—প্রধান প্রধান নিমন্ত্রিতগণ, সকলেই যে যাঁহার গৃহে চলিয়া গেলেন,—তখন মহারাজা উঠিয়া তাঁহার নিজ বসিবার গৃহে আসিলেন,—এ গৃহে তিনি ও তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য সুদর্শন ব্যতীত আর কাহারও প্রবেশের হুকুম ছিল না,—কারণ এই গৃহের পশ্চাতস্থ দ্বার দিয়া অন্দরে যাওয়া যাইত,—তাঁহার স্ত্রী মহারাণী সর্ব্বমঙ্গলা সর্ব্বদাই এই গৃহে স্বামীর সহিত দেখা করিতে আসিতেন।

মহারাজা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে না করিতে, পশ্চাদস্থ দ্বার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইল। রাণী সর্ব্বমঙ্গলা নিকটে আসিয়া বলিলেন, "অনেক রাত হ'য়েছে,—শোবে এস,—না হলে অসুখ কর্ব্বে যে!"

মহারাজা বলিলেন, "আমার একখানা বিশেষ জরুরি চিঠি লিখিবার আছে। এখনই পাঠাইতে হইবে। তুমি যাও শোও গে,—আমি এখনই আস্‌চি।"

অগত্যা রাণী ভিতরে চলিয়া গেলেন। মহারাজা টেবিলের সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রায় এক পৃষ্ঠা লেখা শেষ হইয়াছে, এই সময়ে তিনি চমকিত হইয়া, লেখা বন্ধ করিয়া গৃহের চারিদিকে চাহিলেন। টেবিলের উপরে এক বৃহৎ আলোক জ্বলিতেছে,—সেই আলোকে সমস্ত গৃহ আলোকিত, তবুও তিনি আলোটী উচ্চে তুলিয়া ধরিয়া, গৃহের চারিদিক বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

এই সময় সুদর্শন তাঁহার বৃহৎ সুবর্ণ গুড়গুড়িতে সুগন্ধময় তামাক লইয়া, সসম্ভ্রমে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। মহারাজা তাহাকে দেখিয়া স্পষ্টতঃ নির্ভয়ভাবে আলোটী টেবিলে রাখিয়া বলিলেন, "সুদর্শন,—এই ঘরের মধ্যে কেহ লুকাইয়া আছে।"

সুদর্শন গৃহের চারিদিকে চাহিয়া, নিজ প্রভুর দিকে ফিরিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "ঘরের মধ্যে লুকাইয়া আছে, মহারাজ! অসম্ভব! এ ঘরে কে আসিবে?"

মহারাজ একটু বিরক্তভাবে বলিলেন, "সম্ভব অসম্ভব আমি শুনিতে চাহিতেছি না। ঐ পর্দ্দা সরাইয়া দেখ।"

সুদর্শন পর্দ্দার পশ্চাৎ দিকে দেখিল, তাহার পর অতি সসম্ভ্রমে বলিল, "মহারাজ,—এখানে কেহ নাই।"

মহারাজ আলো হাতে করিয়া উঠিলেন,—উভয়ে গৃহ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন,—স্পষ্টতই এ গৃহমধ্যে তাঁহারা দুইজন ব্যতীত আর কেহ নাই! তখন মহারাজা পুনরায় আসিয়া চেয়ারে বসিলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন, "আশ্চর্য্য! আমি নিশ্চয়ই কাহারও সন্তর্পণে পা ফেলার শব্দ শুনিতে পাইয়াছি। কেহ না কেহ এই ঘরে আসিয়াছিল? কে সে? আমার ভয় হইতেছে,—আমার মন বলিতেছে, কোন লোক ভাল মতলবে এখানে আসে নাই।"

তিনি সুদর্শনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "সুদর্শন,—আমার রিভলবারে গুলি ঠিক করিয়া এখানে দিয়া যাও।"

সুদর্শন পিস্তল আনিতে ছুটিল,—দুই মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া, টেবিলের উপর পিস্তল রাখিল! মহারাজা বলিলেন, "আমারই ভুল হইয়াছিল! দেখ দেখি ওদিককার দরজা বন্ধ আছে কিনা?"

সুদর্শন দরজা টানিয়া দেখিয়া বলিল, "এ দরজা বন্ধ আছে, মহারাজ!"

"তাহা হইলে সামনের দরজা বা পেছনের দরজা ব্যতীত আর কাহারও এ ঘরে আসিবার উপায় নাই?"

"না, মহারাজ,—সামনের দরজার সম্মুখে আমি আছি,—পেছনের দরজার সম্মুখে মহারাণীর দাসী আছে।"

সুদর্শন দ্বাররুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল। মহারাজা সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া, আবার লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রায় এক পৃষ্ঠা শেষ করিয়াছেন, এই সময়ে সহসা তিনি লেখা বন্ধ করিলেন,—তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল।

এবার তাঁহার কোন মতেই ভুল হয় নাই। এবার তিনি স্পষ্ট তাঁহার পশ্চাতে সাবধান মনুষ্য পদসঞ্চালন শুনিতে পাইলেন। তিনি কলম সত্বর ফেলিয়া কম্পিতহস্তে রিভলবারটী ধরিলেন,—কিন্তু তবুও তিনি পশ্চাতে ফিরিতে পারিলেন না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের রক্ত যেন নিমিষ মধ্যে জলে পরিণত হইল। ভয়াবহ: স্বপ্ন দেখিলে, মানুষের যেরূপ হয়, তাঁহারও ঠিক সেই রূপ হইল,—কিন্তু এ স্বপ্ন নহে।

আবার তিনি তাঁহার পশ্চাতে চেয়ারের অতি নিকটে সেই সাবধান পদসঞ্চালন শুনিতে পাইলেন। তাহার পর তাঁহার স্কন্ধের উপর উষ্ণ নিশ্বাস অনুভব করিলেন,—তিনি সবলে হৃদয়ের বল সংগ্রহ করিয়া, চীৎকার করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কে অমনি তাঁহার মুখ এক রুমালে চাপিয়া ধরিল,—রুমাল ক্লোরাফর্ম্মে সিক্ত,—সেই ঘোর ক্লোরাফর্ম্মে তাঁহার জ্ঞান নিমিষে তিরোহিত হইবার উপক্রম করিল, তবুও তিনি জ্ঞান রক্ষার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস পাইলেন,—প্রায় অর্দ্ধ পশ্চাৎদিকে ফিরিলেন; দেখিলেন, তাঁহার চক্ষের উপর দুইটী অগ্নি গোলকের ন্যায় দুইটী চক্ষু জ্বলিতেছে,—সেই চক্ষে উন্মাদের উন্মত্ততা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে।

মহারাজা অস্ফুট অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, "তুমি——তুমি——?"

কে তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল,—তাহার পর মুহূর্ত্তেই তাঁহার চক্ষের উপর কি ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল,—তিনি গলায় দারুণ বেদনা অনুভব করিলেন,—নিমিষে সকলই মিটিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সহর তোলপাড়।

পর দিবস প্রাতে সমস্ত সহরে এক মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল,—সকলের মুখেই এক কথা,—সকল সম্বাদ পত্রেই এক কথা! সকলেই ব্যগ্র হইয়া সম্বাদ পত্র কিনিয়া সোৎসুখে পড়িতেছে!

মহারাজা অমরেন্দ্রনারায়ণের খুন

সকলের মুখে এই এক কথা।

একখানি সম্বাদ পত্রে এইরূপ লিখিয়াছে:—

"আজ প্রাতে সহরের সকলেই শুনিতে পাইয়াছেন যে, কলিকাতার প্রধান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মাননীয় মহারাজা অমরেন্দ্র নারায়ণ হত হইয়াছেন। আজ প্রাতে সকলে দেখিল যে মহারাজা যে ঘরে বসিয়া লেখা পড়া করিতেন,—তিনি সেই ঘরেই তাঁহার চেয়ারের উপর টেবিলের সম্মুখে বসিয়া আছেন,—তাঁহার মাথা পশ্চাৎ দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে,—তাহার গলা একধার হইতে অন্যধার পর্য্যন্ত কে কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্রে কাটিয়াছে। বহুক্ষণ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে,—কারণ তাঁহার দেহ সম্পূর্ণ আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে।

অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে গত রজনীতে মহারাজার বাড়ীতে নাচ ছিল, নাচে বহুতর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। হঠাৎ মহারাজা কিয়ৎক্ষণের জন্য নাচের আসর হইতে উঠিয়া যান।

শোনা যায়, তিনি কোথা হইতে এই সময়ে একখানা পত্র

পান। সেই পত্র পাইয়া তিনি কিয়ৎক্ষণের জন্য বাড়ী হইতে ভাড়াটীয়া গাড়ীতে কোথায় যান। প্রায় একঘণ্টা পরে তিনি ফিরিয়া আসিয়া আবার বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিত হয়েন।

প্রায় রাত্রি একটার সময় নিমন্ত্রিতগণ বিদায় হইলে, তিনি একখানা জরুরি পত্র লিখিতে আছে বলিয়া, নিজের ঘরে যান,—এই পর্য্যন্ত,—তাঁহার পর আজ প্রাতে তাহার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে!

এখন শোনা যাইতেছে যে তাঁহার খাস খানসামা সুদর্শন ফেরারি হইয়াছে। পুলিশ তাহারই উপর বিশেষ সন্দেহ করে; তাহাদের কথায় বোধ হয়, তাহার বিরুদ্ধে পুলিশ অনেক প্রমাণ পাইয়াছে। যাহাই হউক অনুসন্ধানে জানা গেল, পুলিশ তাহাকে ধৃত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইতেছে।"

এই সকল কথা বড় বড় অক্ষরে প্রায় এক পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহারই নিম্নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে লিখিত হইয়াছে :—

আর এক খুন।

মেছুয়াবাজারে একটী বাড়ীতে একটী স্ত্রীলোক খুন হইয়াছে।

একটী জঘন্য বাড়ীর একটী জঘন্য ঘরের মলিন ছিন্ন শয্যার উপর আজ সকালে একটী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। তাহার বুকে কে আমূল ছোরা বিদ্ধ করিয়াছে!

অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, এই স্ত্রীলোকের নাম বিমলা। ইহার বিষয় আর কেহই কিছু জানে না। কেবল একমাস হইল এই স্ত্রীলোক এই বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতেছিল।

গত রাত্রে একজনের পর একজন করিয়া তিনজন লোক এই বিমলার সহিত দেখা করিতে আইসে। তাহাদের কেহ চিনে না,—বাড়ীওয়ালী বলে, তাহাদের পূর্ব্বে কখনও সে দেখে নাই। সে ও বাড়ীর অন্যান্য সকলেও বলে যে, বিমলার কাছে গত রাত্রি ভিন্ন আর কখনই তাহারা কাহাকে আসিতে দেখে নাই। তবে মধ্যে মধ্যে সে বাড়ীর বাহির হইয়া যাইত। কোথায় যাইত, তাহা কেহ জানে না। এই বিমলা কে, পুলিশ তাহা এখনও স্থির করিতে পারে নাই। তাহাকে কেহ এ পর্য্যন্ত সনাক্ত করিতে পারে নাই। সে কে, কোথা হইতে আসিয়াছিল,—কি জাতি,—কোথায় বাড়ী, তাহার কিছুই এ পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই।

মেছুয়াবাজারে এরূপ খুন নূতন নহে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে,—এ পল্লিতে যেরূপ খুন হইয়াছে,—এ খুনও বোধ হইতেছে সেইরূপ,—ইহার ভিতর বিশেষ কোন গুরুতর রহস্য যে আছে, তাহা বলিয়া বোধ হয় না।"

* * *

মহারাজা অমরেন্দ্রনারায়ণের বাড়ীতে মহা সমারোহে তাঁহার সৎকারের আয়োজন হইতেছে। শত শত লোক সমবেত হইয়াছে,—সকলেই আন্তরিক বা বাহ্যিক শোক প্রকাশ করিতেছে।

আর মেছুয়াবাজারের জঘন্য গৃহমধ্যে জঘন্য শয্যায় বিমলা শায়িতা,—তাহাকে সৎকার করিবার লোক নাই,—কারণ মৃত্যুকালে তাহার নিকট এক পয়সাও ছিল না,—সকলের ইহাই বিশ্বাস। পুলিশ ডোম দিয়া গাদায় তাহাকে দাহ করিবে।

সংসারে ধনে ও দারিদ্রে এই প্রভেদ। সহস্র কুলোক হইলেও, ধনীর মৃত্যুতে লোকে দুঃখপ্রকাশ করে,—আর দরিদ্র,—হাজার সৎগুণবিশিষ্ট হইলেও, জগতে আপনার বলিবার তাহার কেহ নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রেলগাড়ী।

"যথার্থই তুমি খুব মজার লোক?"

যাহাকে লক্ষ্য করিয়া, এই কথা বলা হইল,—তিনি সলজ্জভাবে অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। বক্তার বড় লোকের ন্যায় অহঙ্কারপূর্ণ কথায় তিনি বিরক্ত হইলেন, কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনি এ কথা বলিতেছেন বলিয়া, সন্তুষ্ট হইলাম। আপনার ন্যায় একজন মহারাজকুমারকে যে খুসি করিতে পারিয়াছি,—তাহাতে আমার সন্তুষ্ট না হওয়াই আশ্চর্য্য!

তিনি ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "মহারাজকুমার?"

তিনি গাড়ীর এক কোণের দিকে সরিয়া বসিলেন। উভয়েই ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের গাড়ীতে হাবড়ায় আসিতেছিলেন।

তাঁহার সহযাত্রীর দিকে তিনি সহসা চাহিয়া বলিলেন, "আপনি আমার পরিচয় পাইলেন কিরূপে?"

"পরিচয় জানিতাম, এ কথা বলিতে পারি না। আপনার চাকর বর্দ্ধমান ষ্টেশনে আপনাকে মহারাজকুমার বাহাদুর বলিয়া সম্বোধন করিতেছিল,—তাহার পর আপনার বাক্সের গায় আপনার নাম লেখা রহিয়াছে।"

"আপনি কোন্ ষ্টেশনে রাত্রে উঠিয়াছিলেন, দেখিতে পাই নাই।"

"খুব সম্ভব,—আপনি ঘুমাইতেছিলেন। আমি মোগলসরাই হইতে উঠিয়াছি।"

"বটে! তবে আপনার টিকিট বর্দ্ধমানের হইল কিরূপে?"

"বর্দ্ধমানের!" বলিয়া তিনি বিস্মিতভাবে চারিদিকে চাহিলেন। কুমার বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, "ঐ যে পায়ের নীচে টিকিটখানা পড়িয়া আছে,—নিশ্চয়ই আপনার,—এ গাড়ীতে আর কেহ নাই।"

কুমার বাহাদুর তীক্ষ্দৃষ্টিতে টিকিটখানা যে বর্দ্ধমানের তাহা দেখিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গী ক্ষিপ্রহস্তে টিকিট খানি তুলিয়া লইয়া পকেটে রাখিলেন,—তৎপরে বলিলেন, "আমার টিকিটখানা হারাইয়া গিয়াছিল,—সেই জন্য বাধ্য হইয়া বর্দ্ধমানে একখানা টিকিট কিনিতে হইয়াছে।"

ইহার পর হইতেই উভয়েই নীরব হইলেন। কেহ কোন কথা কহিলেন না,—উভয়েই দুই কোণের জানালায় গিয়া, বাহিরের দিকে মুখ বাহির করিয়া রহিলেন। অবশেষে গাড়ী আসিয়া হাবড়া ষ্টেশনে থামিল।

তাঁহার চাকর ছুটিয়া, তাঁহার গাড়ীর সম্মুখে আসিল। কুমার বাহাদুর বলিলেন, "আমি হাঁটিয়া যাইব, তুই আমার জিনিস পত্র নিয়ে আয়।"

তাহার পর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, তিনি বিস্মিতভাবে বলিলেন, "ব্যাপার কি? তোর মুখ দেখিলে বোধ হয় যে তুই ভূত দেখেছিস।"

সে মাথা চুলকাইয়া বলিল, "না, হুজুর, রেলে অনেক দূর হতে আসচি, তাই মুখটা হয়তো শুকিয়ে গেছে।"

মহারাজ কুমার শৈলেন্দ্রনারায়ণ মিথ্যা কাহাকে বলে জানিতেন না,—ভৃত্যের কথা বিশ্বাস করিয়া, ষ্টেশন হইতে বাহির হইলেন।

ভৃত্য মনেমনে বলিল, "যখন শুনিবেন,—তখন না জানি কি করিবেন।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভীষণ সম্বাদ।

শরীর নিতান্ত অবসন্ন বলিয়াই, কুমার শৈলেন্দ্র পদব্রজে গৃহে গমন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তিনি অন্যান্যের ন্যায় নহেন। সহরের গোলযোগ,—বড় লোকের বাবুগিরি,—জাঁকজমক,—তিনি ইহার কিছুই ভালবাসিতেন না,—তিনি আদৌ সাংসারিক ছিলেন না;—সংসারের উপর তাঁহার চির-বিরাগ,—এই জন্য তাঁহার মাতা-পিতা অনেক জেদাজেদি করিয়াও তাঁহার এ পর্য্যন্ত বিবাহ দিতে পারেন নাই। তাঁহার বয়স প্রায় পঁচিশ পূর্ণ হইয়াছে,—তিনি না হইলে,—এত বড় লোকের ছেলের অনেক আগেই বিবাহ হইয়া যাইত।

দেশ-ভ্রমণে তাঁহার বড় অনুরাগ,—তিনি সুবিধা পাইলেই দেশ-ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িতেন,—সম্প্রতি প্রায় দুই মাস হইল, পশ্চিমে গিয়াছিলেন,—আজ এই দেশে ফিরিতেছেন।

তিনি পোল পার হইয়া সহরে আসিলেন,—তৎপরে চারিদিকে, অসংখ্য লোকের দিকে চাহিতে চাহিতে বাড়ীর দিকে চলিলেন।

সহসা তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন, এক স্থানে একটা সম্বাদ পত্র বিক্রেতা বালক চীৎকার করিয়া বলিতেছে।

"কাল রাত্রের ভয়ানক ঘটনা! ভয়ানক ঘটনা! মহারাজা অমরেন্দ্রনারায়ণের খুন—সব কথা।"

প্রায় অর্দ্ধ মিনিট তিনি কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায়, পথিমধ্যে দণ্ডায়মান রহিলেন,—সেই বালকের চীৎকার "মহারাজ অমরেন্দ্র-নারায়ণের খুন," শত বজ্র নিনাদের ন্যায় তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল। তাঁহার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল,—তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল,—তাঁহার পদ নিম্ন হইতে যেন পৃথিবী সরিয়া যাইতে লাগিল,—তিনি চারিদিকে অন্ধকার দেখিলেন,—তাহার পর কি হইল,—তাহা আর তাঁহার জ্ঞান নাই।

* * *

তাঁহাব যখন সংজ্ঞা হইল,—তখন তিনি কোথায় রহিয়াছেন,—কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

চারিদিকে বিস্মিতভাবে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, তিনি এক অপরিচিত ঘরে খাটের উপর শায়িত রহিয়াছেন,—গৃহমধ্যে একটী ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্কা বালিকা ব্যতীত আর কেহ নাই। এ বালিকা কে?

তিনি অনেক স্ত্রীলোক দেখিয়াছেন,—কিন্তু এই বালিকার ন্যায় সুন্দরী, তিনি আর কখনও দেখেন নাই। ইহার ন্যায় বা ইহাপেক্ষাও সুন্দরী অনেক থাকিতে পারে,--কিন্তু ইহার মুখে যে এক অনির্ব্বচনীয় ভাব ছিল,—তাহা আর বোধ হয় কাহারও মুখে নাই। তিনি অনিমিষ নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বালিকা কতকগুলি পুস্তক একটী টেবিলের উপর গুছাইয়া রাখিতেছিল,—সহসা তাঁহার দিকে ফিরিল,—তাহার চক্ষু কুমার বাহাদুরের চক্ষে প্রতিফলিত হইল,—সে সলজ্জভাবে মুখ অবনত করিল,—তাহার কপোলযুগল রক্তিমাভ হইল।

বালিকা ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল, "আপনি এখন ভাল বোধ করিতেছেন!"

তিনি বিস্মিতভাবে বলিলেন, "ভাল বোধ করিতেছি! আমার কি অসুখ করিয়াছিল?"

ক্রমে ক্রমে তাঁহার সকল কথা মনে পড়িল,—তাঁহার রাজপথের কথা,—জনতার কথা,—বালকের সেই কথা,—সেই ভয়াবহ কথা,—সকলই তাঁহার মনে পড়িল। তবে এবার তিনি আত্মসংযম করিলেন,—ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন,—তৎপরে বলিলেন, "সেই খবরের কাগজ কি এখানে আছে?"

বালিকা অনিচ্ছাসহকারে একখানি কাগজ তাঁহার হাতে দিল। বলিল, "বাবা,—বাবা,—এখানে আপনার জন্য রাখিয়া গিয়াছেন,—তিনি—তিনি—বলিলেন যে—যে—আপনার নিজেরই সব পড়িয়া জানা আবশ্যক,—আমি—আমরা—বড়———."

বালিকার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল। কুমার কম্পিত-হস্তে কাগজখানি লইলেন। তৎপরে ধীরে ধীরে সমস্ত পাঠ করিলেন। যখন তিনি মস্তক তুলিলেন,—তখন তাঁহার চক্ষে জল নাই,—মুখে দৃঢ়তা ও ঘোর সৌম্যভাব বিরাজ করিতেছে।

তিনি অতি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কোথায়?"

"আপনি আমাদের বাড়ী। বাবা আপনাকে পীড়িত দেখিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন।"

"তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ,—তিনি কোথায়?"

"তিনি এখনই আসিবেন। আপনি—আপনি—আপনার বাবা—"

"হাঁ,—আমারই বাবা খুন হইয়াছেন দেখিতেছি।"

"আপনি আগে কিছুই শুনেন নাই?"

"না,—আমি দেশে ছিলাম না,—এই মাত্র রেল হইতে নামিয়াছি।"

বরং তিনি উচ্চরবে কাঁদিলে বোধ হয় ভাল হইত। তাঁহার শোক ক্রন্দনের অতীত,—বালিকা মুখ ফিরাইল,—চক্ষুজল সম্বরণ করিতে পারিল না! যুবক অপরিচিত, তবুও তাহার শোকে বালিকার ক্ষুদ্র কোমল প্রাণ যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

কুমার শৈলেন্দ্র কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্পন্দভাবে বসিয়াছিলেন, সহসা তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "আমি এখন ভাল হইয়াছি। আমার এখনই বাড়ী যাওয়া উচিত। তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হইল না। হয়তো তিনি আমাকে না আনিলে,—আমি গাড়ীচাপা পড়িতাম। আর একদিন আসিয়া, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইব। তোমার বাবার নামটী কি শুনিতে পাই?"

"বাবার নাম সমরেন্দ্রনাথ।"

"তোমার নাম?"

"আমার নাম হাস্যময়ী,—আমাকে হাসি হাসি বলিয়া ডাকে। ঐ বাবার পায়ের শব্দ,—তিনি এসেছেন।"

কুমার দরজার দিকে চাহিলেন,—তৎপরে নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। এই ভদ্রলোকের সহিতই তিনি একত্রে রেলে আসিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "এত শীঘ্র যে আবার আপনার সঙ্গে আমার দেখা হইবে,—তাহা আমি ভাবি নাই। বোধ হয়, আমি রাস্তায় অজ্ঞান হইয়াছিলাম,—আপনি আপনার বাড়ীতে আমায় না আনিলে,—আমার কি হইত, তাহা জানি না।"

সমরেন্দ্র বাবু বলিলেন, "এ অবস্থায় অজ্ঞান না হওয়াই আশ্চর্য্য। আশা করি, এখন সুস্থ বোধ করিতেছেন ?"

"হাঁ,—এখন আমি অনেকটা ভাল বোধ করিতেছি। আমি যাইতেছিলাম,—অন্য সময় আসিয়া দেখা করিব। আশা করি, এ অনুমতি আপনি আমাকে দিবেন। বুঝিতে পারিতেছেন, যত শীঘ্র হয়, আমার বাড়ী উপস্থিত হওয়া উচিত।"

"নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই,—একখানা গাড়ী ডেকে দিই,—আপনি হেঁটে যেতে পারিবেন না।"

"গাড়ীতে আমার দম বন্ধ হইবে,—আমি হাওয়ায় হেঁটে যাইব।"

এই বলিয়া, কুমার সত্বরপদে সেই বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। সমরেন্দ্র তাঁহাকে দ্বার পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিলেন। যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গেল,—তিনি ততক্ষণ একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে, তিনি চিন্তিতমনে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

কুমার শৈলেন্দ্র দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে ছুটিলেন। কলি-কাতার রাজপথে শত সহস্র লোকের একজনকেও তিনি সে সময়ে দেখিতে পাইতেছিলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কর্ত্তব্য।

মহারাজা অমরেন্দ্রনারায়ণের বিস্তৃত প্রাসাদের অবস্থা আজ যে কিরূপ হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিবার প্রয়োজন কি? শোকের ছায়ায় সকলই আবরিত। কুমার গৃহে প্রবেশ করিতে না করিতে, হৃদয় বিদারক ক্রন্দন ধ্বনিতে চারিদিক পূর্ণ হইয়া গেল।

কিন্তু তিনি কাঁদিলেন না,—তাঁহার চক্ষে জল নাই। তিনি জননীর নিকট চলিলেন।

তাঁহার অবস্থা বর্ণনা করাও কি আমাদের প্রয়োজন?

কুমার বাহিরে আসিয়া পিতার সৎকারাদির বন্দোবস্ত করিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সকলই ফুরাইয়া গেল। কুমার শৈলেন্দ্র পিতৃহীন হইয়া শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

যথাসময়ে মহা সমারোহে মহারাজার শ্রাদ্ধ হইয়া গেল!

* * *

কিছুই এ সংসারে চিরস্থায়ী নহে,—শোক'ও নহে! ক্রমে শোকেরও লাঘবতা হইয়া আসিল। কলিকাতার লোক মহারাজার হত্যাকাণ্ডও ভুলিতে আরম্ভ করিল।

কেবল ভুলিল না পুলিশ,—কর্ত্তব্যের দায়ে,—আর ভুলিলেন না কুমার শৈলেন্দ্র,—পিতৃহন্তার সমুচিত দণ্ড দিবার জন্য।

পুত্রকে বুকে পাইয়া, মায়ের শোকও অনেক উপশমিত হইয়াছে। একদিন মাতা পুত্রে একত্রে বসিয়া আছেন। রাণী সর্ব্বমঙ্গলা চক্ষের জল মুছিয়া,—ক্রন্দনস্বরে বলিলেন, "শৈলেন! বাবা! তুই অমন করে চেয়ে থাকিস্ নে,—বরং কাঁদ্,—আমার আর সহ্য হয় না।"

শৈলেন্দ্র ধীরে ধীরে বলিলেন, "মা! কান্না স্ত্রীলোকের কাজ,—পুরুষের নয়,—পুরুষের অন্য কাজ আছে,—কে এই ভয়াবহ কাজ করিয়াছে,—তাহার কি কোন সন্ধান হয় নাই?"

রাণী মৃদু অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, "সুদর্শন পলাইয়াছে।"

"সুদর্শন,—সুদর্শন,—সুদর্শন, এই কাজ! না,—না,—অসম্ভব ——"

"যাহাই হউক,—সে নিরুদ্দেশ হইয়াছে। সেই তোমার বাবাকে শেষ জীবিত অবস্থায় দেখিয়াছিল।"

"না,—সুদর্শন কিছুতেই নয়। তাহার মত লোক হয় না আমি কিছুতেই ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না।"

রাণী সর্ব্বমঙ্গলা কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলেন। তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "কিছুই বলিতে পারি না। না,—না,—শৈলেন! আমাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিস্ না।"

রাণী কাঁদিয়া উঠিয়া, বস্ত্রে মুখ ঢাকিলেন।

কুমার শৈলেন্দ্র মাতার সম্মুখে প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার মুখ কঠিন,—দৃঢ়,—তাঁহার চক্ষু হইতে এক অভাবনীয় তেজ নির্গত হইতেছে,—সে দৃষ্টিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা স্পষ্ট জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

জননী যতক্ষণ কথঞ্চিৎ সুস্থ না হইলেন,—ততক্ষণ তিনি নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপরে গম্ভীরভাবে বলিলেন, "না,—সুদর্শন নহে। তাহার এই ভয়াবহ কাজ করিবার উদ্দেশ্য কি? বিনা উদ্দেশ্যে কেহ এইরূপ ভয়াবহ কাজ করে না।"

রাণী কষ্টে আত্মসংযম করিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন, তিনি বলিলেন, "শৈলেন, এ সব কথায় আর কাজ নাই।"

কুমার কোন কথা কহিলেন না,—তিনি সেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার জননী কাতরে বলিয়া উঠিলেন, "কোথায় যাইতেছ?"

শৈলেন্দ্র বলিলেন, "প্রথমে উকিল প্রফুল্ল বাবুর ওখানে, তাহার পর পুলিশে।"

রাণী সভয়ে চমকিত হইয়া উঠিলেন। তৎপরে ব্যাকুল-ভাবে বলিলেন, "শৈলেন,—শৈলেন,—বাবা আমার,—প্রতি-হিংসার ইচ্ছা কি ভাল?"

কুমার মস্তক নাড়িলেন,—তৎপরে বলিলেন, "ঐ টুকুই পুরুষ ও স্ত্রীলোকের শোকে প্রভেদ,—এই পর্য্যন্ত। তোমার শোক তোমার মনে,—তোমার প্রাণে,—তোমার হৃদয়ে,—ইহার অন্য কার্য্য নাই। আমার শোক স্বতন্ত্র,—আমার শোক আমাকে কার্য্য করিবার জন্য উত্তেজিত করিতেছে,—আমি চাহি,—প্রতিহিংসা,—প্রতিহিংসা,—প্রতিহিংসা,—পিতৃ-হন্তার রক্ত দেখিতে চাহি।"

রাণী সর্ব্বমঙ্গলা ব্যাকুলভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এত বয়স হইয়াছে, তবুও তিনি সুন্দরী, যথার্থই রাণীমূর্ত্তি,—দেবীমূর্ত্তি।

তিনি ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিলেন, "শৈলেন! প্রতিহিংসা ভাল নহে। পাপীর দণ্ড দিবার কর্ত্তা আমরা নহি,—ভগবান পাপীর দণ্ড দিবেন। আমি তোমার মা,—আমি তোমায় বলিতেছি,—তুমি যাহা করিবে ভাবিতেছ,—যাহা তোমার মুখে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে,—তাহা করিও না,—সে ইচ্ছা ত্যাগ কর,—তোমার মা বলিতেছে।"

এই বলিয়া, তিনি সত্বর আসিয়া,—পুত্রের হস্ত ধরিলেন। চক্ষের জলে কুমার শৈলেন্দ্রের দুইহস্ত ভিজিয়া গেল। তাঁহার চক্ষু হইতে জল নির্গত হইল না,—অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল।

তিনি অতি গম্ভীরস্বরে সুদৃঢ়ভাবে বলিলেন, "মা! আমি তোমার ছেলে,—অন্য সকল বিষয়ে তোমার কথা শুনিতে বাধ্য,—কিন্তু আমি আমার পিতারও পুত্র। ভগবান কবে তাঁহার হত্যাকারীর দণ্ড দিবেন,—ততদিন অপেক্ষা করিতে আমি প্রস্তুত নই,—সক্ষমও নই। আমি পিতৃহন্তার দণ্ড দিব,—ইহা আমার কর্ত্তব্য,—জীবনের কার্য্য।"

তিনি তথায় আর অপেক্ষা করিলেন না,—তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

রাণী সর্ব্বমঙ্গলা কাঁদিতে কাঁদিতে শোকে বিহ্বলা হইয়া, হতাশ হৃদয়ে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার ন্যায় এ সংসারে দুঃখিনী আর কে?

তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে ব্যাকুলে বলিলেন, "আমি কি করি,—আমি কি করি,—উপায় কি?"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পুলিশ অনুসন্ধান।

দুই খুন সম্বন্ধেই যে, পুলিশ অনুসন্ধান করিতেছিল, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। আমারা সংক্ষেপে এই স্থলে পুলিশের রিপোর্টের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব।

"আমার নাম শশী,—আমি প্রায় বিশ বৎসর মহারাজার বাড়ী চাকরি করিতেছি। খাস খানসামার নীচেই আমি খানসামা। সুদর্শনই মহারাজার সমস্ত কাজকর্ম্ম করিত। তাহার অনুপস্থিতিতে সময় সময় আমিও করিতাম।"

"ঘটনার দিন সকালে রাণীমার দাসী আসিয়া বলিল, "মহারাজা কাল বাড়ীর ভিতর হইতে আইসেন নাই কেন, তাহাই জানিবার জন্য তিনি তাহাকে পাঠাইয়াছেন। যাও, বাহিরে তাঁহার ঘরে গিয়া দেখিয়া আইস, ঘরের পেছনের দরজা বন্ধ কেন, আর তিনি কোথায়?" আমি বলিলাম, "সুদর্শনকে পাঠাও।" সে বলিল, "সুদর্শনকে ডাকাডাকি করিয়াছি,—সে উঠিল না।"

"আমি কাজেই মহারাজার বসিবার ঘরে আসিলাম। দেখি, বাহিরের দরজাও ভিতর হইতে বন্ধ। আমি ফিরিয়া আসিয়া, দাসীকে দিয়া, রাণীমাকে খবর পাঠাইলাম। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, "যেমন করিয়া হয়, দরজা খুলিয়া ফেল।"

"আমরা তখন তিন চারিজনে মিলিয়া দরজা খুলিয়া ফেলিলাম। তাহার পর যাহা দেখিলাম, তাহা বলা যায় না। মহারাজার গলা কাটা। এই পর্য্যন্ত।"

"ঘরের মধ্যে ঠেলাঠেলির কোন চিহ্ন ছিল ?"

"না,—যেখানকার যা, তা সেই খানেই ছিল।"

"কিছু চুরি গিয়াছিল ?"

"না,—কিছুই নয়।"

তাহার পর দাসীর সাক্ষী গ্রহণ করা হয়। ভৃত্য যাহা বলিয়াছিল,—সেও তাহাই বলিয়াছিল। আর একজন চাকর বলিল, "রাত্রে একজন লোক মহারাজার জন্য একখানা পত্র লইয়া আইসে। সে সেই পত্র আমার হাতে দিলে,—আমি তাহা লইয়া গিয়া, মহারাজার খাস খানসামা সুদর্শনকে দিই। তাহার পর মহারাজা একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া, পেছনকার দরজা দিয়া, বাহির হইয়া যান। প্রায় একঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসেন। আমি সুদর্শনের তাঁবে ছিলাম,—তাহার হুকুমে কাজ করিতাম। তাহাই মহারাজা যখন যাহা হুকুম করিতেন, তাহা জানিতে পারিতাম।"

ডাক্তারের সাক্ষ্য এইরূপ:—"কোন শাণিত অস্ত্রে মহারাজার গলা প্রায় দুইখণ্ড করা হইয়াছে। কেহ নিজে এরূপ ভাবে নিজের গলা কাটিতে পারে না,—ইহা অসম্ভব। কাজেই আত্মহত্যা নহে। খুব সম্ভব, কেহ হঠাৎ ক্লোরাফর্ম্ম করিয়া, মহারাজাকে অজ্ঞান করিয়া, তাঁহার গলায় ছুরি বা ক্ষুর বসাইয়াছিল। সম্ভবমত রাত্রি ১২টা হইতে ১টার মধ্যে তিনি হত হইয়াছিলেন।"

মহারাজার কেসিয়ার বলিলেন, "মহারাজা সন্ধ্যার সময় একখানা পাঁচশ টাকার নোট চাহিয়া লইয়াছিলেন। কেন তাহা তিনি জানেন না,—জিজ্ঞাসা করার হুকুম ছিল ন

খুব সম্ভব এই নোট মহারাজার পকেটেই ছিল,—ইহার নম্বর ১২০ পি ০৯৬৭১।"

ডিটেকটিভ ইনেস্পেক্টর রঘু বাবু বলিলেন, "আমি খুনের সম্বাদ পাইয়াই, মহারাজার বাড়ী যাই। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম,—খিড়কির দরজা সমস্ত রাত্রি খোলা পড়িয়াছিল, কেহ বন্ধ করে নাই। সেই দরজা হইতে একটা ছোট লম্বা বারান্দা মহারাজার বসিবার ঘর পর্য্যন্ত আছে। যে কেহ অনায়াসে এই দরজা দিয়া,—মহারাজার ঘরে যাইতে পারে আমি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া জানিয়াছি যে, মহারাজার ঘর হইতে এই দরজা পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে বিন্দু বিন্দু রক্তের দাগ আছে; সুতরাং খুনি এই দরজা দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। এই বারান্দায় সেই সময়ে কোন আলোক ছিল না,—মহারাজাই সব আলোক নিবাইয়া দিতে বলেন। সুতরাং খুনি অনায়াসেই অন্ধকারে লুকাইয়া আসিতে পারিয়াছিল।"

"তাহা হইলে, বাহির হইতে কেহ আসিয়া, খুন করিয়াছিল,—ইহাই আপনার মত?"

"ঠিক বলা যায় না। তবে এটা স্থির,—খুনী খিড়কীর দরজা দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে।"

মহারাজা যে টাকা লইয়াছিলেন,—তাহা কেবল সুদর্শনই জানিত,—সে নোটের কোন সন্ধান হইল না। সুদর্শনই শেষ মহারাজার ঘরে গিয়াছিল। বাহিরের লোক যে কেহ সাহস করিয়া কাজের বাড়ীতে এত লোকজনের সম্মুখে আসিবে,—তাহার সম্ভাবনা কম,—সুদর্শনই পলাইয়াছে,—সুতরাং সুদর্শনের

উপরই অধিক সন্দেহ হয়। সেই জন্য পুলিশ তাহাকে খুনী স্থির করিয়া, তাহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হত স্ত্রীলোক সম্বন্ধে।

মহারাজার খুনের সম্বন্ধে পুলিশ যত অনুসন্ধান করিয়াছিল, বলা বাহুল্য, হতভাগিনী বিমলার খুনের সম্বন্ধে তত করে নাই। একদিকে মহারাজা,—অপরদিকে অজ্ঞাতকুলশীলা দরিদ্রা,—পুলিশ সংসার ছাড়া নহে।

আমরা এ খুন সম্বন্ধেও পুলিশ রিপোর্ট হইতে কিঞ্চিত্ত উদ্ধৃত করিব।

বাড়ীওয়ালী এইরূপ ইজাহার দেয়ঃ——

"কতদিন এই স্ত্রীলোক তোমার এখানে ছিল?"

"এক মাসের কিছু বেশী।"

"কোন কাজকর্ম্ম করিত?"

"কিছু না,—কোন কাজকর্ম্ম করিতে দেখি নাই।"

"তোমার ভাড়া পাইয়াছ?"

"আগামী দিয়াছিল।"

"অন্যান্য ভাড়াটিয়ার মত সে ছিল না,—ইহা কি তুমি দেখ নাই?"

"অত শত আমি দেখি নি।"

"তার বিষয় তুমি আর কি জান?"

"কিছুই না,—পরের কথায় আমি থাকি না।"

"সে কখনও বাড়ীর বাহিরে যাইত?"

"হাঁ,—কখনও কখনও যাইত।"

"কোথায় যাইত, জান?"

"তা কেমন করে জানবো।"

"সে অন্যান্য ভাড়াটিয়ার মত ছিল না?"

"না,—দেখি নাই।"

"কোন লোককে তাহার কাছে আসিতে দেখিয়াছ?"

"না,—এই খুনের রাত্রি ভিন্ন আর তাহার কাছে কাহাকে আসিতে দেখি নাই,—আসিলে, জানিতে পারিতাম।"

"কজন লোক তাহার কাছে সে রাত্রে এসেছিল?"

"দুজন।"

"একসঙ্গে এসেছিল?"

"না,—একজন চলে গেলে, আর একজন এসেছিল।"

"কত রাত্রে প্রথম লোক আসে?"

"তোপ পড়্বার পরেই।"

"কতক্ষণ সে লোক এই স্ত্রীলোকের ঘরে ছিল?"

"আধ ঘণ্টার বেশী নয়।"

"তাহার চেহারা কি রকম বলিতে পার?"

"ভাল করে দেখি নি,—কেমন করে বলব। আমি কি পরের চেহারা দেখে বেড়াই।"

"ইহাদের কথাবার্ত্তা কিছু শুনিতে পাইয়াছিলে?"

"কে কার কথা শুনে বেড়ায়,—তবে বোধ হয়েছিল যেন বমলা কাঁদ্‌চে।"

"কোন সন্ধান লও নাই?"

"অমন কান্না রোজ আমাদের বাড়ী হয়।"

"সে চলে যাবার কতক্ষণ পরে দ্বিতীয় লোক এসেছিল।"

"দশ মিনিটও হবে না।"

"তাহার চেহারা কি রকম বলিতে পার?"

"মশায়,—আমি কারও চেহারা দেখে বেড়াই নে। আমার কি সে বয়স আছে।"

"কোন চেচানি,—কোন শব্দ,—কিছু বিমলার ঘরে শুনিতে পাইয়াছিলে?"

"না—কিছুই নয়।"

"এই লোক কখন বাহির হইয়া যায়, তাহা বলিতে পার কি?"

"না,—সে যে কখন বেরিয়ে গিয়েছিল, তাহা আমি জানি না।"

"তাহা হইলে সে কতক্ষণ ছিল,—তাহাও বলিতে পার না?"

"না—কেমন করে বল্‌বো?"

"তাহলে আর কেহ সে রাত্রে তাহার নিকট আসে নাই?"

এই প্রশ্নে বাড়ীওয়ালী ইতঃস্তত: করিতে লাগিল,—তাহাতে ইনেস্পেক্টর তাহাকে পুনরায় ঐ প্রশ্ন করায় সে বলিল, "তার ঘরে কেউ আসে নি বটে,—কিন্তু তার পাশের ঘরে বুনো হরি থাকে,—তার ঘরে লোক এসেছিল।"

"তা হলে বিমলার কাছে আর কেউ আসে নি?"

"যা হয়েছে বল্‌চি। বুনো হরি একটা লোকের সঙ্গে তার ঘরে যায়,—তার একটু পরেই হরি বাহির হইয়া আসে,

বলে বাজার হতে খাবার আন্‌তে যাচ্চে,—কিন্তু সে আর রাত্রে ফেরে নি।"

"আর লোকটা?"

"কখন তার ঘর থেকে বার হয়ে গিয়েছিল,—তা দেখি নি।"

"সকালে সে লোকটা হরির ঘরে ছিল কি?"

"না,—সকালে তার ঘর খোলা পড়েছিল।"

"আর তুমি এ সম্বন্ধে কিছু জান না?"

"যা জানি সব বলেছি।"

বুনো হরি যাহা বলিয়াছিল,—তাহা এই :——

"খুনের রাত্রে আমার ঘরে একটা লোক আসিতে চায়, আমি তাকে সঙ্গে করে আনি। সে ঘরের ভিতর আসিয়াই বলিল, "পাশের ঘরে কে থাকে, "আমি বলিলাম, "বিমলা বলে একটী মেয়ে মানুষ থাকে।" সে আমার ঘরে এসে বস্‌লে না,—অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়িয়ে রইল। আমি বলিলাম "বসো।" সে বলিল, "তোমার নাম হরি" আমি বলিলাম "হাঁ। "সে বল্লে, হরি যদি আজ রাত্রির জন্য তুমি আমাকে তোমার ঘরটী ছেড়ে দেও, তো তোমায় আমি দশ টাকা দি?" আমি বল্লাম "দশটাকা।"

"হাঁ—দশ টাকা।"

কেন—এত টাকা?"

"তা বল্‌তে রাজি নই। যদি কাকেও কিছু না বলে দশটা টাকা রোজগার কর্ত্তে চাও তো ঘরটা রাত্রের জন্যে ছেড়ে চলে যাও,—আমি একলা এখানে থাক্‌তে চাই,—

কাল সকালে উঠে যাব। তুমি আর কারও ঘরে শুতে পার।"

"ঘরে আমার কোন জিনিসই ছিল না,-সব বাড়ীওয়ালীর, দশ দশটাকার লোভ সামলাইতে পাল্লেম না,—এমন কাণ্ড হবে কে জানে? আমি আমার সইয়ের বাড়ী শুতে গেলাম।"

"লোকটার চেহারা কেমন বল্‌তে পার?"

"লম্বা,—বেশ দেখ্‌তে,—ভদ্রলোকের মত। তাকে দেখে কোন সন্দেহ হয় নি বলেইতো ভদ্রলোক বলে ঘর ছেড়ে গিয়েছিলাম,——এমন হবে——"

"ঘরের কোন জিনিস হারিয়েছে?"

"কিছু না।"

"বিছানায় কেউ শুয়েছিল বলে বোধ হয়?"

"না—কেউ শোয় নি,—তা হলে বিছানা অমন থাকে না।"

"এই লোকটা কখন চলে গেছিল তা তুমি বলতে পার কি?"

"না,—আমি সয়ের বাড়ীতেই রাত্রে ছিলাম।

পুলিশ এই হত স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আর একটী বিষয় লক্ষ করিল। ইহার হাতে লোহা ও সিতায় সিঁদুর থাকায় বুঝিল এ বিধবা নয়; আরও দেখিল, ইহার কেবল বাম হাতে একগাছি সোণার তাগা আছে। এরূপ তাগা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। পুলিশ তাগা হস্তগত করিয়া রাখিয়াছিল,—আশা এই তাগা হইতে স্ত্রীলোকটী সেনাক্ত হইবে।

এই পর্য্যন্ত। এই দুই হত্যাকাণ্ডের খুনিই পুলিশ ধরিতে সক্ষম হইল না। তাহারা এসম্বন্ধে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না।

নবম পরিচ্ছেদ।

হাসি।

একদিন হাসি তাহার নিজ ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে বসিয়া, তাহার প্রিয় কাবুলি বিড়ালটী লইয়া খেলা করিতেছিল। তাহাকে সম্বোধন করিয়া, কত কথাই বলিতেছিল।

দুই হস্তে তাহার মুখ ধরিয়া বলিতেছিল, "মেনি,—মেনি,—মেনিবুড়ী আমার,—আচ্ছা মেনি,—তুই যদি কথা কইতে পারতিস্,—তা হলে তোকে দুটো মনের কথা বল্‌তাম। বুঝিছিস্,—শুন্‌ছিস্,—তিনি বেশ না,—বেশ,—বাপ অমন করে মারা গেছে,—আহা! কত না তার লেগেছে,—তবু তিনি কাঁদলেন না;—না জানি বুকের বল কত,—আমি চোকের জল রাখ্‌তে পার্‌লেম না,—তুই কেঁদেছিলি মেনি,—ও হতভাগা বেড়াল!"

হাসি আবার কল্পনা রাজ্যে আকাশ কুসুম মনে মনে গড়িতে লাগিল। শৈলেন্দ্রকে দেখা পর্য্যন্ত তাঁহার প্রশান্ত সুন্দর মূর্ত্তি তাহার হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। সে দিন রাত্রি শয়নে স্বপনে তাঁহার মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া, জগত-সংসার ভুলিয়া গিয়া, প্রাণে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পাইতেছে। এতদিন এরূপ আনন্দ সে আর কখনও উপলব্ধি করে নাই। সে শৈলেন্দ্র ধ্যানে নিমগ্না হইয়া গিয়াছে।

সে আর কাহার কাছে তাহার মনের কথা বলিবে? তাহাই তাহার বাবা না থাকিলে,—সে তাহার প্রিয়

বিড়ালকে কোলে তুলিয়া লইয়া,—তাহারই সহিত শৈলেন্দ্রের কথা বলিত,—কত কথাই কহিত। আবার মেনি কোন উত্তর না দেওয়ায়,—কত রাগই করিত,—কিন্তু এ ব্যাপারে তাহার হাসিমুখে বিষাদের ছায়াও পড়িয়াছে।

হাসি সুখের স্বপ্নে নিমগ্না ছিল,—অতি সুখের স্বপ্নও ভাঙ্গিয়া যায়,—চিরকাল থাকে না। দরজা খুলিবার শব্দে তাহার চমক ভাঙ্গিল,—সে চমকিত হইয়া, ফিরিয়া দেখিল, তাহার বাবা।

সে ভীত ও বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিল, "বাবা,—একি! তুমি বিছানা থেকে উঠেছ,—কাপড়-চোপড় পরে কোথায় যাচ্ছ? তুমি ঘুমচ্ছিলে বলে আমি এই ঘরে একটু এসেছি। আবার যে অসুখ বাড়্‌বে,—ডাক্তার বাবু বলে গেছেন,—তোমায় বিছানা থেকে কিছুতেই না উঠ্‌তে।

সমরেন্দ্র বাবুর চক্ষু কোঠরে বসিয়া গিয়াছে,—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে,—তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে হাসির বিছানায় আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার নিশ্বাস প্রবলবেগে পড়িতে লাগিল। তিনি কথা কহিবার চেষ্টা পাইয়াও, কথা কহিতে পারিলেন না।

একটু সুস্থ হইয়া বলিলেন, "তা—তা হলে,—আমি—আমার—যথার্থ—অসুখ—হয়েছিল—আমি——"

"অসুখ হয়েছিল? এ কদিন এক রকম অজ্ঞান হয়ে রয়েছ। আমি ভয়ে মরিতেছি,—তবে ডাক্তার বাবু বলেছেন, কোন ভয় নাই। শোও,—এখানেই শোও,—না হলে অসুখ যে বাড়্‌বে।"

সমরেন্দ্র বাবু আবার কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আজ—আজ কি বার?"

"শুক্রবার।"

"শুক্রবার!"

এই বলিয়া, সমরেন্দ্র বাবু দুই হস্তে নিজের মস্তক ধরিয়া যেন কি স্মরণ করিবার চেষ্টা পাইলেন,—তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি—আমি—একদিন একটী লোককে অজ্ঞান অবস্থায় এখানে এনেছিলাম,—সে—সে—সে কোন—"

হাসির গণ্ডদ্বয় ঈষৎ রক্তিমাভ হইল। সে বলিল, "সে মঙ্গলবার। তিনি চলে গেলে,—তুমিও বার হয়ে যাও,—অনেক রাত্রে ফিরে এসেছিলে,—সেই পর্য্যন্ত তোমার অসুখ।"

সমরেন্দ্র বাবুর মুখ হইতে কাতরোক্তি নির্গত হইল,—তিনি বলিলেন, "হাঁ,—হাঁ,—আমার মনে হইতেছে,—সব স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। আমার জ্বর হইয়াছিল।"

"এই তিন দিন জ্বরে অজ্ঞান হয়ে আছ।"

"জ্বর,—জ্বর,—স্বপ্ন——"

সহসা তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"সেই কাগজ—সেই কাগজ—কই?"

হাসি ভীত হইয়া,—বাবাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "কি কাগজ বাবা?"

"যে কাগজ তিনি দেখেছিলেন,—যে কাগজে খুনের কথা আছে।"

হাসি কাগজখানি যত্নে তুলিয়া রাখিয়াছিল,—আনিয়া

পিতার সম্মুখে ধরিল। তিনি একরূপ তাহার হাত হইতে কাগজখানি কাড়িয়া লইলেন। তাহার পরে ব্যগ্রভাবে পড়িতে লাগিলেন। হাসি দেখিল তিনি মহারাজার খুনের বিষয় পড়িতেছেন না,—কারণ সে স্থান সে অনেকবার পড়িয়াছে, কেন পড়িয়াছে,—তাহা সে জানে না।

সে দেখিল তাহার বাবা থর থর করিয়া কাঁপিতেছেন,—তাহার কপালে ফোঁটা ফোঁটা হইয়া ঘাম বাহির হইতেছে,—তিনি পলকশূন্য নয়নে একদিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। হাসি ভীত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিল, "বাবা—বাবা !"

তাহার ডাকে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল,—তিনি তাহার দিকে চাহিলেন,—তাহার পর অৰ্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন, "স্বপ্ন—স্বপ্ন—স্বপ্ন নয়।"

সহসা তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন,—দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া, নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন। হাসি কি করিবে,—সে পিতার পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে কি বলিবে—কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

প্রায় আধ-ঘণ্টার উপর সমরেন্দ্র বাবু এই একই ভাবে বসিয়া রহিলেন। তাহার ক্রন্দন শব্দ আর শুনিতে পাওয়া যায় না! হাসিও তাঁহাকে ডাকিয়া বিরক্ত করে নাই। সে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নীরবে পিতার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা ছিল।

সমরেন্দ্র বাবু অনেকক্ষণ কোন কথা কহিল না দেখিয়া, সে ভীত হইয়া তাহার গায় হাত দিয়া ডাকিল, "বাবা—বাবা !"

সমরেন্দ্র বাবু উত্তর দিলেন না। তখন সে দেখিল যে

তাহার বাবা মূর্চ্ছিত হইয়াছেন। সে তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া সত্বর চাকরকে ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

আমি কি করি !

নিশীথ রাত্রি।—রাণী সর্ব্বমঙ্গলা নিদ্রিতা হইতে পারেন নাই। তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার আহার নিদ্রা নাই।

দূরের ঘড়িতে একটা বাজিল। মহারাজা শৈলেন্দ্র নারায়ণের বৃহৎ অট্টালিকা ঘোর নিস্তব্ধতা সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছে। বাড়ীর দাসদাসী লোকজন সকলেই নিদ্রিত হইয়াছে,—বাড়ীতে আর কেহ জাগ্রত নাই!

রাণী শয়ন পর্য্যন্ত করেন নাই। শয্যার উপর অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়াছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের ঘড়িতে একটা বাজিলে তিনি চমকিত হইয়া চারিদিকে চাহিলেন। সন্তর্পণে কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন,—না,—কোন দিকে কোন শব্দ নাই, বাড়ীর সকলেই নিদ্রিত হইয়াছে।

তিনি উঠিয়া একটা বাতি জ্বালিলেন। তৎপরে সেই বাতিটী হাতে করিয়া অতি সন্তর্পণে, অতি সাবধানে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

অনেকানেক ঘর উত্তীর্ণ হইয়া তিনি একটী গৃহের দ্বারের নিকট আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। দরজা খুলিতে তাঁহার সাহস হইল না, সবলে তাঁহার হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল, তাঁহার হাত থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি সাহস করিয়া দরজা খুলিতে পারিলেন না।

বহুক্ষণ তিনি স্তম্ভিত ভাবে সেই দরজার নিকট দণ্ডায়মান রহিলেন। অবশেষে হৃদয়ে বল বাঁধিয়া দরজা ঠেলিলেন,—দরজা খুলিয়া গেল,—তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু এক পাও অগ্রসর হইতে পারিলেন না, সহসা তাঁহার দেহ যেন পাষাণে পরিণত হইল।

এ সেই ঘর! এই গৃহমধ্যে মহারাজা অমরেন্দ্রনারায়ণ হত হইয়াছিলেন। সেই পর্য্যন্ত এ গৃহ বন্ধ আছে,—এ গৃহমধ্যে কেহ প্রবেশ করে নাই। যেখানকার জিনিষ সেই খানেই রহিয়াছে,—কেহ কোন জিনিষে হাত দিতে সাহস করে নাই।

কতকক্ষণ রাণী স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মানা ছিলেন,—তাহা তিনি জানেন না। সহসা তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন,—সভয়ে চারিদ্দিকে চাহিলেন। তিনি যাহা করিতে আসিয়াছেন,—তাহা না করিলে নয়! নতুবা তিনি প্রাণ থাকিতে এই ভয়াবহ ঘরে কখনই সাহস করিয়া আসিতেন না! উপায় নাই,—না করিলে নয়,—তাহাই তিনি চোরের ন্যায় এই বিষম গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন।

বিলম্ব করিলে কাজ হইবে না। হয়তো সকলে উঠিয়া পড়িবে। তিনি একরূপ বলে হৃদয়ে বল আনিয়া, অগ্রসর হইলেন। একধারে বাতিটী রাখিয়া,—বস্ত্রমধ্য হইতে একটা চাবি বাহির করিয়া,—গৃহপার্শ্বস্থ আলমারি খুলিলেন।

আলমারির ভিতর একটী চোরা-দেরাজ ছিল,—সহসা এই দেরাজের অস্তিত্ব সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। মহারাজা ও রাণী ব্যতীত ইহার অস্তিত্ব আর কেহ জানিত না।

রাণী সত্বর এই দেরাজ টানিয়া খুলিয়া ফেলিলেন,—তৎপরে সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া,—কি একটা দ্রব্য দেরাজ হইতে তুলিয়া, বস্ত্রমধ্যে লুকাইলেন।

সহসা কাহার পদশব্দ নিকটে শ্রুত হইল। যদিও সে শব্দ অতি ক্ষীণ,—তবুও সেই অতি নির্জ্জন প্রাসাদ মধ্যে সে শব্দ রাণীর কর্ণে প্রবেশ করিল। সেই শব্দে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন পাষাণে পরিণত হইল,—তাঁহার দেহের রক্ত জল হইয়া গেল,—তিনি নিস্পন্দ,—নিস্তব্ধ,—স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মানা রহিলেন। দেরাজ হইতে হাত টানিয়া লইবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল।

পদশব্দ আরও নিকটস্থ হইল। সেই গৃহের দ্বারের নিকট আসিয়া নীরব হইল,—তাহার পর দ্বার খুলিবার শব্দ,—তাহার পর ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া গেল,—বাতিহস্তে কুমার শৈলেন্দ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎপরমুহূর্ত্তে এই গৃহমধ্যে তাঁহার জননীর প্রতি দৃষ্টি পড়ায়,—তিনি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

উভয়েই নীরব। কিয়ৎক্ষণ কাহারই মুখ হইতে কথা নির্গত হইল না। রাণী ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিলেন।

অবশেষে কুমার শৈলেন্দ্র বলিলেন, "মা,—মা,—তুমি—তুমি—এখানে? এখানে এত রাত্রে তুমি কি করিতেছ?"

কিয়ৎক্ষণ রাণী কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। কুমার শৈলেন্দ্র তাঁহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছেন দেখিয়া, তিনি ইতস্ততঃ করিয়া, কম্পিতস্বরে বলিলেন,

"আমি—আমি—ঘুম হইল না,—এখানে তিনি—একবার দেখিতে আসিয়াছি।"

কুমার কোন কথা না কহিয়া,—হাত দিয়া খোলা আলমারি ও দেবাজ দেখাইলেন। রাণী কি বলিবেন,—কি করিবেন,—কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না,—তিনি কি করিবেন,—তিনি কি করিবেন? পুত্রের তীক্ষ্ণদৃষ্টির দিকে চাহিতে তাঁহার সাহস হইল না। তিনি অবনতমস্তকে কম্পিত-কণ্ঠে বলিলেন, "আমায়—আমায়—কিছু জিজ্ঞাসা করিও না,—পরে—পরে সব তোমায় বলিব।"

পুত্রকে তিনি কি বলিবেন,—তিনি তাহার কিছুই বলিতে পারিলেন না। না,—না,—বলা অসম্ভব।

তিনি কাতরে বলিলেন, "বাবা শৈলেন! আমি আর দাঁড়াইতে পারিতেছি না,—তুমি আমাকে আমার ঘরে লইয়া যাও।"

নীরবে শৈলেন্দ্র জননীর হাত ধরিলেন,—তিনি সম্পূর্ণ ভর তাঁহার পুত্রের উপর দিলেন। কুমার বলপ্রয়োগে তাঁহাকে ধরিয়া না রাখিলে,—তিনি নিশ্চয়ই পড়িয়া যাইতেন। তিনি জননীকে সাবধানে ধরিয়া, পশ্চাতস্থ দ্বার দিয়া,—সে গৃহের বাহিরে আসিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মাতা ও পুত্রে।

সেই ভয়াবহ গৃহের বাহিরে আসিয়া রাণী কথঞ্চিৎ প্রকৃতস্থ হইলেন,—তিনি অৰ্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিলেন, "আমি—আমি—ওখানে গিয়া ভাল করি নাই।"

কুমার শৈলেন্দ্র জননীর মুখের দিকে পূর্ব্বরূপ তীক্ষ্ণদৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "মা,—ও ঘরে তুমি কোন উদ্দেশ্যে গিয়াছিলে?"

কুমার যে মুখে এ কথা বলিলেন, তাহা নহে। তিনি মনে মনে ধ্রুব নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতাকে সাধারণ খুনিতে খুন করে নাই। তাঁহার হত্যাকাণ্ডের সহিত ঘোরতর রহস্য জড়িত আছে। এই রহস্য কি তাঁহার জননী অবগত আছেন, তাহা তিনি তাঁহাকেও বলিতেছেন না। যেরূপেই হউক তাঁহার নিকট হইতে কথা বাহির করিতেই হইবে,—কুমার মনে মনে এ বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। তাঁহার মনের ভাব রাণী বুঝিতে পারিয়া, প্রাণে প্রাণে শিহরিয়া উঠিলেন।

রাণী নিজ শয়ন গৃহের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন,—ভাবিলেন, শৈলেন্দ্র তাঁহাকে এখানে রাখিয়া নিজ গৃহে চলিয়া যাইবেন, কিন্তু তাহা তিনি গেলেন না। মা গৃহে প্রবেশ করিলে তিনিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গৃহ প্রবিষ্ট হইলেন।

রাণী নিজ শয্যায় বসিয়া পড়িয়া,—দুই হস্তে মুখ ঢাকিলেন। কুমার তাঁহার সম্মুখে কিয়ৎক্ষণ নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া,—অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "মা! আমি যদি

জিজ্ঞাসা করি, আজ এত রাত্রে তুমি ও ঘরে গিয়া কি করিতেছিলে,—তাহা হইলে, অধিক কিছু অন্যায় কি জিজ্ঞাসা করা হইবে? বোধ হয়, নয়। আমি তোমার ছেলে,—তুমি আমার মা,—তোমার ও আমার মধ্যে কিছু কি গোপন থাকা উচিত? আমি তোমায় পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, আবার বলিতেছি,—বাবাকে কে খুন করিয়াছে,—যতদিন আমি না জানিতে পারিব,—ততদিন আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। আমি এ বিষয়ে ভগবানের নামে শপথ করিয়াছি। তোমারও কি এ ইচ্ছা হয় না? যদি তুমি এ সম্বন্ধে কিছু জান,—তাহা হইলে, আমায় বল,—গোপন করিও না।”

কুমার নীরব হইলেন। কিয়ৎক্ষণ উত্তরের প্রত্যাশায় দণ্ডায়মান রহিলেন,—কিন্তু রাণীর মুখ হইতে বাক্যনিঃসৃত হইল না।

কুমার অতি বিষণ্নস্বরে বলিলেন, “মা? বাবার বিষয়ে যে কিছু রহস্য আছে,—তাহা আমি কখনও আমার মনে হয় নাই। এখন বোধ হইতেছে,—কিছু না কিছু আছে,—আর তুমি—আর তুমি তাহার কিছু না কিছু জান। এ সকলের মানে কি? পুরাণ বিশ্বাসী চাকর, সুদর্শন নিরুদ্দেশ হইয়াছে। তোমার এই ভাব,—তুমি এই রাত্রে সেই ঘরে গিয়া কি খুঁজিতেছিলে,—ইহাতে আমার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তুমি এ বিষয়ে—এই ভয়াবহ ব্যাপারের কিছু না কিছু জান। তাহাই যদি হয়,—আমি তোমার এক ছেলে,—আমায় না বলিবার কারণ কি? তুমি যাহা জান,—তাহা বলিলে,

হয়তো আমি অতি সহজে পিতৃহন্তাকে ধৃত করিতে পারিব। সে বাঁচিয়া যাক,—ইহা তোমার কখনই অভিপ্রায় হইতে পারে না।"

এবার রাণী কষ্টে কথা কহিলেন, প্রায় অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, "ভগবান তাহার দণ্ড দিবেন।"

কুমার ভ্রুকুটী করিয়া বলিলেন, "তুমি ও কথা আগেও বলিয়াছিলে! আমি আবার বলি, ভগবান কবে দিবেন,—ততদিন তত বিলম্ব আমি সহ্য করিতে পারিব না। যতদিন পিতৃহন্তার দণ্ড না হয়,—ততদিন আমি স্থির হইতে পারিব না।"

রাণী ধীরে ধীরে মস্তক নাড়িলেন,—ধীরে ধীরে বলিলেন, "বাবা শৈলেন! যদি যথার্থই কিছু গুপ্ত রহস্য থাকে, তাহা হইলে, জগতে যাহাতে তাহা প্রচার না হয়, তাহা কি আমাদের করা উচিত নহে?"

"আমাকে বলিলে, জগতে প্রচার করা হয় না। আমি তাঁহার ছেলে,—একমাত্র ছেলে, যে রহস্যই হউক না কেন, তাহা জানিবার শুনিবার আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। আমি পিতৃহন্তার দণ্ড দিতে বাধ্য,—এই জন্য এই গুপ্ত রহস্য আমি শুনিতে চাহি।"

রাণী পুত্রের মুখের দিকে ধীরভাবে চাহিয়া, অতি দৃঢ়-ভাবে বলিলেন, "আমার কাছ থেকে নয়।"

কুমার অতি বিস্মিতভাবে জননীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মা! তুমি কি বলিতেছ, তাহা তুমি জান না?"

"জানি,—প্রাণ থাকিতে আমি কিছু বলিতে পারিব না।"

"তুমি আমাকে বলিবে না? তাহা হইলে, তুমি আমাকে সকল কথা বলিলে, পিতৃহন্তা ধৃত হয়,—ইহা জানিয়াও তুমি আমাকে কিছু বলিবে না?"

"বাবা শৈলেন! যদি সেই দুর্ব্বৃত্ত এখন আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়,—তাহা হইলেও, আমি তাহাকে কিছুই বলিব না। যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন,—তাহা হইলে, তিনিও এ ইচ্ছা করিতেন না।"

জননীর কথার ভাবার্থ কিছুই উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, কুমার বিরক্ত ও রাগত হইলেন। মনে মনে বলিলেন, "স্ত্রীলোক হাজার বুদ্ধিমতী হইলেও, স্ত্রীলোকই থাকে।" তিনি অতি কষ্টে আত্মসংযম করিয়া বলিলেন, "যাহা হউক, তুমি আজ রাত্রে সেই ঘরে কি করিতেছিলে,—তাহা আমাকে বল,—আমি তোমাকে সে ঘরে দেখিতে পাইয়াছিলাম,—সুতরাং ইহা জানিতে আমার অধিকার আছে।"

রাণী কোন উত্তর দিলেন না। কুমার আবার বলিলেন, "এ কথাও কি আমায় বলিবে না?"

রাণী প্রায় অস্পষ্টস্বরে,—অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "না,—বলিবার উপায় নাই।"

"তবে যাক।"

এই বলিয়া, মুহূর্ত্ত মধ্যে কুমার জননীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। যে চক্ষের জল রাণী এতক্ষণ কষ্টে সম্বরণ করিয়াছিলেন,—তাহা প্রবলবেগে তাঁহার বুক ফাটিয়া,—দুই চক্ষু দিয়া, দরবিগলিতধারে বহিল। তিনি

শুইয়া পড়িয়া, বালিসে মুখ ঢাকিলেন। বালিস চক্ষের জলে ভাসিয়া গেল।

কাঁদিতে কাঁদিতে রাণী ক্লান্ত হইয়া, নিদ্রিতা হইয়াছিলেন। অতি প্রত্যূষে লোকজনের গোলযোগে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মায়ের যাতনা।

রাত্রে কি ঘটিয়াছে,—প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত রাণী কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিলেন না। ক্রমে ধীরে ধীরে গত রাত্রির কথা তাঁহার মনে উদিত হইল। এ সংসারে তাহার ন্যায় দুঃখিনী কে? তাঁহার ন্যায় নীরবে অসহনীয় যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে কে?

তিনি যাহা জানেন,—প্রাণ থাকিতে তাহা প্রকাশ করিতে পারেন না,—এমন কি, ছেলের কাছেও নহে।

কাল রাত্রে তিনি সেই ভয়াবহ গৃহমধ্যে ছেলে কর্ত্তৃক ধরা পড়িয়াছেন। ছেলে তাঁহাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়াছে,—তিনি তাহার একটারও উত্তর দিতে পারেন নাই। তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন,—সে তাঁহাকেই সন্দেহ করিয়াছে।

এ কথা মনে হইবামাত্র, তাঁহার প্রাণ প্রাণের ভিতর শিহরিয়া উঠিল,—তাঁহার দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল; তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন।

তাঁহার নিজের ছেলে তাঁহাকে স্বামীঘাতিনী,—তাহার

পিতৃঘাতিনী মনে করিয়াছে! হায়! ইহাপেক্ষা এ সংসারে আর কি যাতনা সম্ভব? সে কি আর কখনও তাঁহার মুখ দেখিবে? স্বামী হারাইয়াছি,—আজ একমাত্র ছেলেও হারাইলাম! কি পাপে ভগবান আমাকে এত দুঃখ দিতেছেন?”

কতক্ষণ রাণী এইরূপ অসহনীয় চিন্তায় নিমগ্না ছিলেন,—তাহা তিনি জানেন না। সহসা তাঁহার দাসী গৃহমধ্যে আসিল,—তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। মানুষ দেখিলেই, আজ তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

দাসী তাঁহার মুখ দেখিয়া, বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিল, “রাণী মা! আপনার অসুখ করেছে?”

রাণী কোন উত্তর দিলেন না। দাসী আবার বলিল, “আপনি রাত্রে ঘুমান নি,—তা আমাদেরও ঘুম হয় নি। কাল মহারাজার সেই ঘরে—কার কথা শুন্‌তে পেয়েছিলাম, সেই পর্য্যন্ত ভয়ে———”

“কার গলার শব্দ?”

“তা জানি না। রাণী মা! বোধ হয়,—মহারাজা—দাগে—— ”

রাণী ভ্রূকুটী করিয়া, ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, “ফের ও কথা মুখে আনিলে,—দূর করিয়া দিব। সাবধান! যদি শুনি যে, কাকেও এ কথা বলেছ,—তা হলে এক মিনিটও আর এখানে তেষ্টাতে পার্ব্বে না।”

দাসী অবনত মস্তকে বিনীতভাবে বলিল, “আপনি

যখন বল্‌চেন,——তখন—তখন——অন্য কাকেও বল্‌বো কেন ?”

রাণী অপরদিকে মুখ ফিরাইলেন। তাহার পর দাসীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “যাও,—কুমার বাহাদুরের চাকরকে দিয়ে তাঁকে খবর দেও,—যেন তিনি এখনই আমার সঙ্গে একবার দেখা করেন।”

দাসী রাণীর এ ভাব আর কখনও দেখে নাই। ভীত হইয়া, সত্বর সে ঘর হইতে পলাইল। সে কুমার বাহাদুরের খানসামাকে খবর দিতে চলিল।

অনেক ডাকাডাকিতেও তাহাকে জাগাইতে না পারিয়া, সে রাখাল বলিয়া একটা চাকরকে তুলিয়া,—রাণীর হুকুম জানাইল। সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “বৃথা,—ধনি,—বৃথা,—কুমার বাহাদুর বেরিয়ে গেছেন।”

রাখালের রসিকতায় বিরক্ত হইয়া, দাসী বিরক্তভাবে মুখ ফিরাইল। তৎপরে বলিল, “হাঁ,—এত ভোরে বেরিয়ে গেছেন,—আলসের যম, - যাবার ভয়ে এই কথা বল্‌চিস।”

রাখাল হাসিল, বলিল, “তোমার কথা আমার বড় মিষ্টি লাগে।”

দাসী রাগতভাবে বলিল, “তা হলে তুই রাণীমার হুকুম শুন্‌বি না ?”

“না।”

“না! এত বড় আস্পর্দ্ধা,—কেন ? তাই বল, রাণী মাকে বলে তোর শ্রাদ্ধ কর্ব্বো।”

“এই জন্যে যে কুমার বাহাদুর কোথায় তা জানিনে,—

কাজেই রাণীমার হুকুম তাঁকে জানাতে অক্ষম,—শুন্‌লে ধনি!"

"তিনি তাঁর ঘরে শুয়ে আছেন?"

"না,—তা নেই। আমার ভাল জানা উচিত,—আমি তাঁর কাপড়—ছড়ি এনে দিয়ে,—সঙ্গে গিয়ে দরজা খুলে দিয়াছিলাম।"

"এতক্ষণ তা বলিস্‌নি কেন,—বিটকেল গাধা!"

"বলেছিইতো—তোমার কথা আমায় বড় মিষ্টি লাগে।"

দাসী রাগতভাবে ভিতরে প্রবেশ করিল। রাণীমার নিকট আসিয়া বলিল, "তিনি খুব ভোরে একলা বার হয়ে গেছেন,—রাখাল তাঁহার কাপড় ছড়ি এনে দিয়েছিল,—সেই দরজা খুলে দেয়।"

দাসী ভীত ও বিস্মিত হইয়া, রাণীমার দিকে চাহিল,—রাণীর কণ্ঠ হইতে অস্ফুট আর্ত্তনাদ বহির্গত হইতেছে।

রাণী পীড়িত হইয়াছেন ভাবিয়া,—দাসী সত্বর তাঁহার নিকটে আসিল,—কিন্তু রাণী হাত দিয়া, তাহাকে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলিলেন। সে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া,—ধীরে ধীরে বিস্মিতভাবে সে গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল।

তখন রাণী কাতরে বলিলেন, "সে তা দেখেছে,—সে সেখানে গিয়েছে,—যদি—যদি—যদি—দেখিতে পায়——"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অনুসন্ধান আরম্ভ।

একদিন কুমার বাহাদুর তাঁহার বাল্যবন্ধু সুধীর বাবুর সহিত পদব্রজে চিৎপুর রোড দিয়া,—মেছুয়াবাজারের দিকে যাইতেছিলেন,—উভয়ের আকৃতি প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ প্রভেদ সত্বেও উভয়ে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। সুধীর বাবু সম্বাদ পত্রে লিখিতেন,—কলিকাতা সহরের সর্ব্বত্র তাঁহার নখদর্পন। বড় ছোট, ভাল মন্দ, স্থান অস্থান, তিনি সকলই জানিতেন,—কোথায় যে তিনি না যাইতেন, না থাকিতেন, তাহার কোন স্থিরতা ছিল না।

তিনি চটি জুতা ব্যবহার করিতেন,—পরিধান অর্দ্ধমলিন বস্ত্র,—গারে হাত ও গলাখুলা জামা,—তাহার উপর অর্দ্ধ ছিন্ন এক রেপার,—কি শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সর্ব্ব সময়েই তাহার এই বেশ ছিল,—ইহার পরিবর্ত্তন কখনও তিনি করিতেন না।

তবে কুমার শৈলেন্দ্র জানিতেন,—তাঁহার বন্ধুর নানা পাগলামি থাকা সত্বেও তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান, সাহসী, বিবেচক, কর্ম্মক্ষম লোক দ্বিতীয় ছিল না। তাহাই তিনি তাঁহার পিতার খুনের রহস্য ভেদ করিবার জন্য, সুধীর বাবুর সাহায্যগ্রহণ নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য জ্ঞাত করিলে,—সুধীর বাবু সোৎসাহে তাঁহার সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিলেন। এই সকল ব্যাপারে তিনি হৃদয়ে বড়ই আনন্দ বোধ করিতেন।

আজ এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, উভয়ে মেছুয়াবাজারের দিকে চলিয়াছেন। সুধীর বাবু বলিয়াছেন,—দুইটা খুন প্রায় এক সময়েই হইয়াছে,—দুইটার মধ্যে কোন সম্বন্ধ আছে কি না,—তাহা দেখা প্রথম আবশ্যক।

কুমার বলিলেন, "আমারও তাহাই মনে হয়।"

"প্রথম তাহাই দেখা যাক।"

"তাহাই চল।"

তাহাই তাঁহারা চলিয়াছেন। তাঁহারা যে জঘন্য পল্লীতে প্রবেশ করিলেন,—তথায় কুমার শৈলেন্দ্র আর কখনও আইসেন নাই। তিনি এই সকল স্থান দেখিয়া,—বিস্ময়ে, দুঃখে ও ঘৃণায় ভ্রূকুঞ্চিত করিতেছিলেন।

কিয়দ্দূর আসিয়া বলিলেন, "সুধীর! আমরা যেখানে যাইতেছি,—সে জায়গা কি এর চেয়েও খারাপ?"

সুধীর বাবু কেবল মাত্র বলিলেন, "প্রায়।"

"এমন যায়গা এ সহরে আছে, তাহা কখনও আমি ভাবি নাই।"

"বাপুহে! তোমরা বড় লোক,—স্বার্থপরের রাজা। ছেলেবেলা থেকে স্বার্থপরতা সুখবিলাসতাই শিখিয়া আসিতেছ, এ সব দেখিবে কিরূপে? সংসারে যে বিস্তর দুঃখ কষ্ট আছে,—তাহা জানিবে কিরূপে? কখনও তাহা দেখিবার চেষ্টা বা ইচ্ছা কর নাই! টাকার গরমে মরিতেছ। যদি নরক বলিয়া কিছু থাকে,—তাহা হইলে, সে মহাশয়দের জন্যই রিজার্ভ আছে।"

কুমার হাসিয়া বলিলেন, "বড় লোকের উপর তোমার চিরদিনই রাগ।"

"অপদার্থ স্বার্থপর বলে।"

"এত খারাপ সকলে নয়?"

"না হতে পারে,—তবে ভগবান করুন, আমাকে তোমাদের মত একজন না হতে হয়। সহস্রবার গরিব্ থাকিব, তবুও কখনও তোমাদের ন্যায় বড় লোক হইতে চাহি না।"

কুমার হাসিয়া বলিলেন, "বোধ হয় আমাদের এ সব আলোচনা ত্যাগ করাই উচিত।"

"উচিত। এ সকল যায়গা এই সকালে তুমি খারাপ মনে করিতেছ,—একদিন রাত্রে আসিয়া দেখিও,—অনেক জ্ঞান হইবে। তবে হয়তো এ সব কথা তোমার ভাল লাগিতেছে না, না লাগিবারই কথা। এই আমরা সেই বাড়ীর কাছে আসিয়াছি।"

তাঁহারা মেছুয়া বাজারে উপস্থিত হইয়াছেন। সুধির কুমারকে বড় রাস্তা হইতে একটী আবর্জ্জনাময় দুর্গন্ধ পূর্ণ ক্ষুদ্র গলির ভিতর আনিয়াছেন,—সেই গলির এক পার্শ্বে সেই বাড়ী। এই বাড়ীতেই বিমলা খুন হইয়াছিল।

এ গলির ভিতর অন্ধকার,—এখানে কোন কালে সূর্য্যের রশ্মি প্রবেশ করে না। ক্ষুদ্র গলির দুই পার্শ্বে দ্বিতল ত্রিতল বাড়ী। কুমার পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ ঢাকিলেন।

দেখিয়া সুধির মৃদু হাঁসিয়া বলিলেন, "একটু দার্শনিক হও,—দার্শনিকের ন্যায় এ সকল অগ্রাহ্য করিতে শিক্ষা কর। যাহাই হউক এ সকল কথা এখন থাক্,—আমাদের প্রথম অনুসন্ধান করিতে হইবে, এই বিমলার সৎকার করিয়াছিল কে?

তাহার জগতে কেহ ছিল না, সে কে কোথা হইতে আসিয়াছিল, তাহা এ পর্য্যন্ত স্থির হইল না। অথচ পুলিশের নিকট অনুমতি লইয়া একটী ভদ্রলোক তাহার যথাবিহিত সৎকার করিল,—এই ভদ্রলোক কে জানা আবশ্যক।"

কুমার বলিলেন, "এই বাড়ির লোকে বোধ হয় বলিতে পারে,—চল জিজ্ঞাসা করি।"

"হাঁ—কিন্তু তুমি নও। আমি এখন ভাবিয়া দেখিলাম,—তোমার ও বাড়ীতে আমার সঙ্গে যাওয়া হইবে না।"

"কেন?"

"তুমি সঙ্গে থাকিলে কেহ কিছু বলিবে না।"

"না,—আমিও তোমার সঙ্গে থাকিব।"

"কোন কাজ হইবে না। তোমাকে চিনিতে পারিলে কেহ কিছুই বলিবে না।"

"আমাকে এখানে কেহ চিনিতে পারিবে না।"

"তা ভেব না। অন্তত এটা স্থির যে এখানে কোন কোন পুলিশের লোক ছদ্মবেশে আছে,—সে তোমাকে চিনিতে পারিবে। তুমি এই খুনের সন্ধানে আসিয়াছ, জানিতে পারিলে, মূর্খেরা গোল বাঁধাইবে। আর কিছু করিতে পারুক না পারুক, আন্দাজে ভাবিয়া লইবে, মহারাজার খুনের সঙ্গে এ খুনের কোন না কোন সম্বন্ধ আছে। না,—আমি ভেবে দেখেছি,—তোমার আমার সঙ্গে যাওয়া হইবে না।"

কুমারও এ কথার গুরুত্ব বুঝিলেন, বলিলেন, "আমি তোমার পরামর্শমত কাজ করিতে বাধ্য।"

"দাঁড়াও,—সরে দাঁড়াও,—এদের যেতে দেও।"

উভয়ে দেখিলেন, যে বাড়ীতে খুন হইয়াছিল, সেই বাড়ী হইতে একটী বালিকার হাত ধরিয়া একটী ভদ্রলোক বাহির হইয়া আসিলেন। তাহাদের দেখিয়া কুমার বিস্ময়ে স্তম্ভিত প্রায় হইলেন,—সত্বর অন্ধকারে মুখ লুকাইলেন। তাঁহারা উভয়ে সত্বর পদে তাঁহাদের পার্শ্বদিয়া চলিয়া গিয়া বড় রাস্তায় একখানা গাড়ীতে উঠিল।

বালিকা হাসি,—ভদ্রলোক তাহার পিতা সমরেন্দ্র নাথ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অনুসন্ধানের ফল।

এই অবস্থ পল্লিতে, বিশেষতঃ খুনের বাড়ী হইতে ইহাদের দুইজনকে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়া কুমার স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। আর তাঁহার এখানে তিলার্দ্ধ থাকিতে ইচ্ছা ছিল না। তাহাই তিনি বলিলেন, "সুধীর, তোমার কথায়ই ঠিক;—আমার এখানে থাকা ভাল নহে। আমি বাড়ী চলিলাম, যতদূর যাহা জানিতে পার,—আমাকে গিয়া সম্বাদ দিও।"

সুধীর বাবু অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন, "তাহাই হইবে।"

কুমার বাহাদুর বড় রাস্তায় আসিয়া একখানা গাড়ী ডাকিয়া তাহাতে উঠিলেন। তাঁহার গাড়ী চলিয়া গেলে, তখন সুধীর বাবু ধীরে ধীরে তিনি সেই খুনের বাড়ী প্রবেশ করিলেন।

প্রায় একঘণ্টা পরে তিনি সেই বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন,—তৎপরে নিকটস্থ মদের দোকানে প্রবেশ করিয়া পশ্চাতস্থ একটী ঘরে গিয়া বসিলেন। বেহারাকে তামাক ও

কিঞ্চিত সুধা আনায়নের জন্য পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া দিলেন।

সেই গৃহ মধ্যে আরও পাঁচ সাত জন লোক সুরাপান করিতেছিল। ইহারা সকলেই পল্লির লোক। সকলেই অভাগিনী দিগের অর্থে আত্মআমোদে সময়াতিপাত করিয়া থাকে।

সুধির ধূম্রপান করিতে করিতে এই খুনের বিষয় মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার দুই কানও এক চক্ষু সেই ঘরে যাহারা ছিল, তাহাদের উপর বিশিষ্ট রূপে নিযুক্ত রহিল। ইহারা খুন সম্বন্ধে বা সেই স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কোন কথা বলে কিনা, তাহাই অবগত হওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য।

প্রথমে তিনি ভাবিলেন, "যতদূর জানা যায়,—এ বিমলা এ পাড়ায় অন্যান্য স্ত্রী লোকের ন্যায় ছিল না। সে কখনও কোন পুরুষের সঙ্গে কথা কহিত না। তাহার মৃত্যুর দিন ব্যতীত আর কোনদিন পূর্ব্বে তাহার ঘরে কোন পুরুষ আসে নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই দিন রাত্রে উপরি উপরি তিনজন লোক তাহার ঘরে আসিয়াছিল,—ইহার মধ্যে একজন যে তাহাকে খুনকরিয়াছে,—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই,—কিন্তু সে কে?"

"তাহাদের বাড়ীর কেহ চিনে না,—পূর্ব্বে কখনও তাহাদের এ পল্লিতে কেহ দেখে নাই,—সুতরাং বুঝিতে হয়,—এই তিনজন লোক অন্য কোন স্থান হইতে এই স্ত্রীলোকের সঙ্গেই দেখা করিতে আসিয়াছিল।"

সুধির বাবু যাহা ভাবিয়াছিলেন,—যাহা শুনিবার জন্য

তিনি এই মদের দোকানে প্রবেশ করিয়াছিলেন,—তাহাই তিনি কতক শুনিতে পাইলেন। অপরাপর কয়টী লোক এ কথা ও কথার পর বিমলার খুনের কথা তুলিল। কে সে, কে তাহাকে খুন করিল,—এই সকল আলোচনা করিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহারা যাহা বলিল, তাহাতে নূতন কিছুই ছিল না,—সে সমস্তই সুধির বাবু পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন।

সহসা একজন বলিল, "তার এক পয়সাও ছিল না,—সে গাদায় পুড়িত,—তবে কে এত টাকা খরচ করিয়া তাহার এমন ভাল সৎকার করিল ?"

একজন বলিল, "তিনি তাকে চেনেন বলে সেনাক্ত কর্ত্তে এসেছিলেন। আমি তখন সেখানে ছিলাম। পুলিশের সাম্‌নে লাস দেখে বল্‌লেন "না,—ইহাকে চিনি না,—তবে হয়তো যেন কোথায় দেখছি,—মনে নাই।" তিনি তার নাম পর্য্যন্ত জানিতেন না। যখন শুন্‌লেন যে তার এক পয়সাও নাই, আর তার সৎকার বাড়ীর কেউ কর্ত্তে চায় না, তখন তিনি পুলিশকে বল্লেন, "যদি আপত্তি না থাকে,—আমি এর সৎকার, নিজের টাকা দিয়ে কর্ত্তে পারি।" পুলিশের আর তাতে আপত্তি কি ? তিনি কেবল দয়া করেই তার গতি করে দেছেন,—বড় ভদ্রলোক।"

আর একজন বলিল, "হাঁ,—লোকটা ভাল বলে বোধ হয়,—এইমাত্র একটা মেয়ে মানুষ সঙ্গে করে বাড়ীওয়ালীর সঙ্গে দেখা করে ছিল।"

সকলে বলিয়া উঠিল, "কেন—কেন ?"

"এই—যদি তার কোন আত্মিয় স্বজন তার সন্ধানে এসে

থাকে,—তাই জান্‌তে এসেছিলেন। কেমন তাঁর সেই মাগীর লাস দেখে পর্য্যন্ত দয়া হয়েছে! লোকটা ভাল,—আমি সঙ্গে করে বাড়ীওয়ালীর কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম বলে আমায় একটা টাকা দিয়ে গেছে।”

সুধীর বাবু একটা সূত্র পাইলেন। তাহা হইলে যে লোক এই মাত্র বাহির হইয়া গেল,—সেই বিমলার সৎকার করিয়াছিল? অন্য কেহ হইলে হয়তো সুধীর বাবু এ বিষয়ে তত মনোনিবেশ করিতেন না,—কিন্তু যে ব্যক্তি একটু পূর্ব্বে বাড়ীওয়ালীর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল,—তিনি তাহাকে বেশ চিনিতেন।

তিনি ভাবিলেন, “তাহা হইলে সমরেন্দ্র বাবু বিমলার সৎকার করিয়াছেন। কেবল দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া যে তিনি এ কাজ করিয়াছেন, তাহা কিছুতেই নহে,—নিশ্চয়ই সমরেন্দ্র এই ব্যাপারের অনেক বিষয়,—অনেক গুড় রহস্য,—অবগত আছেন। দেখিতেছি তাঁহার উপর বিশেষ নজর রাখিতে হইতেছে। তাঁহার নিকট হইতে বা তাঁহাকে ধরিয়া অনেক কথা অবগত হইবার সম্ভাবনা আছে।”

ঘরে যাহারা ছিল, তাহারা সকলেই বলিতেছিল, “আমরা তাকে দেখেছি কেবল, কখনও তার সঙ্গে কথা কই নি। সে কারও সঙ্গে কথা কইত না!”

একজন বলিল, “পুরুষের সঙ্গে তো নয়ই,—মেয়ে মানষের সঙ্গেও বড় কথা কহিত না।”

আর একজন বলিল, “তার ভাবের লোক কেবল ও বাড়ীর রঙ্গিনী ছিল। কেবল তার কাছেই সে যেতো।”

সুধির বাবু বিস্মিত ভাবে প্রায় কি বলিয়া উঠিতেছিলেন, কিন্তু ওষ্ঠে কণ্ঠের শব্দ রোধ করিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় অপরাপরে নিজ নিজ কথায় নিযুক্ত ছিল, তাঁহাকে কেহ লক্ষ করে নাই।

তিঁনি প্রাচিরে ঠেস দিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া বসিয়াছিলেন, অপর সকলে ভাবিয়াছিল, তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন,—তিনি ঘুমান নাই; মনে মনে বলিলেন, "যাহা হউক, বৃথা সময়টা নষ্ট হইল না। অনেকটা কাজ অগ্রসর হইয়াছে। রঙ্গিণী—রঙ্গিণী—সমরেন্দ্র—সমরেন্দ্র,—এই দুইজনই আমার অনুসন্ধানের ভিত্তি।"

তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন ভাবিয়া এক ব্যক্তি আসিয়া তাহার পার্শ্বে বসিল,—তিনি নড়িলেন না। সে নিঃশব্দে তাঁহার পকেটে হাত দিল, তবুও তিনি কিছু বলিলেন না,—তাঁহার পকেটে অধিক কিছু ছিল না। কিন্তু সে তাহা লইয়া সন্তুষ্ট হইল না,—তাঁহার পকেটস্থ ঘড়িটী লইতে উদ্যত হইল,—তখন তিনি হাই তুলিয়া উঠিয়া বসিলেন। সে অমনই বলিয়া উঠিল, "পুলিশের চর—পুলিশের চর,—মিছিমিছি ঘুমনর ভান করে আমাদের কথা শুনচে?"

এই কথা বলিবামাত্র অপর সকলে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া গালাগালি দিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে ছুটিল। সুধীর বাবু যে মাদুরে বসিয়াছিলেন, তাহা নিমেষ মধ্যে তুলিয়া লইয়া তাহাদের মুখের উপর ফেলিয়া দিলেন,—পর মুহূর্ত্তেই তিনি অন্তর্দ্ধত হইলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আবার মাতা পুত্রে।

কুমার শৈলেন্দ্র গৃহে ফিরিলে, "তাঁহার খানসামা বলিল, রাণী মা আপনাকে দুই তিনবার ডাকিতে পাঠাইয়াছেন।"

কুমার কাপড় না ছাড়িয়াই সেই বেশেই জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। দেখিলেন, তিনি তাঁহার গৃহে একাকিনী বসিয়া আছেন,—তাঁহার মুখ পাংশুবর্ণ,—মুখে বিষাদের ছায়া ব্যতিত আর কিছুই নাই,—তাঁহার ভাব শান্ত—সৌম্য—স্থির।

পুত্র গৃহ প্রবৃষ্ট হইলে, তিনি তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন,—পুত্রের দৃষ্টিতেও ঘোর দৃঢ়তা বিরাজ করিতেছে।

কুমার জননীর নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "মা, তুমি আমায় ডেকেছ ?"

"হাঁ—ডেকেছি।"

"তা হলে তুমি সব আমায় বলিবে ?"

"আমার কিছুই বলিবার নাই। অন্য কারণে আমি তোমায় ডেকেছি।"

"কিছু বলিবার নাই, সে বিষয় আমি বেশ জানি। ইচ্ছা করিলে তুমি অনেক কথা বলিতে পার,—আমিও আমার পিতৃহন্তার দণ্ড দিতে পারি। বাবার খুন সম্বন্ধে যদি কোন রহস্য থাকে,—তাহা হইলে তাহাও প্রকাশ হইতে পারে।"

"তুমি ভুল বুঝিতেছ,—আমি কিছুই জানি না।"

"জানিলেও তুমি বলিবে না।"

"জানিলেও আমায় তোমার বলা উচিত নয়। বাবা শৈলেন,—এত প্রতিহিংসার ইচ্ছা কি ভাল?"

কুমার আত্মসংযম করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াই মার নিকট আসিয়াছিলেন, অতিকষ্টে আত্মসংযম করিয়া বলিলেন, "প্রতিহিংসা নহে,—কর্ত্তব্য। এ সব কথা বলে ফল কি? তুমি আমাকে কি জন্য ডেকেছ তাই বল।"

"শুনলেম—শুনলেম,—তুমি পুরস্কার দেবে বলেছ——"

"হাঁ—হাজার টাকা পুরস্কার দেব বলেছি।"

"কেন?"

"যে সুদর্শন খানসামার সন্ধান দিতে পারিবে।"

"তুমি ভাল কাজ কর নাই। তুমি জান, সুদর্শন এ কাজ করে নাই,—সে ইহার কিছুই জানে না।"

"আমার মত সম্পূর্ণ অন্য রকম। আমার বিশ্বাস সে নিজে খুন না করিলেও সে এ বিষয়ের অনেক কথা জানে।"

"সে ধরা পড়িলেও কোন কথা বলিবে না।"

কুমার মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সে পরে দেখা যাইবে। পুলিশ বলিয়াও একটা জিনিস আছে।"

মুহূর্ত্তের জন্য উভয়ে নীরব রহিলেন, তাহার পর রাণী কি করিতেছেন জানিবার পূর্ব্বেই তিনি সহসা পুত্রের পদতলে পড়িয়া দুই হস্তে তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিলেন। কুমার বিস্ময়ে স্তম্ভিত প্রায় হইয়াছিলেন, কয়েক মুহূর্ত্ত তাঁহার কণ্ঠ হইতে বাক্য নিস্সৃত হইল না। তৎপরে তিনি মায়ের হস্ত হইতে পা ছাড়াইয়া লইতে চেষ্টা করিয়া জননীর দুইহস্ত ধরিয়া বলিলেন, "কর কি—কর কি? পাগল হইলে নাকি?"

কিন্তু রাণী কিছুতেই তাঁহার পা ছাড়িলেন না,—কাতরে সজল নয়নে বলিলেন, "শৈলেন, বাবা—আমার কথা শোন। আমি তোমাকে বিনয় করে বল্‌চি,—তুই এ সব বিষয় অনুসন্ধান আর করিস্‌ নে। যা হবার তা হয়ে গেছে,—উপায় নেই। তোর জন্যে—আমার জন্যে—সকলের ভালর জন্যে বলিতেছি। পুলিশে যাহা হয় করুক,—ঐ পুরস্কার দিবার বিষয় বন্ধ করিয়া দেও। তুমি জান না তুমি কি করিতেছ—তোমার কি মনে হয় না যে, ইহার ভিতর অতিশয় গুপ্ত কথা আছে,—তোমার কি বিশ্বাস, ঐ সামান্য টাকার জন্যে কেহ তোমার বাবাকে খুন করেছে,—না—না—আর আমার সহ্য হয় না!"

কুমার রাণীকে তুলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলেন,—কুমারের চক্ষু হইতেও দর-বিগলিতধারে নয়নাশ্রু বহিল। তিনি জননীকে তুলিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "মা,—যদি বাবা টাকার জন্য খুন না হইয়া থাকেন,—তবে কিসের জন্য হইয়াছেন,—বল।"

"হাঁ—আমি বলিতে পারি.—কিন্তু বরং তোমার পায় এখানে মরিব,—সেও ভাল,—কিন্তু প্রাণ থাকিতে সে কিছুতেই বলিতে পারিব না।"

"তাহা হইলে ইহার ভিতর অনেক গূঢ় গুপ্ত রহস্য আছে,—আর তুমি তাহা জান?"

"আমি সত্য বলিতেছি, আমি কিছুই জানি না,—তবে আমি কতকটা অনুমান করিয়াছি,—অনুমান করিতে পারি। শৈলেন, তোমার বাবাকে লোকে দেবতা বলিয়া জানে—

দেখ তাঁহার মৃত্যুতে লোকে কত দুঃখ প্রকাশ করিতেছে,—আর যদি কেহ তাঁহার গত জীবনের কোন কথা তুলিয়া তাঁহার নিন্দা প্রচার করে,—তাঁহাকে রাক্ষস বানায়—তিনি আর নাই যে সে কথার প্রতিবাদ করিবেন,—তাহা হইলে—তাহা হইলে—কি হইবে—ভাল হইবে কি?"

কুমার কোন কথা না বলিয়া জননীকে টানিয়া তুলিয়া পার্শ্বে বসাইলেন। রাণী বলিলেন, "এই জন্য বলি, এ খুনের সন্ধানে আর কাজ নাই। খুনি ধরা পড়িয়া দণ্ড পাইলে, আমরা তাঁহাকে আর পাইব না। হয়তো ইহাতে তাঁহার নামে ঘোর কলঙ্ক রটিবে,—তাঁহার এত বড় নাম,—এত বড় মান সম্ভ্রম সকলই নষ্ট হইবে! তাহাই বলি,—শৈলেন,—এ সব ত্যাগ কর,—ত্যাগ কর,—ত্যাগ কর।"

শৈলেন্দ্র জননীর কথার ভাবার্থ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার মস্তিষ্ক কি বিকৃত হইয়া গিয়াছে,—তিনি এ সকল কি বলিতেছেন! তাঁহার দেবতুল্য পিতার নামে কলঙ্ক রটিবে! কি কলঙ্ক—অসম্ভব! তিনি কোন ক্রমেই এ সকল কথা বিশ্বাস করিতে পারেন না।

তিনি বলিলেন, "মা,—আমি এ সব বিশ্বাস করিতে পারি না। তুমি স্বপ্ন দেখিতেছ—বাবার নামে কলঙ্ক—অসম্ভব—সম্পূর্ণ অসম্ভব!"

রাণী কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "শৈলেন, আমি যাহা বলিয়াছি,—তাহার কিছুই মিথ্যা বলি নাই। তুমি তোমার বাবার খুনের রহস্য বাহির করিতে গেলে তাঁহার দেবতুল্য নামে কলঙ্ক হইবে। লোকে তখন তাঁহার নাম

মুখে আনিতেও ঘৃণা বোধ করিবে! তিনি বাঁচিয়া থাকিলে হয়তো সে সকল বিষয়ের তিনি ন্যায্য কারণ দেখাইতে পারিতেন,—এখন তিনি—এখন কেবল তাঁর পবিত্র নামে কালি পড়িবে। আমি তোমার মা,—আমি বলিতেছি,—বিশ্বাস কর!"

কুমার অতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "যদি যথার্থই তাহাই হয়,—তাহা হইলে আমি সব জানিতে চাহি। সব শুনিয়া কি করা আমার উচিত কি না করা অনুচিত,—তাহা আমি বিবেচনা করিব। তুমি যাহা জান, আমায় বল। আমি নিশ্চয়ই শুনিব।"

রাণী অস্পষ্ট আর্ত্তনাদ করিয়া দুই হস্তে মুখ ঢাকিলেন, কাতরে বলিলেন, "আমি কিছুতেই বলিতে পারিব না।"

কুমার আরও গম্ভীরভাবে বলিলেন, "হয়, তুমি আমাকে বল, না হয়——"

"না হইলে তুমি এ অনুসন্ধান ছাড়িবে না।"

"কথনও না।"

রাণী কথা কহিলেন না,—মুখ ঢাকিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। কুমারও নীরবে মায়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। বহুক্ষণ রাণী কোন কথা কহেন না দেখিয়া কুমার বলিলেন, "মা,—তাহইলে আমি যাই,—তুমি আমায় কিছু বলিবে না?"

রাণী তবুও কথা কহিলেন না, তিনি দ্বারের কাছে আসিলে তাঁহার কর্ণে তাঁহার জননীর মৃদু কম্পিত অর্দ্ধস্ফুট স্বর প্রবেশ করিল,—তিনি তৎক্ষণাৎ ফিরিলেন।

রাণী বলিলেন, "এস—কাছে—কাছে,—তুমি ইচ্ছা করিয়া জোর করিয়া শুনিতেছ,—আমার—আমার—কোন দোষ নাই।"

তিনি পুত্রকে টানিয়া প্রায় বুকে লইলেন, তাহার পর তাঁহার মুখ কুমারের কানের নিকট লইয়া আসিলেন। ইহাতেও নিশ্চিন্ত না হইয়া সভয়ে চারিদিকে চাহিলেন, কুমার বলিলেন, "এখানে কেহ কিছু শুনিতে পাইবে না।"

তখন রাণী প্রথমে ধীরে ধীরে অতি মৃদুস্বরে পুত্রের কানে বলিতে লাগিলেন,—ক্রমে অতি বেগে বলিয়া যাইতে লাগিলেন। যখন তাঁহার কথা শেষ হইল,—তখন কুমারের সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মুখের রক্ত সমস্ত তিরোহিত হইয়াছে,—তখনও তাঁহার বিশ্বাস হয় নাই,—অবিশ্বাসে তাঁহার হৃদয় মন অভিভূত করিয়াছে,—তিনি সে কথা জননীকে বলিতে ক্রটী করিলেন না, কিন্তু তিনি কি বলিলেন না বলিলেন, তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই। তাহার পর তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। এত দিন পরে তিনি পিতার মৃত্যুতে কাঁদিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বন্ধুতে বন্ধুতে

প্রায় রাত্রি এগারটার সময় সুধীর বাবু কুমার শৈলেন্দ্রের বৃহৎ প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া একজন ভৃত্য ছুটিয়া আসিল, বলিল, "মহারাজা হুকুম দিয়াছেন আপনি আসিলেই তাঁহাকে খবর দিতে,—আসুন,—এই ঘরে বসুন।"

সে তাঁহাকে একটী সুসজ্জিত ঘরে বসাইয়া সত্বর কুমার বাহাদুরকে সম্বাদ দিতে ছুটিল। দুই চারি মিনিটের পরই কুমার শৈলেন্দ্র সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহার মুখ দেখিয়া সুধীর বাবু চমকিত ও বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "একি? তোমার অসুখ করেছে,—তোমার শুয়ে পড়া উচিত। এত রাত্রে আসা আমার উচিত হয় নি।"

কুমার বিষণ্ণস্বরে বলিলেন, "তুমি এসেছ, এতে আমি খুসি হয়েছি। তোমার অপেক্ষায় আমি বসিয়া ছিলাম,—তুমি না এলে আমি শুইতে পারিতাম না। আমি চলে আসিবার পর কি হইয়াছে,—আমি শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আছি।"

"তোমার অসুখ হয়েছে,—কাল হবে। তুমি এখনই গিয়ে শোও।"

"তোমায় তো বলিলাম,—আমি সব না শুনে শুতে পারিব না।"

"তোমার কিন্তু অসুখ করেছে।"

"না—ও কিছু নয়,—বল।"

"তবে শোন,—নিতান্ত হিতোপদেশ শুনিবে না।"

"বল,—আমি শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আছি।"

"তবে শোন,—এইখানে যে এসে বলিতে পারিব আশা ছিল না।"

"কেন—কেন?"

"তুমি চলে এলে আমি সেই কাছের মদের দোকানটায় যাই,—কিছু যদি জান্‌তে পারি বলে,—সেখানে পাঁচ-সাতজন ঐ পাড়ার বদমাইশ বসে মদ খাচ্ছিল, আর সেই খুনের কথা বল্‌ছিল,—হঠাৎ আমায় পুলিশের চর ভেবে একেবারে আক্রমন। আমি চম্পট দিতে না পারলে হাড় কখানা থাকতো না।"

কুমার মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তারপর কি জানিতে পারিলে তাই বল?"

"কিছু জেনেছি,—যে লোকটা স্ত্রীলোকের সৎকার করেছিল, তার নাম সমরেন্দ্র—কুমারটুলি থাকে।"

কুমার কোন কথা কহিলেন না। সমরেন্দ্র ও তাঁহার কন্যাকে সেই বাড়ী হইতে দেখা পর্য্যন্ত, তিনি ইহা কতকটা অনুমান করিয়াছিলেন।

সুধীর বাবু বলিলেন, "খুনের রাত্রে যে তিনজন লোক স্ত্রীলোকের নিকট আসিয়াছিল,—তাহাদের বিষয় অধিক কিছু জানিতে পারি নাই,—তবে এ খুন সাধারণ খুন নয়। যাহারা সে দিন তাহার নিকট আসিয়াছিল, তাহারাও সাধারণ বদমাইশ খুনি নয়,—তাহাও স্থির।"

কুমার এবারও কোন কথা কহিলেন না। সুধীর বলিলেন, "মদের দোকানে সেই সব লোকের কথায় জানিলাম এই খিমলার সঙ্গে কেবল একটী স্ত্রীলোকের আলাপ ছিল, তাহার নাম রঙ্গিনী। আমি তাহার সঙ্গে দেখা করিয়াছি।"

এবার কুমার ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কিছু বলিয়াছে!"

"সে যাহা বলিয়াছে, তাহাতে আমি কেবল আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।"

"কেন—কিসে?"

"প্রথম সে আমার কোন কথার উত্তর দিতেই অস্বীকার করিল, আমি অনেক টাকা দিতে চাহিলাম,—তবুও নয়। তখন আমি হতাশ হইয়া ফিরিতে ছিলাম। সেই সময় সে আমায় ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার সঙ্গে তখন কে ছিল?" গোপন করিবার কোন দরকার নাই বলিয়া তোমার নাম করিলাম। সে বলিল, "যদি তিনি একলা আমার সঙ্গে দেখা করেন,—তাহা হইলে আমি সেই স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যাহা জানি বলিতে পারি।"

কুমার কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আর কিছু জানিতে পারিয়াছ?"

"হাঁ,—আরও কিছু জানিয়াছি।"

"কি,—খুন সম্বন্ধে।"

"হাঁ—বিশেষ রকম।"

"বল শুনি।"

"আমি একটা বিষয় প্রায় হঠাৎ জানিতে পারিয়াছি,-তাহাতে এই দুই খুনের নিকট সম্বন্ধ জানা যায়——"

কুমার ভীত ও বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "দুই খুনের সম্বন্ধ—কি সম্বন্ধ?"

"সম্বন্ধ সুদর্শন!"

"সুদর্শন!"

"হাঁ—সুদর্শন। তোমার বাবার কাছে সে দিন ৫০০ টাকার পাঁচখানা নোট ছিল——"

"হাঁ—শুনিয়াছি,—ছিল।"

"আমি তাহার একখানি পাইয়াছি।"

"কোথায়——কোথায়?"

"বলিতেছি শোন। আমি বাড়ীওয়ালীর সঙ্গে দেখা করিয়াছিলাম! তাহাকে খুনের জন্য চালান দিব ভয় দেখনায় সে বলে সেই স্ত্রীলোকের ঘরে সে এইখানা কুড়াইয়া পাইয়াছিল,—নম্বরি নোট, তাহাই ভাঙ্গাইতে সাহস করে নাই। এই সেই নোট,—দেখ—সেই নম্বর!—এ কি—তোমার অসুখ করেছে?"

যথার্থই কুমারের মুখ দেখিলে ভয় হয়। মৃত ব্যক্তির মুখ অপেক্ষাও তাঁহার মুখ সাদা হইয়া গিয়াছে! তিনি কষ্টে আত্মসংযম করিয়া প্রায় অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "না—কিছু নয়—দাঁড়াও,—পরে শুনিতেছি!"

সুধীর বাবু বিস্মিতভাবে কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কুমার কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া—উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—

তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "সুধীর, আমি তোমাকে এ অনুসন্ধান করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম,—আর তুমিও আমার জন্য যথেষ্ট করিয়াছ!"

"সে সব কিছু নয়,—তবে আমরা নিতান্ত নিস্ফল হই নাই। কতক সূত্র পাইয়াছি,—এখন বোধ হয় খুনি বাহির করিতে বেশি কষ্ট পাইতে হইবে না।"

কুমার আবার কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "সুধীর, আমি এ অনুসন্ধান আর করিতে ইচ্ছা করি না,—আমরা যাহা জানিয়াছি,—তাহাও যেন আর কেহ শুনিতে না পায়?"

সুধীর বাবু প্রায় কিছুতে সহজে বিস্মিত হইতেন না। কুমারের কথা শুনিয়া তিনি অতি বিস্ময়ে তাঁহার দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন,—তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "যথার্থই কি তোমার ইহাই ইচ্ছা?"

"হাঁ—যাহা হইয়াছে, এই পর্য্যন্ত থাক।"

"এখন এই খুনের সূত্র হাতে পাইয়াও তুমি আর অনুসন্ধান করিতে চাও না—খুনিকে হাতে পাইয়াও ছাড়িয়া দিতে চাও?"

"হাঁ—তাহাই কতকটা,—বিশেষ কারণ আছে।'

"কি কারণ শুনি।"

"বলিবার উপায় থাকিলে বলিতাম।"

সুধীর বাবু বহু চেষ্টায়ও নিজ ক্রোধ উপসমিত করিতে পারিলেন না,—উঠিয়া বলিলেন, "তোমার পাঁটা যে দিকে ইচ্ছা কাটিতে পার, আমার তাহাতে কি? তাহা হইলে চলিলাম।"

তিনি আর কোন কথা না কহিয়া,—দ্রুতপদে কুমারের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বহুক্ষণ কুমার শৈলেন্দ্র মাথায় হাত দিয়া সেই খানে বসিয়া রহিলেন। অনেক রাত্রে তিনি উঠিয়া শয়ন করিতে গেলেন।

পরদিন সকলে বিস্মিত হইয়া জানিল যে, কুমার যে পুরস্কার দিবেন বলিয়াছিলেন, তাহা আর তিনি দিবেন না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

উকিলের বাড়ী।

বৃদ্ধ প্রফুল্ল বাবু কলিকাতার সম্ভ্রান্ত এটর্ণি,—বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। কলিকাতার অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত বড় লোকের তিনিই উকিল।

প্রফুল্ল বাবু,—কুমার শৈলেন্দ্রের উকিল,—তাঁহার পিতারও উকিল,—কেবল উকিল নহেন,—তিনি মহারাজা অমরেন্দ্র-নারায়ণের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। মহারাজা তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া, কোন কাজই করিতেন না। মহারাজার এমন কিছুই ছিল না,—যাহা প্রফুল্ল বাবু জানিতেন না।

পিতার মৃত্যুর পর, কুমার শৈলেন্দ্র, প্রফুল্ল বাবুর সহিত দুই একবার দেখা করিয়াছেন,—কিন্তু কোন কথাই হয় নাই। পিতার শ্রাদ্ধ প্রভৃতির গোলযোগে কোন কাজের কথা বলিবার সময় হয় নাই। এক্ষণে তিনি একবার পিতৃ-বন্ধু ও পিতৃ-উকিল বৃদ্ধ প্রফুল্ল বাবুর সহিত দেখা করা স্থির করিলেন।

সুবীব বাবুকে যে বাত্রে বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন,—সে রাত্রে তিনি এক মুহূর্ত্তেব জন্যও নিদ্রা যাইতে পাবেন নাই,—অতি প্রত্যূষে উঠিয়া গাড়ী জুতিতে বলিলেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই, তিনি প্রফুল্ল বাবুব বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রফুল্ল বাবু অতি প্রত্যুষে উঠিতেন,—তিনি সম্মুখে পদচাবণা কবিতেছিলেন,—কুমাবকে দেখিয়া, অতি সমাদরে তাঁহাকে গৃহে লইয়া বসাইলেন।

কুমাব বিবাদ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "খুব সকালেই আপনাকে বিবক্ত কবিলাম।" প্রফুল্ল বাবু বলিলেন, "তুমি আসিলে আমি বিবক্ত হইব? তুমি যখনই আসিবে, তখনই আমাব আনন্দ! ও চেয়াবখানায় বসিতে কষ্ট হইতেছে না তো?"

"না,—কষ্ট কি,—আমি বেশ বসিয়াছি।"

"নিশ্চয়ই সম্পত্তি প্রভৃতিব কথা বলিবাব জন্য আসিয়াছ দেখিতেছি। আমি এত দিন বিষয়সংক্রান্ত কথা তুলি নাই, সময়ে সবই হইবে বলিয়া বাখিয়া দিযাছিলাম,—এখন কাজ কর্ম্ম না দেখিলে চলিবে কেন? সংসাবে মৃত্যু, শোক, যন্ত্রণা, দুঃখ আছেই আছে,—তাঁহাব উপায় নাই।"

বৃদ্ধ নীরব হইলে, কুমার বলিলেন, "আমি ঠিক বিষয় সম্পত্তিব কথা বলিতে আজ আসি নাই। অন্য একটা কথা আছে।"

প্রফুল্ল বাবু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কুমারের পাংশুবর্ণ মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি যে ভয় এতদিন সর্ব্বদা কবিতেছিলেন,—দেখিলেন, তাহাই এতদিনে ঘটিয়াছে! তিনি কোন কথা

কহিলেন না। কুমার কি বলেন,—তাহাই শুনিবার প্রতীক্ষায় রহিলেন।

কুমারও প্রায় দুই তিন মিনিট কোন কথা কহিলেন না,—তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন,—"আমি আসিয়াছি, আমি আপনার কাছে আসিয়াছি,—বাবার সম্বন্ধে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে।"

গৌর বাবু মনে মনে বলিলেন, "আমি তা জানি,—কি বিপদই ঘটিল!"

তিনি কোন কথা কহিলেন না দেখিয়া, কুমার বলিলেন, "আমার বাবার লোমহর্ষণ হত্যায় আমার প্রথম ইচ্ছা হইয়াছিল,—এখনও সে ইচ্ছা সেই রূপই প্রবল আছে,—পিতৃহন্তার সমুচিত দণ্ড দিতে,—হয় না কি তা? পুত্র মাত্রেরই পিতৃহন্তাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইতে কি ইচ্ছা হয় না, ইহা কি অন্যায় ইচ্ছা? ইহা কি গর্হিত ইচ্ছা? আপনি কি স্বীকার করিবেন না?"

প্রফুল্ল বাবু মৃদুস্বরে ইহা স্বীকার করিলেন। কুমার সবেগে বলিলেন, "আমি বাবাকে ভালবাসিতাম,—কত ভালবাসিতাম,—তাহা অপরে বুঝিবে না! প্রতিহিংসার ইচ্ছা অন্যায় হইতে পারে,—কিন্তু এ ইচ্ছা স্বাভাবিক,—কাহার না হয়? আমারও হইয়াছে। আমি শপথ করিয়াছি যে, আমার বাবাকে যে খুন করিয়াছে, সে ফাঁসিতে ঝুলিবেই ঝুলিবে।"

বৃদ্ধ উকিল মৃদুস্বরে বলিলেন, "সকলেই আশা করিতেছে যে, পুলিশ খুনীকে ধরিতে সক্ষম হইবে,—তাহার ফাঁসিও হইবে।

আমি কাল পুলিশ-সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলাম,—তিনি বলিলেন, "শীঘ্রই খুনি ধরা পড়িবে।"

কুমার বিরক্তভাবে বলিলেন, "পুলিশ—পুলিশ চিরকালই গাধা,—পুলিশ যে কিছুই করিতে পারিবে না,—তাহা আমি অনেককাল হইতেই জানি।"

উকিল-বাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, "তাহা হইলে খুনি কিরূপে ধরা পড়িবে?"

"ধরা পড়িবে? আমিই তাহাকে ধরিব। মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম,—এখনও সে প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করি নাই,—তবে প্রথমেই অনুসন্ধানে ঘোর ব্যাঘাত পাইয়াছি।"

উকিল বাবু নীরব রহিলেন। কুমার কি বলিবেন, তাহাই শুনিবার জন্য তিনি অতিশয় ব্যগ্র হইলেন,—কিন্তু মনভাব কোন প্রকারেই মুখে প্রকাশ হইতে দিলেন না। কিন্তু তবুও কুমার তাঁহার মনভাব বুঝিলেন,—এই বৃদ্ধও যে তাঁহার পিতার জীবন-রহস্য অবগত আছেন,—তাহাও তিনি বুঝিলেন ও তাঁহার নিকট হইতে সেই রহস্য অবগত হইবার জন্য মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও করিলেন।

কুমার বলিলেন, "আমি কাহারও নিকট শুনিয়াছি,—যাহার নিকটই শুনি না কেন,—আপনার তাঁহার নাম শুনিবার আবশ্যক নাই। আমি শুনিয়াছি,—আমার বাবার বাল্য-জীবনে এমন কিছু রহস্য আছে,—যাহা জানিতে পারিলে, অনায়াসে তাঁহার হত্যাকারী ধৃত হইতে পারে। আরও শুনিয়াছি,—এই গুপ্ত-রহস্যে তাঁহার নিন্দা ও কুৎসা প্রকাশ হইবে,—তাঁহার নামে কলঙ্ক রটিবে,—লোকে তাঁহাকে দুর্ব্বৃত্ত

মনে করিবে। আমি আরও শুনিয়াছি,—তাঁহাকে কেহ নিজ প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ভয়াবহভাবে খুন করিয়াছে। যদি আমি এই খুনের রহস্য ভেদ করি, তাহা হইলে, আমার বাবার কুকীর্ত্তি সমস্তই প্রকাশ হইয়া পড়িবে,—এই সকল কারণে আমাকে কেহ এ ইচ্ছা পরিত্যাগ করিবার জন্য বিশেষ অনুনয় বিনয় করিয়াছেন।"

"তুমি যাহা বলিতেছ,—তাহা যদি সত্য হয়,—তাহা হইলে, তোমাকে,—তিনি যেই হউন,—ভাল উপদেশই দিয়াছেন।"

"আপনি কি মনে করেন যে, আমি—আমি এ সকল বিশ্বাস করি——"

"খুব ভাল লোকও অনেক সময়ে যৌবনে অনেক কুকাজ করিয়াছেন।"

"সে কথা ঠিক,—বাবাও যদি তেমন কিছু করিয়া থাকেন,—সে বিচারকর্ত্তা আমি নই। তবে পিতৃহন্তাকে যদি ছাড়িয়াই দিতে হয়,—তবে আমি সে কাজ করিবার পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আরও কিছু জানিতে চাহি। সব না জানিয়া আমি নিরস্ত হইব না।"

উকিল কোন উত্তর দিলেন না। তিনি কোন কথা কহেন না দেখিয়া, কুমার উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—তাঁহার সম্মুখে আসিয়া, অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "যদি আমার বাবার জীবনে এমন গুপ্ত কিছু থাকে,—তবে এ জগতে যদি কেহ তাহা জানে,—তাহা হইলে সে আপনি। আপনি জানেন যে, আমি কেবল আমার বাজে কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ

করিবার জন্য এখানে আপনার নিকট আসি নাই। যদি এই ভয়াবহ কাণ্ড না হইত,—তাহা হইলে আমি কখনই বাবার জীবনের গুপ্ত-রহস্য জানিবার জন্য ব্যগ্র হইতাম না। এখন আমার কি কর্ত্তব্য নহে, আপনাকে জিজ্ঞাসা করা,—আর আপনারই কি কর্ত্তব্য নহে, আমাকে বলা? এই লোমহর্ষণ রহস্য যাহাতে ভেদ হয়,—তাহা কি করা আপনার ও আমার উভয়েরই কর্ত্তব্য নহে? আমি স্পষ্ট আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি,—আশা করি, আপনিও স্পষ্ট আমাকে উত্তর দিবেন,- এই অনুসন্ধান করিলে বাবার নামে কি কোন লজ্জাস্কর কলঙ্ক বাহির হইবে।"

বৃদ্ধ কোন ইতস্ততঃ আর করিলেন না। কুমারের পাংশুবর্ণ বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হাঁ,—হইবে।"

কুমার হতাশভাবে বলিয়া উঠিলেন, "আপনিও এ কথা বলিতেছেন!"

উভয়ে কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলেন,—তাহার পর কুমার কথঞ্চিত আত্মসংযম করিয়া বলিলেন, "আপনি আমাকে সকল খুলিয়া বলুন,—শোনা আমার কর্ত্তব্য।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "বলা অসম্ভব।"

"বলা অসম্ভব? কেন অসম্ভব? আপনাকে স্পষ্ট বলিতেছি, আমি সমস্তই শুনিব,—নিজে শুনিয়া বুঝিব। ভাবিবেন না, আমার প্রতিহিংসার ইচ্ছা একদিনে উড়ো কথায় উড়িয়া যাইবে। আমি আবার আপনাকে বলিতেছি, আমি নিশ্চয়ই সব শুনিব।"

"আমার নিকট হইতে নয়?"

"আপনি বলিবেন না? বেশ—ভাল,—আমি নিজেই শেষ পর্য্যন্ত গিয়া সব জানিব। তাহাতে যদি কোন অনিষ্ট ঘটে, সে দোষ আপনারই রহিল?"

এই বলিয়া ক্রোধে কুমার গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতে ছিলেন। বৃদ্ধ তাহার হাত ধরিলেন, বলিলেন, "বসো—, যতদূর বলা সম্ভব বলিতেছি।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বকথা।

বৃদ্ধ বলিলেন, "তুমি নিশ্চয়ই জান যে তোমার বাবা বহুদিন নাবালক অবস্থায় ছিলেন। তিনি বয়োপ্রাপ্ত হইয়া বিষয় সম্পত্তি হাতে পাওয়া অবধি, আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন। আমি তাঁহার কেবল উকিল ছিলাম তাহা নহে,—বিশেষ বন্ধুও ছিলাম।"

"তাহা আমি জানি।"

"হাঁ,—তাঁহার বয়স যখন বাইশ তেইশ বৎসর, তখন তিনি দেশ বেড়াইতে বাহির হন। প্রথম প্রথম আমাকে নিয়মিত পত্রাদি লিখিতেন,—কিন্তু পরে তাঁহার পত্র একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। আমার উপর তাঁহার বিষয় সম্পত্তি দেখিবার ভার ছিল, কিন্তু তিনি ইহা সত্বেও আমাকে পর্য্যন্ত পত্র লেখা বন্ধ করিলেন,—আমি পত্র লিখিলেও উত্তর দিতেন না। তবে তাঁহার টাকা ব্যাঙ্কে জমা ছিল,—তিনি যেখানে যেখানে

যাইতেন, সেইখানে সেই ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ হইতে টাকা লইতেন। এই জন্য ব্যাঙ্কে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিতাম, তিনি কোথায় আছেন।

তিনি বিদেশে চলিয়া যাইবার পর প্রায় ছয় সাত মাস পরে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার আমাকে একদিন ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে, তিনি বলিলেন, "ব্যাঙ্কে মহারাজার দুইলাক টাকা জমা ছিল,—সমস্ত তিনি লইয়াছেন, আবার এই দেখুন দশ হাজার টাকা চাহিয়াছেন।" আমি টাকা দিতে বলিয়া আসিয়া ব্যাঙ্কে সে টাকা পাঠাইয়া দিলাম, সেই সঙ্গে সঙ্গে মহারাজাকে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া লিখিলাম। ছয় মাসে দুই লাক টাকা খরচ করিলে বিষয় সম্পত্তি কতদিন থাকিবে। তাহার উত্তরে ২৫ হাজার টাকা সেই দিনই পাঠাইয়া দিবার জন্য খাড়া হুকুম আসিল। অগত্যা আমি কোম্পানীর কাগজ বেচিয়া টাকা পাঠাইয়া দিলাম।"

"সে সময়ে আমার বাবা কোথায় ছিলেন?"

"কুমার, মাপ করিও,—ঐ টুকু বলিতে পারিব না।"

"কেন?"

"তাহাও বলিবার উপায় নাই।"

কুমার ভ্রুকুটী করিয়া বলিলেন, "বলুন—তার পর?"

"তাহার পর একমাস আর তাঁহার কোন সম্বাদ পাইলাম না। সহসা এক দিন অনেক রাত্রে আমার চাকর আসিয়া বলিল, "একটা লোক দেখা করিতে চায়,—কিছুতেই বারণ শোনে না।" এত রাত্রে কে আসিয়াছে দেখিবার জন্য আমি বাহিরে আসিলাম। দেখি তোমার বাবার খাস খানসামা সুদর্শন?"

"সে কি জন্য আসিয়াছিল ?"

"তাহাও তোমাকে আমি বলিতে পারিব না। রাগ করিও না,—বলিবার উপায় থাকিলে বলিতাম। যাহাই হউক, তাহার কথা শুনিয়া আমি সেই রাত্রেই তাহার সঙ্গে রওনা হইলাম। তোমার পিতা যেখানে ছিলেন, সেইখানে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলাম,—কিন্তু কোন কাজ হইল না। অনেক অনুনয় বিনয়েও তাঁহাকে বাড়ী ফিরাইতে পারিলাম না,—আমাকে অগত্যা একেলা ফিরিতে হইল। আমার বোধ হয় সে সময়ে তোমার বাবার মাথার ঠিক ছিল না,—নতুবা তিনি এক মুহূর্ত্তও সেখানে থাকিতেন না। তাহার পর একবৎসর তাঁহার সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নাই,—তিনিও দেশে ফিরেন নাই। একবৎসর পরে দেশে আসিয়া তিনি বিবাহ করেন।"

"আপনি যাহা আমাকে বলিলেন তাহা খোসা মাত্র,—শাঁস নয়। আমি জানিতে চাহি, সে সময়ে তিনি কোথায় ছিলেন, আর তাঁহার কি বিপদ ঘটিয়াছিল। আপনি কি আর কিছুই আমাকে বলিবেন না ?"

"বলিবার উপায় নাই,—উপায় থাকিলে বলিতাম। আমি ঘোর অঙ্গিকারে বদ্ধ আছি। তুমি কখনই আমাকে অঙ্গিকার ভাঙ্গিতে বলিবে না,—বিশেষতঃ এখন তোমার পিতা আর নাই।"

"অঙ্গিকার ভাঙ্গিতে আমি কাহাকে বলি না। তবে তিনি যদি পূর্ব্বে জানিতে পারিতেন যে এরূপ ভয়াবহ ঘটনা ঘটিবে, তাহা হইলে তিনি কখনই এরূপ অঙ্গিকার করাইতেন না।"

"কুমার, আমি যাহা জানি তাহা সব নহে,—অন্যে আরও সব জানিতে পারে। আমি যাহা জানি, তাহাতেই আমার মনে হয় যে তিনি জীবিত থাকিলে তাঁহার শত্রুকে দণ্ড দিতে চেষ্টা পাইতেন না। তাঁহার জীবনের সেই অংশ তিনি কখনই জগতে প্রচার করিতে ইচ্ছা করিতেন না।"

"সে বিষয় আমি নিজে বিবেচনা করিয়া দেখিব। আমি এ রহস্য ভেদ করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি,—সব জানিলে বুঝিতে পারিব, আমার কি করা উচিত আর কি করা অনুচিত।

বৃদ্ধ মাথা ধীরে ধীরে নাড়িয়া বলিলেন, "অনর্থক কেবল সময় নষ্ট হইবে।"

"আমার কাজই বা আছে কি? এ অবস্থায় আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারি না।"

"আমি বৃদ্ধ হইয়াছি,—তোমার অপেক্ষা সংসারের অনেক দেখিয়াছি,—বিশেষতঃ এ সম্বন্ধে আমি অনেক বিষয় জানি, আমি তোমায় উপদেশ দিতেছি, এ বিষয় লইয়া আর গোলযোগ করিও না। যাহাই কর, তোমার পিতা আর ফিরিয়া আসিবেন না। তাঁহার কোন উপকার করিতে পারিবে না,—বরং বিশেষ অনিষ্ট করিবে। প্রতিহিংসার ইচ্ছা ভাল নহে।"

"আমি প্রতিহিংসা চাহি না। দুর্ব্বৃত্তের ন্যায্য দণ্ড চাহি।"

"হয়তো সে ন্যায্য দণ্ড হইয়া গিয়াছে?"

"কি—কি! আমার পিতার হত্যায়? আপনি কি বলিতে চাহেন———"

"না—তাহা আমি বলি না। পাপের সঙ্গে সঙ্গে পাপের দণ্ড থাকে,—ভগবান তাহার ব্যবস্থা করেন।"

"তাহা হইতে পারে। আমি এ সকল বিষয় আলোচনা করিবার জন্য আপনার নিকট আসি নাই। আমি যাহা করিব স্থির করিয়াছি,—তাহা করিবই,—তাহা হইতে কেহই আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিবে না। আমি এখন চলিলাম।"

"বসো—ব্যস্ত হইও না।"

কুমার উঠিতেছিলেন,—বসিলেন। বলিলেন, "তাহা হইলে আপনি বাবার কথা আমায় বলিতে রাজি হইয়াছেন?"

বৃদ্ধ উকিল বলিলেন, "ঠিক তাহা নহে।"

"তবে অনর্থক সময় নষ্ট করিয়া ফল কি?"

"তুমি সে কথা শুনিয়া সুখী হইবে না।"

"সে দায়িত্ব আমার?"

"চির জীবন দুঃখ ভোগ করিতে হইবে।"

"তাহাতে আমি প্রস্তুত আছি।"

বৃদ্ধ আবার ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "তোমার পিতা পশ্চিমের কোন স্থানে——"

"কোথায়?"

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাহা কিছুতেই বলিতে পারিব না।"

"ভাল,—আমিই অনুসন্ধান করিয়া লইব। কি হইয়াছিল, তাহাই এখন বলুন।"

"কি যে হইয়াছিল তাহাও স্পষ্ট বলিবার উপায় আমার নাই—তবে এই পর্য্যন্ত জানি তিনি এক বিষম গোলযোগে

পড়িয়াছিলেন,—তাঁহার শত্রু হইয়াছিল,—সেই শত্রু যে তাঁহাকে হত্যা করিতে পারে না তাহা নহে।"

বৃদ্ধ নীরব হইলেন, কুমার বলিলেন, "এ ছাড়া আপনি আমাকে আর কিছু বলিবেন না?"

বৃদ্ধ বিষণ্ণস্বরে বলিলেন, "বলিবার উপায় থাকিলে, কুমার নিশ্চয়ই তোমায় বলিতাম।"

কুমার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তৎপরে অতি দৃঢ়ভাবে বলিলেন, "তাহা হইলে আপনি আমাকে আর কিছু বলিবেন না?"

বৃদ্ধ কথা কহিলেন না। কুমার অতি সতেজ ও সগর্ব্বে বলিলেন, "আচ্ছা ভালই,—আমিই অনুসন্ধান করিয়া জানিব,—এই কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিব—পিতৃহন্তারও সমুচিত দণ্ড দিব—চলিলাম।"

এবার বৃদ্ধ আর তাঁহাকে কোন প্রতিবন্ধক দিলেন না। কুমার সগর্ব্বে বুক্ষস্ফিত করিয়া সাক্রোধে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

বৃদ্ধ বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন, তৎপরে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "একটা মহা অনর্থ ঘটিবে দেখিতেছি।

দ্বিতীয় খণ্ড।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পলতার মাঠে।

এক সময়ে যাহা ভয়াবহ ব্যাঘ্র সঙ্কুল গভীর সুন্দরবন ছিল,—তাহাই জঙ্গল সাফ করিয়া পলতা নামে বিস্তৃত ধান্য ক্ষেত্র ও ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হইয়াছে। গ্রামে পাঁচ-সাত ঘর কৃষকের বাস,—এই কৃষকদিগের মধ্যে গঙ্গা মণ্ডল গ্রামের মোড়ল,—তাহাকে সকলেই মান্য ভক্তি করিত।

গ্রামের চারিদিকেই বিস্তৃত জলা,—জলার মধ্যে মধ্যে ধান্যক্ষেত্র। অতি অপরিসর পথ এই জলার মধ্য দিয়া গ্রামে আসিয়াছে,—অন্ধকারে গ্রামস্থ কৃষিগণও সাহস করিয়া জলার পথে বাহির হইত না। একে পথের দুইদিকে গভীর জল,—পড়িলে প্রাণ লইয়া উঠা দুষ্কর,—তাহার উপর সাপের দৌরাত্ম্য, মধ্যে মধ্যে ব্যাঘ্র মহাশয়ও যে দেখা দিতেন না তাহা নহে। বিশেষতঃ জোয়ারের সময় চারিদিক মহাসমুদ্রে পরিণত হইত।

আজ রাত্রে অতি দুর্য্যোগ! প্রবলবেগে বায়ু বহিতেছে, মধ্যে মধ্যে মুষলধারে বৃষ্টি পরিতেছে,—ঝির ঝিরে বৃষ্টি অবিরাম ধারে ঝরিতেছে। এত অন্ধকার হইয়াছে যে এক হাত দূরের লোক দেখা যায় না।

গঙ্গা মণ্ডল দরজা একটু খুলিয়া দক্ষিণ দিকে চাহিল,—দূরে দুইটী আলো দেখা যাইতেছে,—একটী খুব উচ্চে,—অপরটী অপেক্ষাকৃত নিম্নে,—উপরের আলোটী দেখিয়া গঙ্গা মণ্ডল ভীত ভাবে বলিল, "ঐ আবাব!"

গ্রাম হইতে দূরে গঙ্গারতীরে একটী দ্বিতল বৃহৎ অট্টালিকা এক উদ্যান মধ্যে দণ্ডায়মান ছিল। কলিকাতার মহারাজা অমরেন্দ্রনারায়ণ নির্জ্জনে মধ্যে মধ্যে বাস করিবার জন্য এই নির্জ্জন দুর্গম স্থানে এই বাগানবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বে তিনি এখানে আসিয়া দুই চারি দিন থাকিতেন,—এক্ষণে বহুকাল এখানে আর আসেন নাই। বাগান ও বাড়ী দেখিবার ভার একজন মালি ও একটী স্ত্রীলোকের উপর আছে,—কাজেই অযত্নে বাড়ীটী ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে,—বাগানও জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে।

গ্রামস্থ লোকে জানিত, এ বাড়ীতে কেহ বাস করে না, সুতরাং রাত্রির পর রাত্রিতে এই বাড়ীতে আলো জ্বলিতে দেখিয়া তাহারা ভাবিয়াছে যে এ নিশ্চয়ই ভূতের কাজ। দিবসে মালি ও স্ত্রীলোক শ্যামারমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে,—তাহারা বলিয়াছে, "বাড়ীতে কেঁউ নেই,—কে আবার রাত্রে আলো জ্বালিবে?" কিন্তু তাহা নহে,—প্রত্যহ রাত্রেই আলো জ্বলে, আজও গঙ্গা মণ্ডল অন্ধকারে মহারাজার বাগানে স্পষ্ট আলো দেখিতে পাইল।

সে ভীত ভাবে দরজা বন্ধ করিতেছিল,—কিন্তু সহসা চমকিত হইয়া দাঁড়াইল, কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল, বাহিরে মহা ঘোর রোলে সোঁ সোঁ শব্দে বায়ু ছুটিতেছিল। সে স্পষ্ট দূরে কোন লোকের চিৎকার শব্দ শুনিতে পাইল। বালক বা স্ত্রীলোকের চিৎকার নহে,—কোন বলবান লোকের চিৎকার,—নতুবা এই ভয়াবহ ঝড়ের শব্দ ছাড়াইয়া তাহার গলার শব্দ উঠিত না।

এই দুর্য্যোগে—এই ঘোর অন্ধকারে—কে সাহস করিয়া জলার ভিতর গিয়াছে! গ্রামের কেহ নহে,—তাহা হইলে চেঁচাইত না,—বোধ হয় কোন নূতন লোক,—পথ ভুলিয়া জলায় গিয়া পড়িয়াছে,—সে গ্রামের মোড়ল ও পঞ্চায়িত,—তাহার দেখা উচিত। এই ভাবিয়া গঙ্গা মণ্ডল আবার কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল। এবার সে স্পষ্ট কোন লোকের গলার শব্দ শুনিল। সে যে বিপদে পড়িয়া চেচাইতেছে,—তাহাও সে তাহার গলার শব্দে বুঝিল। গঙ্গা মণ্ডল,—চিরকালই বিপন্নের সহায়,—সে নিশ্চিন্ত গৃহে বসিয়া থাকিতে পারিল না। একটা লণ্ঠন জ্বালাইয়া বাম হাতে লইল,—দক্ষিণ হস্তে তাহার বৃহৎ বংশ-লাঠি লইয়া সে বাড়ী হইতে বাহির হইল। পার্শ্বস্থ প্রতিবেশী দুইজনকে ডাকিয়া সঙ্গে লইল।

তখন ঝড় আরও উঠিয়াছে, বৃষ্টিও মুষলধারে পড়িতেছে, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুত চমকিত হইয়া আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অলোকিত করিয়া ভয়াবহ জলাকে আরও ভয়াবহ করিতেছে? এ রাত্রে কোন অপরিচিত লোক এ স্থানে আসিলে, তাহার জলার ভিতর

পড়িয়া মৃত্যু অবসম্ভাবি। গঙ্গা মণ্ডল সঙ্গিদ্বয়কে বলিল, "খুব কাছে কাছে আয়,—ভয়ানক রাত,—লোকটা পথ ভুলিয়া আসিয়াছে,—আমরা তাহার কাছে পৌঁছিতে না পারিলে তাহার রক্ষা নাই।"

তাহারা সাবধানে আলো ধরিয়া অগ্রসর হইল,—কিন্তু ভয়াবহ ঝড়ের শব্দের ভিতর আর কাহারও গলার শব্দ শুনিতে পাইল না। বিদ্যুত চমকিত হইলে, তাহারা চারিদিকে চাহিল,—কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তখন গঙ্গা মণ্ডল গলা উচ্চে তুলিয়া অতি চিৎকার করিয়া ডাকিল, "কে হে? কে তুমি!"

পরমুহূর্ত্তেই একজন নিকটেই উত্তর দিল, "এ দিকে—পথ দেখিতে পাইতেছি না।"

তাহারা তাহার গলার শব্দ ধরিয়া সেই দিকে চলিল,—কয়েকপদ যাইতে না যাইতে তাহারা এক ব্যক্তিকে ঠিক পথের মধ্যে দণ্ডায়মান দেখিল,—গঙ্গা মণ্ডল তাহার হস্তস্থ লণ্ঠন তাহার মুখের উপর তুলিয়া ধরিল,—দেখিল একটী সুপুরুষ যুবক,—বেশভূষা দেখিয়া বুঝিল, ভদ্রলোক—বড়লোক।

তিনি বলিলেন, "আমি বোধ হয় পথ ভুলিয়া এইদিকে আসিয়া পড়িয়াছি, কিন্তু এমনই অন্ধকার যে ফিরিয়া যাইতেও সাহস হইতেছিল না, তাহাই চিৎকার করিতে ছিলাম। সৌভাগ্যের বিষয় এই ভয়ানক ঝড়েও তোমরা আমার গলা শুনিতে পাইয়াছিলে? তোমরা কি বাগান বাড়ীর লোক,—না গ্রামের লোক?"

গঙ্গা মণ্ডল বলিল, "আমরা এই গ্রামে থাকি, আপনি

আর অন্ধকারে পা বাড়ান নাই,—ভালই করিয়াছিলেন,—না হইলে জলার ভিতর গিয়া পড়িতেন।"

যুবক বলিলেন, "আমিও তাহাই ভয় করিয়াছিলাম। তোমরা কেউ আমাকে মহারাজার বাগান বাড়ীতে রাখিয়া আসিতে পার,—তোমাদের খুসি করিব। আর যদি বাগান বাড়ী দূর হয়,—তাহা হইলে আজ রাত্রে যদি তোমাদের কাহারও বাড়ীতে একটু স্থান দেও, তো বাধিত হইব।"

গঙ্গা মণ্ডল বলিল, "বাগান বাড়ী কাছে নয়,—তারপর এই রকম রাত্রি। আপনার কষ্ট হবে,—তবে যদি ইচ্ছা করেন, গরীবের বাড়ী থাক্‌তে পারেন।"

যুবক হাসিয়া বলিলেন, "কষ্ট! এখন কোন খানে একটু মাথা গুজড়াইয়া থাকিতে পারিলেই বাঁচি,—ভিজে শীতে কাঁপিতেছি।"

"আসুন।"

বলিয়া গঙ্গা মণ্ডল অগ্রসর হইল। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যুবক চলিলেন। তাঁহার পশ্চাতে গঙ্গা মণ্ডলের প্রতিবেশীদ্বয় চলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভৌতিক আলো।

তাহারা গঙ্গা মণ্ডলের বাড়ীর নিকটস্থ হইলে, যুবকের দৃষ্টি সহসা দূরস্থ আলোকের উপর পতিত হইল। সেই ঘোর অন্ধকার মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় দূরে আলো দুইটী জ্বলিতেছিল। যুবক বলিলেন, "ঐ দূরে আলো কোথায় জ্বলিতেছে?"

এ প্রশ্নে গঙ্গা মণ্ডলের স্বর কম্পিত হইল,—সে মৃদুস্বরে বলিল, "মহারাজার বাগান বাড়ীতে—রাম—রাম!" গঙ্গা মণ্ডলের সঙ্গীদ্বয়ও ভীতস্বরে বলিল, "রাম—রাম—রাম!"

যুবক বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তোমরা রাম রাম বলিতেছ কেন?"

গঙ্গা মণ্ডল বলিল, "বাবু,—ঐ উপরের আলোটা দেখিতেছেন?"

"হাঁ—কি হইয়াছে ঐ আলোর?"

"মানুষে ঐ আলো জ্বালে নাই!"

"মানুষে জ্বালে নাই! তবে কে জ্বালিয়াছে?"

"বাবু,—ভূত ভিন্ন কে জ্বালিবে?"

যুবক মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এখন তোমার বাড়ী শীঘ্র শীঘ্র চল,—তাহার পর এই ভূতের কথা শুনিব।"

তাহারাও শীতে কাঁপিতেছিল,—ঘরের ভিতর আশ্রয় লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল, বলিল, "আসুন।"

গঙ্গা মণ্ডলের স্ত্রী জানিত যে তাহারা সকলেই ভিজিয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিবে,—তাহাই সে আগে হইতে এক মালসা আগুন করিয়া রাখিয়াছিল,—বাহিরের ঘরের প্রদীপটাও উসকাইয়া দিয়া একটা মাদুর বিছাইয়া রাখিয়াছিল।

যুবক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, গঙ্গা মণ্ডলের স্ত্রী দরজার আড়াল হইতে তাহাকে দেখিল, দেখিয়াই চমকিত হইয়া উঠিল,—সে তাহার স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য, দরজায় দুই একবার ঘা মারিল,—কিন্তু গঙ্গা মণ্ডল তাহাতে কাণ দিল না,—সে আগন্তুকের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছিল।

সত্বর একখানা কাপড়, গামছা, এক ঘটী জল আনিয়া বলিল, "বাবু কাপড় ভিজে গেছে, কাপড় ছাড়ুন,—আমি গরীব মানুষ, ভাল কাপড় কোথায় পাইব!"

"কেন,—এতো বেশ ভাল কাপড়,—"

এই বলিয়া যুবক নিজ গায়ের কাপড় গা হইতে লইয়া শুকাইতে দিতে উদ্যত হইলে, গঙ্গা মণ্ডল সত্বর তাহা তাঁহার হাত হইতে লইয়া বলিল, "দিন—দিন—আমায় দিন—আমি শুকাইতে দিতেছি।"

যুবক তাহাকে নিজ জামা গায়ের কাপড় ছাড়িয়া দিয়া কাপড় খানিও ছাড়িলেন। গঙ্গা মণ্ডল তাড়াতাড়ি সে সকল শুকাইয়া দিতে লাগিল।

যুবক পা ধুইয়া আসিয়া মাদুরে বসিলেন। গঙ্গা মণ্ডল সত্বর আগুনের মালসা তাঁহার সম্মুখে রাখিল, বলিল, "গরীবের বাড়ী—খাবার তেমন কিছু নাই——"

যুবক হাসিয়া বলিলেন, "যা আছে,—তাহাই অমৃত,—ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে!"

বাবু কি নিজে রাঁধ্‌বেন?"

"ক্ষেপেছ,—তোমাদের যা রাঁধা আছে,—তাই দেও——"

"আমরা——"

"আমিও তাই——"

গঙ্গা মণ্ডল ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। যুবক হাসিয়া বলিলেন, "কোন ভয় নাই,—আমি তোমাদের রাঁধাই খাব,—আমি সব খাই।"

"খৃষ্টেন?"

"না হে বাপু—হিন্দু—পরম হিন্দু।" অগত্যা ইতস্ততঃ করিয়া গঙ্গা মণ্ডল যুবকের জন্য ভাত বাড়ীতে আজ্ঞা করিল।

এ প্রদেশে মাছের অভাব ছিল না। এই বিস্তৃত জলায় লক্ষ লক্ষ মাছ,—ধরিলেই হইল। ডাল ভাত মৎস্য প্রভৃতি নানা দ্রব্য কৃষকপত্নী এই অল্প সময়ের জন্য অতিথীর জন্য আয়োজন করিয়াছেন,—এক বাটী দুধ ও খানিকটা গুড়ও যুবক পাইলেন। তিনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কৃষক গৃহের আহারিয়ের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করিলেন, পাতে কিছুই থাকিল না।

তিনি আহার করিতে করিতে বলিলেন, "গঙ্গা মণ্ডল।" নামটা পূর্ব্বেই শুনিয়া লইয়াছিলেন। "গঙ্গা মণ্ডল, এখন খাইতে খাইতে তোমার ভূতের গল্প শুনি—ভূতের গল্প আমি বড় ভালবাসি। এ ভূত কত দিন থেকে তোমাদের দেশে আসিয়াছে?"

গঙ্গা মণ্ডল আগুন্তুকের ভূত সম্বন্ধে আগ্রহে বিশেষ সন্তুষ্ট হইল না। মনে মনে বলিল, "আজ-কালকার বাবুরা ইংরাজী পড়ে ভূত টুথ মানে না,—কিন্তু গরিব মানুষ মানে।"

গঙ্গা মণ্ডল কথা কহেনা দেখিয়া যুবক আবার বলিলেন, "গঙ্গা মণ্ডল, কই তোমার ভূতের গল্প বল।"

গঙ্গা মণ্ডল গম্ভীর হইয়া বলিল, "বাবু—হাস্‌চেন,—বলে কি হবে?"

যুবক নিজের ভুল বুঝিলেন। সত্বর গম্ভীর ভাব মুখে আনিয়া বলিলেন, "না—না—হাসিব কেন। বল,—না বলিলে ভারি দুঃখিত হব।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভূতের কথা।

গঙ্গা মণ্ডল গৃহের একপার্শ্বে বসিল। তাহার স্ত্রী যে তাহার কথা শুনিবার জন্য ব্যাকুল ভাবে দরজার আড়ালে বসিয়াছিল,—তাহা গঙ্গা মণ্ডল জানিতে পারে নাই। তাহার স্ত্রী যে কোন কারণে অতিশয় ভীত হইয়াছে,—তাহাও সে তত লক্ষ করিয়া দেখে নাই।

গঙ্গা মণ্ডল চারিদিকে ভীতভাবে চাহিয়া আবার অর্দ্ধস্ফুট স্বরে দুই তিনবার রামনাম করিল,—যুবক অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিলেন,—কষ্টে গাম্ভীর্য্য আনিয়া বলিলেন, "বল, গঙ্গা মণ্ডল।"

গঙ্গা মণ্ডল দুই-তিনবার গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল, "আপনি বোধ হয় জানেন না, ঐদিকে একটা বাগান আর বাড়ী আছে। আমাদের রাজার সে বাড়ী বাগান, তিনিই আমাদের জমিদার,—তাঁর মত লোক হয় না। আপনি নিশ্চয়ই কলিকাতায় মহারাজা অমরেন্দ্র বাহাদুরের নাম শুনিয়াছেন।"

যুবক বলিলেন, "হাঁ—শুনিয়াছি।"

"তিনি আগে মাঝে মাঝে প্রায় বাগান বাড়ীতে আস্‌তেন, তিন-চারদিন থেকে আবার কলকাতায় ফিরে যেতেন,—তিনি গরিবের মা বাপ ছিলেন,—যখনই আস্‌তেন আমাদের জন্যে কলকাতা থেকে ভাল ভাল জিনিস আন্‌তেন।"

"তার পর?"

"তবে তিনি বলে কয়ে আসতেন না,—হঠাৎ কোন দিন

এসে পড়্‌তেন। সেই জন্যে তিনি আস্‌বেন বলে সব সময়ই উপরের ঐ ঘরটী ঠিক করিয়া রাখা থাক্‌তো।"

"কোন ঘরটা?"

"ঐ যে ঘরথেকে আলো দেখা যাচ্চে। তিনি এলেই রাত্রে ঐ ঘরে আলো জ্বল্‌তো, আমরা আলো দেখ্‌তে পেলেই জান্‌তে পার্‌তেম যে মহারাজা এসেছেন। যখন তিনি এখানে থাক্‌তেন না,—তখন ঘর চাবি বন্ধ থাক্‌তো,—কেউ সে ঘরে যেতে সাহস কর্ত্তো না,—আলোও জল্‌তো না।"

"তাহা হইলে আজ ঘরে আলো জ্বলিতেছে—এখন তবে কে এসেছে?"

"যা জানি তাই বল্‌চি। প্রায় তিনমাস হলো একদিন আমরা রাত্রে মাছ ধর্‌তে বার হয়েছিলাম,—ফিরে আস্‌বার সময় ঘরে আলো জ্বল্‌চে দেখ্‌তে পেলাম। মহারাজা অনেক দিন এখানে আসেন নি,—তাই তিনি এসেছেন জান্‌তে পেরে আমাদের ভারি আমোদ হল। সে দিন আমরা যে মাছ ধরেছিলাম,—তার ভাল ভাল গুলা বাছাই করে তুলে রাখ্‌লেম,—'সকালে গিয়ে মহারাজাকে দিব।"

"মহারাজা তার আগে কতদিন আসেন নি?"

"অনেক দিন—পাঁচ-সাত বছর হবে।"

"এর মধ্যে আর বাগান বাড়ীতে কেউ আসে নি?"

"না—কেউ না—বাগানটা সেই জন্যে জঙ্গল হয়ে গেছে, বাড়ীটাও ভেঙ্গে যাচ্চে।"

"তোমাদের কাছ থেকে খাজনা নিতেও কেউ আসে না।"

"মহারাজা গরীবের মা বাপ ছিলেন। তিনি আমাদের জমি নিষ্কর করে দিয়েছিলেন।"

"তারপর?"

"তারপর আমি সকাল হতে না হতে মাছ নিয়ে বাগানে পৌঁছিলাম্। বাগানে—বাগানে—আমার—"

"কি তোমার?"

"না—আমার কিছু নয়? বাগানে একজন মালি আর শ্যামার মা আছে। আমি তাদের গিয়ে বল্লেম, মহারাজার জন্যে গোটাকতক ভাল মাছ এনেছি! তারা আমার মুখের 'দিকে হাঁ করে চেয়ে রহিল,—তারপর বল্লে, মহারাজা!—মহারাজা কোথায়?' আমি বল্লেম, "কেন উপরে--আমরা কাল রাত্রে তাঁর ঘরে আলো দেখেছিলাম।" সে বলিল, "আলো!—আলো কোথায়,—সে ঘরে চাবি দেওয়া আছে।'

আমি বল্লেম, "আলো—এই নিজের চখে দেখেছি।"

শ্যামার মা এই কথা শুনে অজ্ঞান হয়ে পড়্লো,—আমরা তার চোখে মুখে জল দিলাম,—তাহার জ্ঞান হলে সে বল্লে 'মহারাজা—মহারাজা আর নেই!'

"সে কি! কি হয়েছে!"

"তিন দিন হলো তিনি খুন হয়েছেন!

আমার বুক ধড়াস ধড়াস করে উঠ্লো। আমি বল্লেম, "কি বল্লে।" সে উত্তর দিল, "রাজবাড়ীর লোক এসেছিল।"

সেই দিন থেকে রোজ ঐ আলো জ্বল্চে,—শ্যামার মা আমাকে সে ঘরের দরজা দেখিয়েছে,—দরজা চাবি বন্ধ.—কুলুপে মাকড়সার জাল হয়ে গেছে!"

এই বলিয়া গঙ্গা মণ্ডল সভয়ে আবার রাম রাম বলিয়া উঠিল।

এবার যুবকও গম্ভীর হইলেন,—বলিলেন, "সেই দিন হইতে তোমরা রোজ এ আলো দেখিতেছ।"

"হাঁ—রোজ।"

"সেই পর্য্যন্ত এ ঘর কেউ খুলে নাই।"

"না—কেউ না,—বেশ বল্‌তে পারি।"

"ঘরে যাইবার অন্য কোন দরজা নাই তো?"

"না—আর কোন দরজা নাই।

"মালিটা—আর এই—এই কি বলিলে,—শ্যামার মা লোককে ভয় দেখাইবার জন্য তো এ রকম করে না?"

"না—না—অনেক দিন তারা বিকালে এখানে আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে আসে,—তখন বাগানে কেউ থাকে না,—তারা যখন রাত পর্য্যন্ত এখানে থাকে,—তখনও সন্ধ্যার পর আলো ঐখানে জ্বলে উঠে!"

যুবক আহার শেষ করিয়া উঠিলেন। চিন্তিতভাবে বলিলেন, "আশ্চর্য্যের বিষয় বটে? এখনও কি আলোটা জ্বল্‌চে?"

তখন ঝড় অনেক কমিয়াছিল,—তিনি হাত মুখ ধুইবার জন্য দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলেন,—তখন বৃষ্টি থামিয়াছে,—বায়ু তখনও প্রবলবেগে বহিতেছে,—যুবক মহারাজার বাগানের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সেই আলো তখনও উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছে। তিনি কিয়ৎক্ষণ সেই আলোর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এদিকে তিনি বাহিরে যাইবামাত্র মণ্ডল গৃহিণী স্বামীর

কাপড় ধরিয়া টানিল। গঙ্গা মণ্ডল বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, "ও কি আবার ?"

মণ্ডল গৃহিণী অতি মৃদুস্বরে বলিল, "দেখিতেছ না ?"

"কি দেখিব।"

"চেহারা এক।"

"কার——"

এই সময়ে যুবক গৃহ প্রবেশ করায়, মণ্ডল গৃহিণী ছুটিয়া দরজার আড়ালে লুকাইল।

"চেহারা এক !"

ইহার অর্থ কি ? তাহার স্ত্রী কি বলে,—গঙ্গা মণ্ডল কিয়ৎক্ষণ ইহার কোনই ভাবার্থ বুঝিতে পারিল না,—সহসা দীপালোকে যুবকের মুখের উপর দৃষ্টি হইল,—তখনই তাহার জ্ঞান হইল,—সত্য সত্যই তো চেহারা এক ! তাহার অনিচ্ছা সত্বেও তাহার মুখ হইতে বাহির হইল, "কি সর্ব্ব-নাশ ? সত্যই তো চেহারা এক !"

যুবক বিস্মিতভাবে বলিলেন, "কাহার চেহারা এক, গঙ্গা মণ্ডল ?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

স্বয়ং মহারাজা।

গঙ্গা মণ্ডল দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল। তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছিল,—সে কষ্টে অর্দ্ধস্ফুটভাবে বলিল, "আপনার—আপনার—চেহারা—ঠিক মহারাজার মত।"

যুবক হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা আমায় ভূত ঠাওরাও, ইহা আমি ইচ্ছা করি না। কাজেই সত্যি কথা বলা বাহুল্য,—আমি কুমার শৈলেন্দ্র বটে! দৈব -দুর্বিপাকে মহারাজা হইয়াছি।"

গঙ্গা মণ্ডল দুই হাত জোড় করিয়া বলিল, "হুজুর,—গরীবের বাড়ী ভাত খেয়েছেন—"

"তাতে আমি খুব খুসি হয়েছি। ব্যস্ত হইও না,—আমি আজ তোমার এই মাদুরেই থাকিব,—কাল সকালে বাগানে যাইব। বাগানে যাইব বলিয়াই—ষ্টেশন হইতে হাঁটিয়া বাহির হইয়াছিলাম.—অন্ধকারে পথ ভুলিয়া গিয়াছিলাম,—তোমরা না গেলে হয়তো ডুবিয়া মরিতাম।"

গঙ্গা মণ্ডল ততক্ষণ কাপড়ের কোণে যাহা যক্ষমরূপে বাঁধা ছিল,—তাহা কম্পিতহস্তে খুলিবার চেষ্টা পাইতেছিল। অনেক কষ্টে সে গেরো খুলিল,—তাহা হইতে একটী টাকা বাহির হইল,—গঙ্গা মণ্ডল সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কুমারের পায়ের নিকট টাকাটী রাখিল,—কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "হুজুরের বাবা আমাদের মা বাপ ছিলেন।"

কুমার সযত্নে টাকাটী তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "গঙ্গা মণ্ডল,—আজ হইতে তুমি আমার এ তালুকের নায়েব হইলে,—বসো, তোমাদের এখনকার কথা শুনি।"

স্বয়ং মহারাজা তাহার গরীবের কুটীরে আসিয়াছেন,—তাহার ভাত খাইয়াছেন,—তিনি তাহার কুড়েয়, মাদুরের উপর রাত কাটাইতে চাহেন,—সে কি করিবে ভাবিয়া উন্মত্তপ্রায় হইল।

কুমার বলিলেন, "একটা বালিস দেও, গঙ্গা মণ্ডল, তারপর তোমরা খেতে যাও—রাত হয়েছে।—আমারও ঘুম পাইতেছে।"

গঙ্গা মণ্ডল তাহাদের মলিন বালিস মহারাজাকে কিরূপে দিবে? ইতস্ততঃ করিতে লাগিল,—কুমার তাহার কোন কথা শুনিলেন না,—তখন গঙ্গা মণ্ডল বালিস আনিয়া দিল,—কুমার শুইয়া পড়িলেন। গঙ্গা মণ্ডলকে জেদাজিদি করিয়া আহারে পাঠাইয়া দিলেন।

গঙ্গা মণ্ডলের আহারাদি লইয়া মণ্ডল গৃহিণী স্বামীর অপেক্ষা করিতেছিল,—গঙ্গা মণ্ডল আহারে বসিবামাত্র সে ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিল, "এখন—এখন—উপায়।"

গঙ্গা মণ্ডল বিস্মিতভাবে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "উপায়? কেন কি হয়েছে?"

মণ্ডল গৃহিণী ব্যাকুলভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল,—তাহার ভাব দেখিয়া গঙ্গা মণ্ডলও ভীত হইল,—বলিল, "কি হয়েছে—অমন কচ্চিস্ কেন।"

সে কাতরে বলিল, "এখন—এখন—উপায়?"

গঙ্গা মণ্ডল বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "উপায়—উপায় কি?"

মণ্ডল গৃহিণী ব্যাকুলভাবে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "আজ এখন আমায় কিছু জিজ্ঞাসা কর না,—আমাকে এখনই যেতে হবে—এক্‌লা!"

"যেতে হবে—একলা—কোথায়?"

"বাগান বাড়ীতে।"

"এই দুর্য্যোগে—এই রাত্রে—বাগান বাড়ীতে?"

"দুর্য্যোগই হউক আর যেই হউক,—আমাকে মার কাছে যেতেই হবে।"

গঙ্গা মণ্ডলের এতক্ষণে ধড়ে বুদ্ধি আসিল, সে বুঝিল যে হয়তো বাগান বাড়ীতে এমন কিছু হইয়াছে, যাহা তাহারা তাহাদের মনিবকে জানিতে দিতে ইচ্ছা করে না। মনিব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন,—তাহাই এই রাত্রেই তাহার স্ত্রী তাহাদের সাবধান করিয়া দিতে চাহে। গঙ্গা মণ্ডল ভাবিল, "উপরের ঘরের আলোর সঙ্গে কিছু আছে নাকি!"

গঙ্গা মণ্ডল বলিল, "এই রাত্রে,—তুই একলা যেতে পার্ব্বি নে,—কি কাজ বল, আমি গিয়ে বলে আসচি।"

মণ্ডল গৃহিনীর চক্ষে জল আসিল। সে ক্রন্দনস্বরে বলিল, "না—না—না—আমি না গেলে হবে না।"

অগত্যা গঙ্গা মণ্ডলকে রাজি হইতে হইল। সে আবার লণ্ঠনটী জ্বালিল,—এদিকে মণ্ডল গৃহিণী দরজার পাশ হইতে দেখিল, কুমার সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। তখন সে লণ্ঠন লইয়া বাড়ীর পশ্চাতের দরজা দিয়া বাহির হইয়া উৰ্দ্ধশ্বাসে বাগান বাড়ীর দিকে ছুটিল।

তখন বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছিল,—ঝড়ও কমিয়া আসিয়াছিল। পথ মণ্ডল গৃহিনীর নখাগ্রে ছিল,—সুতরাং তাহার বাগান বাড়ীতে উপস্থিত হইতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না।

শ্যামার মা বাড়ীর নীচের একটা ঘরে থাকিত,—তাহার পার্শ্বে আর একটা ঘরে মালি থাকিত,—মালি আর কেহ নহে,—তাহারই নিজের মামা।

মণ্ডল গৃহিণী তাহার দরজায় দুই চারি বার সবলে ঘা

মারিলে ভিতর হইতে শ্যামার মা ভীত ভাবে বলিয়া উঠিল, "কে—কে—বাহিরে—কে—মামা—মামা।"

মণ্ডল গৃহিণী বলিয়া উঠিল, "চুপ্—চুপ্—আমি শ্যামা।"

"শ্যামা! শ্যামা!—এত রাত্রে—শ্যামা! কি হইয়াছে?"

"শীঘ্র দরজা খোল,—সব বলচি।"

শ্যামার মা সত্বর উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল,—কম্পিত দেহে শ্যামা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শ্যামার মা ও শ্যামা।

শ্যামা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, শ্যামার মা প্রদীপ উস্কাইয়া দিল,—গৃহ আলোকিত হইলে, সে শ্যামাব বিশুষ্ক ভীতি চঞ্চল মুখের দিকে চাহিয়া ভয় পাইয়া জিজ্ঞাসা কবিল, "কি—কি—হইয়াছে?"

শ্যামা অৰ্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিল, "বিপদ!"

"বিপদ! সে কি?"

"মা—তা না হলে একলা এই রাত্রে তোমার এখানে ছুটে—আসতেম না। মহারাজা—?"

"মহারাজা!"

এই বলিয়া শ্যামার মা সভয়ে চারিদিকে চাহিল,—শ্যামা বলিল, "বুড়ো মহারাজা নয়,—তাঁর ছেলে!

শ্যামার মা সভয়ে বলিয়া উঠিল, "কোথায় তিনি কোথায়?"

"আমাদের বাড়ী।"

"তোদের বাড়ী? সে কি! সেখানে কেন?"

শ্যামা সংক্ষেপে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল বলিল। শুনিয়া শ্যামার মার মুখ শুকাইয়া গেল,—সে কম্পিতস্বরে বলিল, "তবে তিনি—তবে তিনি—কি জান্‌তে পেরেছেন?"

শ্যামা বলিল, "আমি কেমন করে জান্‌বো—হয়তো জান্‌তে পারেন নি। আলোর কথা তাঁকে ওরা বলেছিল,—বোধ হয় জানেন না।"

"হয়তো বাগানটা দেখ্‌তে এসেছেন। এখানে আর কখনও আসেন নি,—বড় মহারাজ কাকেও এখানে আন্‌তেন না।"

"তাই হবে। তবে তিনি আলো দেখেছেন,—নিশ্চয়ই ঘরটা দেখ্‌তে চাহিবেন,—তুমি এখনই গিয়ে তাকে খবর দেও,—এই রাত্রেই সাবধান হতে হবে।"

"যদি তিনি এখানে অনেকদিন থাকেন! তা হলে আমি কি কর্ব্বো,—আমি বোধ হয় এবার পাগল হয়ে যাব!"

"মা—ও রকম কথা বলো না,—তুমি একটু সাবধান থাক্‌লে তিনি কিছুই জান্‌তে পার্ব্বেন না! যত দিন নতুন মহারাজ এখানে থাকেন,—তত দিন তাকে কিছুতেই ঘর থেকে বার হতে দিও না।"

"আমার মাথার ঠিক নেই,—শ্যামা, তুই আমার কাছে থাক।"

"এখন নয়,—তিনি কাল সকালে আমাকে দেখ্‌লে কি মনে কর্ব্বেন,—তবে কাল তিনি জান্তে পার্ব্বেন আমি কে,—তখন তিনি যদি বেশী দিন এখানে থাকেন,—আমি এসে তোমার কাছে থাক্‌বো।"

"একলা এই রাত্রে কেমন করে ফিরে যাবি।"

শ্যামা মৃদু হাসিয়া বলিল, "যেমন করে'এসেছি। এখনই ফিরে না গেলে, তিনি যদি কোন রকমে জান্তে পারেন যে আমি এখানে এসেছিলাম,—তা হলে সমস্ত কাজ নষ্ট হবে।"

শ্যামা উত্তরের প্রতীক্ষা আর করিল না, সে যেমন আসিয়াছিল,—তেমনই ছুটিয়া বাড়ীর দিকে চলিল।

কুমার এ বিষয়ের কিছুই জানিতে পারিলেন না। তিনি নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন,—অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। গৃহমধ্যে রৌদ্র আসিয়া তাঁহার মুখে পতিত হওয়ায়, তাঁহার নিদ্রা ভগ্ন হইল,—তিনি চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন, তিনি কোথায় রহিয়াছেন, প্রথমে ঠিক করিতে না পারিয়া বিস্মিতভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহার গত রাত্রের সমস্ত কথাই মনে পড়িল,—তিনি গঙ্গা মণ্ডলের মাদুর ও বালিশের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন।

তিনি বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, গঙ্গা মণ্ডল তাহার মুখ ধুইবার জল গামছা প্রভৃতি লইয়া দণ্ডায়মান আছে। মহারাজা স্বয়ং তাহার কুটীরে ঘুমাইতেছেন,—এ কথা গঙ্গা মণ্ডল গ্রামে প্রচার করিতে ক্রটী করে নাই। গ্রামস্থ সমস্ত লোক গঙ্গা মণ্ডলের বাড়ী সমবেত হইয়াছে। কুমার বাহির হইবা মাত্র তাহারা সকলে এক একটী টাকা নজর সহ কুমারের পায়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল,—অনেকে মাছ তরকারি,—ফল মূল আনিয়াছিল,—একজন একটা পাঁঠা লইয়াও হাজির ছিল।

কুমার এ দৃশ্যে যে আনন্দ লাভ করিলেন, তাহা তিনি কলিকাতার বড়লোকদিগের সহস্র অভ্যর্থনা পাইয়াও পান নাই। তিনি সকলকে বিশেষ সমাদর করিলেন,—মুখ প্রক্ষালন

করিতে করিতে তাহাদের সহিত তাহাদের একজন হইয়া কথা কহিতে লাগিলেন। তাহারা সকলেই তাঁহার অমায়িকতায় বিশেষ সন্তুষ্ট হইল।

কুমার বাগান বাড়ীতে যাইতে প্রস্তুত হইলে, তাহারা সকলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে উদ্যত হইল,—কিন্তু কুমার তাহাদের নানা কথায় ভুলাইয়া নিরস্ত করিলেন, তৎপরে একাকী বাগান বাড়ীর দিকে চলিলেন। প্রাতে ঝড় বৃষ্টি ছিল না,—গত রাত্রের ঝড়ে ও বৃষ্টিতে স্নাত হইয়া প্রকৃতি দেবীর এক মনোরম সৌন্দর্য্য চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

প্রায় অর্দ্ধক্রোশ জলার অপরিসর পথের উপর দিয়া আসিয়া কুমার একটী বড় রাস্তায় পড়িলেন,—এই বড় রাস্তা দিয়া কিয়দ্দূর পরেই বাগানের দ্বার। দ্বারের পার্শ্বেই শ্যামার মা কতকগুলি ফুল গাছে জল দিতেছিল। কুমার বাগানে প্রবেশ করিয়াই তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া বলিলেন, "তুমিই বোধ হয় শ্যামার মা।"

"হাঁ—লোকে ঐ বলে আমায় ডাকে।"

"তোমার সঙ্গে আমার আগে কখনও দেখা হয় নি,—তবে নিশ্চয়ই তুমি আমার কথা শুনেছ,—আমি কুমার শৈলেন্দ্র।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বাগান বাড়ী।

এই কথায় শ্যামার মা যেরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হইবে, কুমার ভাবিয়াছিলেন, শ্যামার মা তাহার কিছুই হইল না,—সে বলিল "মহারাজ,—তা আপনাকে দেখ্‌লেই জান্‌তে পারা যায়,—ঠিক এক সেই চেহারা? আসুন ভিতরে,—তবে বড় মহারাজ অনেক দিন থেকে বাড়ীটা একবার দেখ্‌তেন না,—আমি মেয়ে মানুষ কি কর্ব্বো,—একজন মালি কি এত বড় বাড়ী বাগান দেখ্‌তে পারে,—দেখুন কি অবস্থা হয়েছে!"

কুমার দেখিলেন, শ্যামার মা মিথ্যা বলে নাই। বাড়ী ও বাগানের যথার্থই শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে। ইহার এখন এমন অবস্থা হইয়াছে, যে এ বাড়ীতে কোন মানুষের অধিকদিন থাকা অসম্ভব।

কুমার বলিলেন, "বাবা যখন এখানে আসিতেন,—তখন না উপরের ঘরে থাকিতেন?"

শ্যামার মা বলিল, "হাঁ,—উপরের দুটো ঘর কেবল থাক্‌বার মত আছে।"

"বাড়ীটার এমন অবস্থা হইয়াছে,—তাহা আমি জানিতাম না।"

"না দেখ্‌লে মহারাজ এমনই হয়।"

সহসা মহারাজ শ্যামার মার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমাকে দেখিয়া আর একজনের মুখ মনে পড়িতেছে,—সে কে ঠিক মনে হইতেছে না।"

শ্যামার মা বলিল, "মহারাজ,—আর কে হইবে,—বোধ হয় আপনি গঙ্গা মণ্ডলের স্ত্রীকে দেখিয়া থাকিবেন।"

"হাঁ—হাঁ—ঠিক হইয়াছে,—তিনিই বটে,—তিনি ভাত দিতে আসিলে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। তাঁহার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ আছে?"

"সে আমার মেয়ে।"

"বটে! তাহা হইলে তোমার জামাই কাছেই থাকে, আমি ভাবিতেছিলাম,—এ রকম যায়গায় তুমি কেমন করে একলা থাক।"

"আমার ঐ একই মেয়ে। জামাই মেয়ে কাছে আছে,—ভয়টা কি,—বড় মহারাজ আমাকে বড় ভাল বাস্‌তেন।"

"তা আমি জানি শুনেছি। আমিও যতদিন আছি,—এ বাড়ী তোমারই,—এখন চল দেখি ওপরের ঘর দেখা যাক, বাবা যে ঘরে থাকিতেন,—সেই ঘরেই আমি থাকিব।"

শ্যামার মা একটা পেরেক হইতে একটা চাবি খুলিয়া লইল,—কুমার দেখিলেন চাবি ধূলায় পূর্ণ,—বহুকাল যে এ চাবি কেহ এখান হইতে লইয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। শ্যামার মাও বলিল, "বড় মহারাজ যতদিন এখানে আসেন নি,—ততদিন সে ঘর খোলা হয় নি।"

কুমার শ্যামার মার সহিত উপরে চলিলেন। বাড়ীটী প্রকৃতই প্রায় ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে,—বাস করিবার মত একটী ঘরও নাই! তবে যে গৃহের দ্বারের সম্মুখে আসিয়া শ্যামার মা দাঁড়াইল,—সেই ঘরটী কুমার দেখিলেন, অপেক্ষাকৃত ভাল আছে,—অন্ততঃ এ ঘরে লোক বাস করিলেও করিতে পারে।

গৃহের দ্বারে কুলুপ ঝুলিতেছে,—দ্বারও সুদৃঢ়রূপে নির্ম্মিত; কুমার দ্বারটী বিশেষরূপে লক্ষ করিয়া বলিলেন, "এ দরজার আর কোন চাবি আছে?"

শ্যামার মা মাথা নাড়িয়া বলিল, "না,—আর চাবি থাকিবে কেন? এই একটা চাবিই আছে?"

"তাহা হইলে বাবার না আশা পর্য্যন্ত এ ঘর চাবি দেওয়াই আছে।"

"হা—মহারাজ।"

কুমার আবার চারিদিক ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "তুমি নিশ্চয়ই এ ঘরে রাত্রে আলো জ্বলে এ কথা শুনিয়াছ?"

"হা—গাঁয়ের লোক ঐ কথা বলে বটে,—তারা ভূতের ভয়েই অস্থির।"

"কিন্তু আমি কাল সচক্ষে এ ঘরে আলো জ্বলিতে দেখিয়াছি। ইহাতে তুমি কি বল?"

"মহারাজ,—আমি আকাশ প্রদীপ দি,—আপনি বোধ হয় তাই দেখেছেন।"

"কালও আকাশ প্রদীপ দিয়াছিলে।"

"হাঁ, মহারাজ।"

কুমার একটু ইতস্ততে পড়িলেন,—তৎপরে বলিলেন, "এই রকমই কিছু হবে,—আমার মনে করাই উচিত' ছিল,—এখন দরজা খোল, দেখি ঘরটা কেমন।"

কুমার শ্যামার মার হাত হইতে চাবিটা লইয়া দরজা খুলিলেন,—দরজা ঠেলিয়া দিলে কতকগুলি মাকড়সার জাল

ছিন্ন হইল,—কুমার আরও দেখিলেন, বহুকালের ধূলিরাসি দরজার সঙ্গে সঙ্গে অপসারিত হইল। তিনি বলিলেন, "স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি এই দরজা বহুকাল খোলা হয় নাই!"

কুমার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহটী ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। গৃহে বেশী কিছু আসবাব নাই,—একখানি খাট, একটা আলমারি,—একটা দেরাজযুক্ত টেবিল, চার-পাঁচখানি চেয়ার। গৃহটী কুমার বিশেষরূপে লক্ষ করিতেছেন দেখিয়া শ্যামার মা বলিল, "মহারাজ কি এখানে বেশীদিন থাকিবেন?"

কুমার বলিলেন, "না,—আমি বাবার কতগুলি কাগজপত্র খুঁজিতে আসিয়াছি,—বোধ হয় সে গুলি এখানে থাকিতে পারে।"

কুমার এখানে থাকিবেন না শুনিয়া শ্যামার মার মুখে আনন্দ দেখা দিল,—কিন্তু পাছে কুমার দেখিতে পান বলিয়া সে অন্য দিকে সত্বর মুখ ফিরাইয়া বলিল, "তাহা হইলে কিছু খাবারের বন্দোবস্ত করি।"

কুমার তাহার দিকে না ফিরিয়া বলিলেন, "তাহা করিতে পার।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অনুসন্ধানের ফল।

শ্যামার মা চলিয়া গেলে, কুমার দরজায় গিয়া দরজাটী ভাল করিয়া বন্ধ করিলেন; তৎপরে বলিলেন, "এই বুড়ী সম্বন্ধে একটা কিছু আছে দেখিতেছি। আমাকে হঠাৎ এখানে আসিতে দেখিয়া সে বিন্দুমাত্র আশ্চর্য্যানিত হয় নাই,—যেন সে আমি আসিব, তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানিত। তাহার পর আলোর কথা বলায় তাহার মুখ সুখাইয়া গিয়াছিল,—তবে সে আকাশ প্রদীপের কথা বলিয়া কথাটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা পাইয়াছিল, আমি এখানে থাকিব না শুনিয়া স্পষ্টতই সে খুসি হইয়াছে,—কেন তাহার পর গঙ্গা মণ্ডলের স্ত্রী ছাড়াও যেন ইহাকে দেখিয়া আমার আর কাহার কথা মনে হইতেছে,—কে সে কিছুতেই মনে করিতে পারিতেছি না? দেখিতেছি এ বাড়ীতে এই বুড়ীর ভিতরও—কোন না কোন রহস্য আছে। যাহা হউক, ইহার একটা মিমাংসা না করিয়া আমি এখান হইতে নড়িতেছি না।"

কুমার নীরবে দাঁড়াইয়া কিয়ৎক্ষণ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন। তৎপরে ধীরে ধীরে গিয়া আলমারিটী খুলিলেন তাঁহার ভিতর অনেক কাগজপত্র রহিয়াছে,—তাঁহার পিতার হাতে লেখাও অনেক কাগজ পত্র তথায় আছে;—তবে সে সকল বিষয় সম্পত্তি সম্বন্ধে, তিনি এই সকল কাগজ পত্রের জন্য এখানে আসেন নাই?

আলমারিতে বিশেষ কিছু নাই দেখিয়া তিনি টেবিলের

দেরাজগুলি একে একে খুলিতে লাগিলেন, তাহাতেও ঐরূপ বিষয় সম্পত্তির নানা কাগজ পত্র,—তাঁহার প্রয়োজনীয় কিছুই নাই।

দেরাজের ভিতর একটী ক্ষুদ্র দেরাজ। তিনি বাড়ী হইতে যে চাবির থলো আনিয়াছিলেন, তাহার কোন চাবিই এ দেরাজে লাগিল না। তিনি চিন্তিত হইলেন। তাঁহার এই গুপ্ত দেরাজ খোলা কি উচিত? হয়তো তাঁহার পিতার গুপ্ত কোন কাগজ পত্র এই গুপ্ত দেরাজে আছে,—হয়তো তিনি ইচ্ছা করিতেন না যে এই সকল কাগজ পত্র অপর কেহ দেখে? তাহা হইলে এই সকল কাগজ পত্র তাঁহার কি দেখা উচিত?

এখন উচিত? তাঁহার ভয়াবহ মৃত্যু ঘোরতর রহস্যে জড়িত রহিয়াছে,—এই রহস্য ভেদ করা তাঁহার কর্ত্তব্য? পিতৃহন্তার সমুচিত দণ্ড বিধান না করিলে তাঁহার প্রাণের শান্তি এ জীবনে হইবে না। পুত্রের কি ইহাপেক্ষা অধিক গুরুতর কর্ত্তব্য আর কিছু আছে?

তিনি পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া দেরাজটী ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন,—দেরাজ খুলিয়া গেল, কুমার কম্পিত হস্তে দেরাজটী টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন, লাল ফিতায় বাঁধা কতকগুলি কাগজ একটী বাণ্ডিলে বাঁধা রহিয়াছে। কাগজগুলি যে বহুকালের তাহা ফিতার ও কাগজের ভাব দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। ফিতা সময়ের প্রকোপে লাল হইতে প্রায় সাধা হইয়া গিয়াছে,—কাগজগুলিও বিবর্ণ হইয়া প্রায় লাল হইয়া আসিয়াছে।

তাঁহার এই কাগজ বাণ্ডিলে হাত দিতে সাহস হইল না।

তাঁহার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল,—পিতার গুপ্ত বিষয় তাঁহার দেখা কি উচিত!

তিনি বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন, তৎপরে হৃদয়ে সাহস বাঁধিয়া বাণ্ডিলটী হাতে তুলিয়া লইলেন। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলেন,—কিন্তু উপরে একখানি সাদা কাগজ,—তাহাতে কিছুই লিখিত নাই।

তিনি কম্পিত হস্তে ফিতা খুলিলেন, কম্পিত হস্তে উপরের কাগজ খানি সরাইলেন,—দেখিলেন, কাগজগুলির উপরেই একখানি ফটোগ্রাফ ছবি।

ফটোগ্রাফ খানি যে তুলিয়াছিল,—তাহার নাম ইহাতে লিখিত নাই। সুতরাং এই ছবি কোথায় তোলা হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই।

ছবি খানিতে দুইজনের চেহারা আছে। দেখিলেই বোধ হয়, অনেক বৎসর আগে এই ছবি তোলা হইয়াছিল,—ছবি খানি বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে বটে,—কিন্তু চেহারা দুইটী বিবর্ণ হয় নাই।

ছবিতে একটী পুরুষ ও একটী স্ত্রীমূর্ত্তি আছে,—পুরুষমূর্ত্তি দেখিয়াই তিনি বুঝিলেন, ইহা তাঁহার পিতার যৌবন কালের প্রতিমূর্ত্তি,—দেখিলেই বোধ হয় তাঁহার বয়স তখন ২৪।২৫ সের অধিক নহে!

স্ত্রীলোকটী কে? এরূপ স্ত্রীলোক তিনি কখনও পূর্ব্বে দেখেন নাই। ইহার বয়স ১৪।১৫ এর অধিক নহে,—ছবি দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, যাহার এই ছবি, তিনি অতি পরম রূপলাবণ্যবতী ছিলেন। এ স্ত্রীলোক কে?

তিনি দেখিলেন খাণ্ডিলে ৮।১০ খানি পত্র রহিয়াছে,—সকলেই স্ত্রীলোকের হাতের লেখা। এই সকল পত্র তাহার পাঠ করা উচিত কিনা,—তিনি আবার বহুক্ষণ তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

না,—এই সকল পত্র আমার দেখিতেই হইতেছে,—হয়তো ইহাতে পিতার মৃত্যু রহস্যভেদ হইবে,—এইরূপ ভাবিয়া কুমার একে একে পত্রগুলি দেখিতে লাগিলেন। সকল গুলিই প্রেম-পত্র। সকল পত্রগুলির নিম্নেই স্বাক্ষর—সলিনা। কেবল একখানির নিম্নে লিখিত—মলিনা।

একখানি পত্র কুমার দুই-তিনবার পাঠ করিলেন,—সে খানি এই :—

"প্রিয়তম,—তিন দিন পরে তুমি এখানে আসিবে শুনিয়া আমার মনের অবস্থা কি হইয়াছে,—তুমি কি তাহা বুঝিতেছ না? আনন্দে আমি পাগল হইয়া উঠিয়াছি। আমরা এই নির্জ্জন বাড়ীতে এক রকম লুকাইয়া আছি। বাবার শরীর ভাল নয়,—মলিনাও জানি না কেন, আমাকে আর সে রকম ভাল বাসে না,—ছুতানাতায় আমার সঙ্গে ঝগড়া করে। তাহার বিশ্বাস তুমি তাহাকেই ভালবাসিতেছ,—আমি তোমার মন ভুলাইয়া লইয়াছি সেই জন্য সে রিষের জ্বালায় আমার উপর খড়্গহস্ত হইয়াছে। যথার্থ কি প্রিয়তম, তুমি তাহাকে ভাল-বাসিতে? সেই দিন হইতে সে রোজ আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতেছে।"

"আর একটা কথা। তুমি আমাদের সাহায্য করিতেছ,—ইহাতে অবশ্যই আমার আনন্দ,—তবে বাবা সে রকম লোক

নন,—তুমি যত টাকা তাঁহাকে দিতেছ,—তবুও তাঁহার অভাব মিটিতেছে না,—সেই টানাটানি। এ অবস্থায় তাঁহাকে টাকা দেওয়া, জলে ফেলে দেওয়া হইতেছে মাত্র। শীঘ্র শীঘ্র এস,—দেরী করিও না,—আমি তোমার জন্য ব্যাকুল হইয়া আছি।"

আর একখানা পত্রও কুমার দুই-তিনবার পাঠ করিলেন। সেখানি এই :—

"কাল সন্ধ্যার সময় আমার ভগিনী সলিনার মৃত্যু হইয়াছে। সে তোমাকে খবর দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ আমাকে বলিয়াছিল,—কিন্তু খবর দিলেও তুমি আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিবে না, বলিয়া আমি আর তোমাকে বিরক্ত করি নাই। সে যাহা বলিয়া গিয়াছে,—তাহা আমার নিকট হইতে কখনও তুমি শুনিতে পাইবে না। তবে এই টুকু জানিয়া রাখ যে আমি যেমন তোমাকে দিন রাত অভিসম্পাত দিতেছি,—মরিবার সময় সেও তোমাকে সেই রকম অভিসম্পাত দিয়া গিয়াছে—মলিনা।"

আর একখানি কাগজমাত্র এই বাণ্ডিলের সর্ব্বনিম্নে ছিল। তাহাও তাঁহার পিতার হস্তাক্ষরে লিখিত :—"আজ মথুরায় হরবিলাস বাবুর বাড়ীতে গোপনে আমার সহিত সলিনার বিবাহ হইল। পুরোহিত ও হরবিলাস বাবু ব্যতীত বিবাহ স্থলে আর কেহ উপস্থিত ছিল না। এ বিবাহের কথা কেহই জানিতে পারিবে না। সময়ে সকলে জানিবে—সময়ে আমি সলিনাকে স্ত্রীরূপে দেশে লইয়া যাইব।"

কুমার দেখিলেন যে তারিখ লেখা রহিয়াছে, তাহা তিরিশ বৎসর আগের—তাহা হইলে তিরিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার

পিতা গোপনে এই সলিনাকে মথুরায় বিবাহ করিয়াছিলেন,—গোপনে বিবাহ করিবার কারণ কি?

কুমারের মস্তক বিঘূর্ণিত হইতেছিল। তিনি বহুক্ষণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এই সকল পত্রে কুমার যাহা অবগত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন,—তাহা তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না। তিরিশ বৎসর পূর্ব্বে, সলিনা নামে একজনকে তিনি গোপনে বিবাহ করিয়াছিলেন,—সেই সলিনাও বিবাহের কয়েক মাস পরে কালগ্রাসে পতিতা হয়,—সে সব বহুদিনের কথা,—তিরিশ বৎসর পরে এই বিবাহের জন্য কেহ যে তাঁহাকে খুন করিয়াছে,—তাহা কখনই সম্ভব নহে। তবে এই সকল পত্র পাঠ করিয়া তাঁহার মনের ভিতর যে কি এক বিষণ্ণতার ভাব জন্মিল,—তাহা তিনি নিজেই বর্ণনা করিতে অশক্ত। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "এ সকল পত্র না দেখাই তাঁহার পক্ষে ভাল ছিল।"

তিনি কিয়ৎক্ষণ গৃহমধ্যে পদচারণ করিতে লাগিলেন,—সহসা তাঁহার দৃষ্টি একখানি ভূমিস্থ খামের উপর পড়িল,—তিনি খামখানি তুলিয়া লইয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন। খাম খানিতে গত কল্যের ডাকঘরের মার্কা রহিয়াছে,—উপরে নাম রঘুনাথ, মহারাজার বাগান বাড়ী—পলতা।"

কালকের খাম! রঘুনাথ! তবে রঘুনাথ বলিয়া কেহ এই ঘরে বাস করে—ভূতের কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা,—আমার

মার আকাশ প্রদীপের কথাও সর্ব্বৈব মিথ্যা,—এই রঘুনাথ কে? সে নিশ্চয়ই এই ঘরে লুকাইয়া ছিল,—নতুবা তাহার নামে যে চিঠি কাল আসিয়াছে,—তাহার থাম এখানে এই ঘরে আসিবে কিরূপে।

তিনি একেবারে স্পষ্টতঃ এ কথা শ্যামার মাঁকে বলা যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না,—বাহিরে বারান্দায় আসিয়া তাহাকে ডাকিলেন। সেও হাঁফাইতে হাঁফাইতে ছুটিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

কুমার মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "শ্যামার মা,—খাবারের কি করিলে?"

"সব যোগাড় করিয়াছি। আমার জামাই ভাল ভাল মাছ এনেছে।"

"বেশ,—হাঁ শ্যামার মা একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব। বাবার কাছে প্রায়ই শুনিতাম,—এই বাড়ীতে নাকি একটা চোরা কুটুরী, আর একটা সুড়ঙ্গ পথ আছে?"

কুমার তীক্ষ্নদৃষ্টিতে শ্যামার মার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন,—দেখিলেন, সে অতি কষ্টে তাহার মুখের ভাব অবিচলিত রাখিল, তবুও তাহার স্বর কম্পিত হইল, বলিল—"কই—আমি তাতো জানি না।"

"বাবা কিন্তু প্রায় বলিতেন!"

"কই,—আমিত শুনি নি।"

"বোধ হয় তাহা হইলে তুমি জান না। হয়তো একথা তিনিই কেবল জানিতেন।"

"তা হবে। মহারাজ, খাবার জোগাড় দেখি।"

"নিশ্চয় যাও—"

"রাত্রে এখানে থাক্‌বেন কি?"

"না—আমি আজ সন্ধ্যার গাড়ীতেই ফিরিয়া যাইব। ষ্টেষণে পাল্কির কথা বলিয়া আসিয়াছি,—পাল্কি পাঁচটার সময় এখানে আসিবে।"

বৃদ্ধা নিজ মানসিক আনন্দ বহুচেষ্টা করিয়াও সম্পূর্ণ গোপন করিতে পারিল না,—কিন্তু কুমার তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না। শ্যামার মা চলিয়া গেলেই, তিনি উঠিয়া গৃহটী বিশেষ লক্ষ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার এক্ষণে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে এই ঘরে আসিবার নিশ্চয়ই কোন গুপ্তদ্বার আছে,—সেই গুপ্ত দ্বার দিয়া কেহ এই গৃহে আসিয়া রাত্রে থাকে। কিন্তু তিনি চারিদিকের প্রাচীর খুব ভাল করিয়া দেখিয়াও কিছু আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। তখন তিনি গৃহের দরজায় চাবি বন্ধ করিয়া চিন্তিত মনে নিম্নে আসিলেন। শ্যামার মাকে বলিলেন, "বাবার অনেক কাগজ পত্র ঐ ঘরে আছে,—তাহাই চাবিটা আমি সঙ্গে লইয়া যাইব।"

শ্যামার মার মুখ শুখাইয়া গেল, সে স্পন্দিত স্বরে বলিল, "আমার কাছে থাক্‌লেও মহারাজ হারাবে না।"

"না,—দরকারি কাগজ আছে চাবি আমার কাছেই থাক্।"

"থাক মহারাজ।"

কুমার বুঝিলেন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বে শ্যামার মা চাবিটা তাঁহাকে দিতে সম্মত হইল,—ইহাতে তাঁহার সন্দেহ আরও বৃদ্ধি পাইল,—এই বাড়ীর রহস্য,—এই আলোর রহস্য—এই

শ্যামার মার রহস্য ভেদ না করিয়া, তিনি এখান হইতে ফিরিতেছেন না।

কুমার এইরূপ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া স্নান আহারাদি করিলেন,—তৎপরে বাগানটী পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কোন গুপ্তগৃহ ও সুড়ঙ্গ পথ আছে কিনা,—তাহাই দেখা তাঁহার উদ্দেশ্য, কিন্তু তিনি সমস্ত দিন বাগানের ভিতর,—নদীর তীরে,—বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিয়াও কিছু দেখিতে পাইলেন না।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তিনি শ্যামার মার নিকট ফিরিয়া আসিলেন। শ্যামার মা বলিল, "অনেকক্ষণ পাল্কি আসিয়া বসিয়া আছে—মহারাজ।"

"পাল্কি এসেছে,—তবে আর দেরি করিব না,—না হইলে হয়তো গাড়ী পাইব না।"

এই বলিয়া কুমার উপরে গিয়া কাগজপত্রগুলি লইয়া, দরজা বন্ধ করিয়া নাবিয়া আসিলেন। তিনি সঙ্গে কোন দ্রব্যাদিই আনেন নাই। তিনি শ্যামার মার হাতে দশটী টাকা দিয়া সত্বর পাল্কিতে উঠিলেন। শ্যামার মা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই কুমার বেহারাদিগকে হুকুম দিলেন, "ছুটিয়া যাও—রেল ধরা চাই।" তাহারা মহাশব্দ করিতে করিতে পাল্কি স্কন্ধে করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

শ্যামার মার বিপদ!

অর্দ্ধেক পথ পাল্কি আসিলে কুমার বেহারাদিগকে পাল্কি নাবাইতে বলিলেন। তাহারা সকলেই তাঁহার প্রজা,—রাজার হুকুম পাইয়া তৎক্ষণাৎ পাল্কি নাবাইল।

কুমার পাল্কি হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, "দেখ,—আজ আর আমার যাওয়া হইল না,—একটা দরকারি কাগজ বাগান বাড়ীতে ফেলিয়া আসিয়াছি——"

বেহারারা বলিল, "হুজুর,—তা হলে উঠুন,—বাগানে ফিরে নিয়ে যাই—গাড়ীর এখনও সময় আছে ঠিক ধরিয়ে দেব।"

কুমার বলিলেন, "না—আর তোমাদের কষ্ট দিব না। আমি আজ আর কলিকাতায় যাইব না,—কাল যাইব। তোমরা কাল সকালে বাগানে পাল্কি লইয়া আসিও। এই লও—কিছু বকসিস,—কাল আরও সন্তুষ্ট করিব।"

এই বলিয়া কুমার আটজন বেহারাকে আটটাকা বকসিস দিলেন। তাহারা পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে দণ্ডবত করিয়া পাল্কি লইয়া গৃহের দিকে চলিল,—মহারাজার হুকুমের উপর কথা কহিতে সাহস করিল না।

কুমার বাগানের দিকে ধীরে ধীরে ফিরিলেন,—তখন চারিদিক বেশ অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল।

কুমার এক ঝোপের আড়ালে প্রায় একঘণ্টা লুকাইয়া বসিয়া রহিলেন। পাছে কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় ভয়ে তিনি নিশ্বাস পর্য্যন্ত ফেলিতেছিলেন না। তাঁহার একস্থানে

বসিয়া থাকিবার জন্য তাঁহার হস্তপদ পর্য্যন্ত আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

সহসা তিনি চমকিত হইয়া লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেই উপরের ঘর হইতে সহসা সেই আলোক জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বহুক্ষণ বিস্মিতভাবে সেই আলোকের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—তৎপরে দ্রুতপদে বাগান বাড়ীর দিকে চলিলেন।

* * *

শ্যামার মা নিশ্চিন্ত মনে নিজ গৃহে বসিয়া কাঁথা সেলাই করিতেছিল। কুমার চলিয়া যাওয়ায় তাহার মাথা হইতে যেন গুরুভার বোঝা নাবিয়াছে। যতক্ষণ তিনি ছিলেন,—ততক্ষণ সে উন্মত্ত প্রায় হইয়াছিল, কেবল অতিকষ্টে মনোভাব গোপন করিয়াছিল,—তিনি আর অধিকক্ষণ থাকিলে, সে যে কি করিত তাহা বলা যায় না।

সহসা সে চমকিত হইয়া উঠিল, সে কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল,—তখন সে নিকটে স্পষ্ট মনুষ্য পদশব্দ শুনিতে পাইল, কি সর্ব্বনাশ! তবে কি তিনি আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন।

সহসা তাহার শরীর যেন পাষাণে পরিণত হইল,—তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মে আর্দ্র হইয়া গেল,—তাহার আপাদ মস্তক থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান—কুমার।

কুমার ধীরে ধীরে অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "শ্যামার মা,—তুমি ঐ উপরের ঘরের সম্বন্ধে আমাকে মিথ্যা কথা বলিয়াছ। ঐ ঘরে এখনও একজন লোক রহিয়াছে,—কে সে, আমি নিজে তাহা দেখিব।"

শ্যামার মা সংজ্ঞাহীন প্রায় স্তম্ভিতভাবে বসিয়াছিল,—

কুমারের গলার শব্দে তাহার চৈতন্য আসিল,—সে ভীতভাবে কুমারের মুখের দিকে চাহিল,—দেখিল তাঁহার মুখে ঘোর দৃঢ়তা বিরাজ করিতেছে,—তাঁহার চক্ষু হইতে যেন অমানুষিক তেজ নির্গত হইতেছে—তাহার হাতে এক পিস্তল তাহা প্রদিপের আলোকে ঝক্ ঝক করিতেছে।

সহসা শ্যামার মা কুমারের পদপ্রান্তে পড়িয়া কাতরে বলিল, "মহারাজা! আমাব কথা শুনুন, আমি পূর্ব্ব হইতেই আপনাকে সাবধান করিয়া দিতেছি। আপনি আজ এ কাজ করিলে,—আজীবন তাহার জন্য আপনাকে অনুতাপ করিতে হইবে।"

মহারাজা তাহার কথায় বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না, বলিলেন, "যদি আমাকে মরিতেও হয়,—তাহা হইলেও আমি এখনই ঐ ঘরে যাইব! যদি কিছু গোপনীয় থাকে,—তাহা হইলে, তাহা তুমি আমাকে না বলিয়া ভাল কর নাই। ওঠ,—আমার পায় পড়িলে কিছুই হইবে না।"

শ্যামার মা তাহার দুইহাতে তাঁহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়াছিল,—কুমার একটু বলপ্রকাশে তাঁহার পা ছাড়াইয়া লইলেন,—তখন শ্যামার মা চীৎকার করিয়া, মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তাহার চীৎকারধ্বনী সেই ভগ্ন বৃহৎ অট্টালিকার গৃহে গৃহে অদ্ভুত প্রতিধ্বনি জাগরিত করিল।

কুমার মুহূর্ত্তের জন্য ইতস্ততঃ করিলেন,—তৎপরে আলোটী তুলিয়া লইয়া উপরের ঘরের দিকে ছুটিলেন। যদি শ্যামার মার চীৎকার উপরের ঘরে পৌঁছিয়া থাকে,—তাহা হইলে, সে নিশ্চয়ই এতক্ষণ পলাইয়াছে। তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস

জন্মিয়াছিল যে, উপরের ঘরে কোন না কোন লোকে লুকাইয়া আছে,—কে সে? আজ যেরূপে হয়, তিনি তাহা দেখিবেনই দেখিবেন।

তিনি সেই গৃহের নিকট আসিলেন। চাবি খুলিয়া, তিনি দরজা সবলে খুলিয়া ফেলিলেন,—তৎপরে দক্ষিণ হস্তে পিস্তল ধরিয়া, গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

টেবিলের উপর একটা আলো জ্বলিতেছে,—গৃহময় তামাকের গন্ধ,—তবে গৃহে কেহ নাই। কেহ যে গৃহমধ্যে পূর্ব্বে তামাক খাইতেছিল,—তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কুমার সত্বর গৃহের চারিদিকে চাহিলেন,—দেখিলেন, গৃহের একস্থানে মোজেটা যেন উঁচু হইয়া উঠিয়াছে,—তিনি সেই স্থানের নিকট গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বুঝিলেন, সেইখানে একটা গুপ্ত দ্বার রহিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা টানিয়া তুলিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন, নিম্নে একটা লোহার সিঁড়ি রহিয়াছে। কিন্তু তাহার পর ঘোর অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না।

তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও ইতস্ততঃ করিলেন না। তিনি পকেটে পিস্তলটী রাখিয়া, সাবধানে শিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইতে লাগিলেন। দশ পনেরটা সিঁড়ি বোধ হয় নামিয়া গেলেন,—তৎপরে মাটিতে পা পড়িল,—অন্ধকারে কিছুই দেখিবার উপায় নাই,—তিনি পকেট হইতে দেশেলাই বাহির করিয়া জ্বালিলেন। দেখিলেন,—একটী ক্ষুদ্র ঘর,—উপরে একটী ক্ষুদ্র জানালা ব্যতীত আর এ গৃহে জানালা নাই,—তবে একদিকে একটা ভগ্নপ্রবণ দরজা আছে।

কুমার আর একটা দেশলাই জ্বালিলেন। তাহার আলোকে দেখিলেন,—গৃহের এককোণে একখানা তক্তপোষ আছে,—তাহার উপর বিছানা,—কাপড়,—গামছা প্রভৃতি রহিয়াছে। তিনি বুঝিলেন, এই গৃহে জানালা দরজা না থাকা সত্বেও,—কেহ নিশ্চয়ই এখানে লুকাইয়া বাস করিতেছে।

তিনি আরও একটা দেশলাই জ্বালিলেন,—তখন দেখিলেন, ভগ্নপ্রবণ দরজাটী একটু একটু নড়িতেছে। তিনি সত্বর দরজার নিকট আসিলেন,—তখন স্পষ্ট কোন লোকের নিশ্বাস দ্বারের অপর দিকে শুনিতে পাইলেন। কে যেন দ্বারের পার্শ্বে হাঁপাইতেছে।

কুমার কি করিবেন,—তাঁহার কি করা উচিত, তাহা স্থির করিতে মুহূর্ত্তমাত্রও সময় লাগিল না। তিনি সবলে দরজায় ধাক্কা দিয়া বলিলেন, "তুমি যেই হও,—বাহির হইয়া আইস,—নতুবা আমি এখনই দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিব।" কেহ উত্তর দিল না।"

দশম পরিচ্ছেদ।

জলার মধ্যে।

কুমার কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া, আবার স্বর উচ্চে তুলিয়া বলিলেন, "দরজা খুলিলে না,—তবে আমি দরজা ভাঙ্গিলাম।

তিনি দরজা ভাঙ্গিবার জন্য সবলে দ্বার ঠেলিতে লাগিলেন,—কিন্তু কাজ যত সহজ ভাবিয়াছিলেন,—দেখিলেন

তত সহজ নহে। তিনি বুঝিলেন, এক ব্যক্তি অপর দিকে দরজা চাপিয়া আছে। সে দুর্ব্বল নহে,—কুমার তাঁহার সমস্ত বল প্রয়োগ করিয়াও, দরজা বিন্দুমাত্র সরাইতে পারিলেন না।

তখন তিনি অন্য মৎলব করিলেন। দরজা হইতে কয়েকপদ দূরে গিয়া ছুটিয়া আসিয়া,—সবলে দরজার উপর পড়িলেন। মহাশব্দে দরজা ভাঙ্গিয়া ভূপতিত হইল,—সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ভূতলশায়ী হইলেন।

তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—সৌভাগ্যের বিষয় তিনি আঘাতিত হন নাই। তিনি সেই ঘোর অন্ধকারে কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন,—কিন্তু প্রথমে কোনদিকে কোন শব্দ শুনিতে পাইলেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার বোধ হইল, যেন কে পা টিপিয়া টিপিয়া চলিয়া যাইতেছে,—তিনি তাহার পদশব্দ ধরিয়া, সেই দিকে ছুটিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন,—কিন্তু ঘোর অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না,—তিনি আবার পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া জ্বালিলেন।

দেখিলেন, সেটী একটী সুড়ঙ্গ পথ। দুইহাত পরিসরও নহে,—উচ্চে, একটী মানুষ কষ্টে এই সুড়ঙ্গপথে যাইতে পারে। তিনি তখনও দূরে মনুষ্যপদ শব্দ শুনিতে পাইতে-ছিলেন,—তাহাই আর কালবিলম্ব না করিয়া, পাছে মাথায় আঘাত লাগে ভয়ে মাথা নিচু করিয়া অগ্রসর হইলেন।

কিন্তু সুড়ঙ্গপথটী এত পিচ্ছিল যে, চলা দুষ্কর,—তিনি দুই-তিনবার পড়িয়া গেলেন,—আঘাতও পাইলেন,—কিন্তু

বিপদে বা ভয়ে নিরস্ত হইবার লোক কুমার ছিলেন না। বিশেষতঃ তিনি রাগতও হইয়াছিলেন,—তাঁহার বিনানুমতিতে এই লোকটা তাঁহার বাড়ীতে লুকাইয়া আছে,—নিশ্চয়ই কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছে,—নতুবা এরূপে লুকাইয়া থাকিবে কেন? এ কে, তাহাকে দেখিতেই হইবে। তিনি অতি কষ্টে,—অতি সাবধানে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

তিনি যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন,—ততই বুঝিলেন যে, এই সুড়ঙ্গপথ জলে মধ্যে মধ্যে ডুবিয়া যায়,—নতুবা ইহার এ অবস্থা হয় না। ক্রমে তিনি দেখিলেন, জলে তাঁহার পা ভিজিতে আরম্ভ করিল,—তবুও তিনি নিরস্ত হইলেন না,—অগ্রসর হইলেন।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা এইরূপ চলিয়া,—তিনি এই সুড়ঙ্গপথের মুখে আসিলেন,—মুখ এত ছোট যে, একটা লোক কষ্টে ইহার ভিতর দিয়া বাহির হইতে পারে। তিনি ক্ষণবিলম্ব না করিয়া, সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইলেন।

দেখিলেন, চারিদিকে জঙ্গল,—জঙ্গলের মধ্যে একটু স্থান পরিষ্কার,—সেই পরিষ্কার স্থানে একটী ক্ষুদ্র গৃহ,—এখানে প্রায় ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। লোকটা সেই গৃহমধ্যে লুকাইয়াছে ভাবিয়া, কুমার দ্রুতপদে সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সেই গৃহেরও সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ,—কেবল সম্মুখের দরজাটী খোলা রহিয়াছে,—তিনি গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া, তথায় কাহাকে দেখিতে পাইলেন না,—পরবর্ত্তী গৃহে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু সে গৃহ ঘোর অন্ধকার,—কিছু দেখিবার উপায় নাই।

সহসা তাঁহার মনে হইল, যেন সেই অন্ধকারে তিনি কাহার দুইটী চক্ষু দেখিতে পাইলেন,—কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। পরমুহূর্ত্তেই তিনি বুঝিলেন, একটা লোক অন্ধকারে পলাইতেছে। তিনি লম্ফ দিয়া তাহার গলা ধরিলেন। তখন সেই লোক এমনই ভীতভাবে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল যে, তাহার সেই ভয়াবহ আর্ত্তনাদধ্বনি, সেই নির্জ্জন জলার মধ্যে, চারিদিকে ভয়াবহ ভাবে আরও প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সে আর্ত্তনাদ যে কোন মনুষ্যের,—কুমারের তাহা মনে হইল না। তাঁহার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল।

তিনি ভয় পাইবার লোক নহেন। তিনি লোকটাকে আলোর দিকে টানিতে টানিতে অনিয়া বলিলেন, "আয়,—আলোর দিকে। কে তুই—আমি দেখিতে চাই।"

লোকটা হতাশ ও ক্লান্তভাবে বসিয়া পড়িল। বিকৃত স্বরে বলিল, "মহারাজ কুমার,—আপনার নিজের ভালোর জন্যই বলিতেছি, আপনি আমাকে এইখানে রাখিয়া যান। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আপনার আমায় না দেখাই ভাল। আমাকে ছেড়ে দিন——ছেড়ে দিন——"

কুমার ক্রোধে বলিলেন, "আমি তোমায় ছাড়িতেছি না,—শীঘ্র ওঠ,—না হইলে তুলিয়া লইয়া যাইব।"

সেই লোকটা বলিল, "কুমার—সুড়ঙ্গ পথ এখনই জোয়ারের জলে পূরিয়া যাইবে—তখন এখান হইতে যাইবার আর উপায় নাই। তখন এ ঘরও জলে ডুবিয়া যায়—তখন আর রক্ষা পাইবার উপায় থাকিবে না। যান—যান—শীঘ্র—যান—আমাকে এখানে মরিতে দিন,—আমার মরণই ভাল।"

কুমার কোন কথা বলিলেন না,—তিনি শিশুর ন্যায় সেই লোকটাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। বাহিরের ঘরে আনিয়া তাহাকে নাবাইলেন,—সে মাটিতে মুখ ঢাকিয়া শুইয়া পড়িল।

কুমার তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া বলিলেন, "তুই কে বল ?"

সে উত্তর দিল না। তিনি তখন সবলে তাহার গলা ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন,—তৎপরে সহসা মস্তকে বজ্রাঘাত হইলে, মানুষের যেরূপ হয়,—কুমারেরও ঠিক তাহাই হইল। তিনি কম্পিত পদে স্তম্ভিত ভাবে কয়েকপদ সরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার কণ্ঠ হইতে অস্পষ্ট ভাবে ধ্বনিত হইল, "কি সর্ব্বনাশ সুদর্শন।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রভু ও ভৃত্যে।

কুমার কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন,—সুদর্শন তখন আর লুকান বৃথা ভাবিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,—উভয়ে উভয়ের দিকে কিয়ৎক্ষণ নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। প্রথমে কুমার কথা কহিলেন, বলিলেন, "সুদর্শন,—তোমার অসুখ হইয়াছে ?"

সুদর্শন আর সে সুদর্শন নাই। তাহার চক্ষু গহ্বরে বসিয়াছে,—তাহার দেহ কঙ্কালে পরিণত হইয়াছে,—সে প্রায় দাঁড়াইতে পারিতেছে না। সে কাতরে বলিল, হাঁ,—মহারাজ, আমার অসুখ হইয়াছে,—দেখিতেছেন না,—আমার কি দশা হইয়াছে। আপনি—আপনি—এখানে আসিয়াছেন কেন ? আমি কি শান্তিতে মরিতেও পাইব না।"

কুমার বলিলেন, "আমি তোমার সন্ধানে এখানে আসি নাই। বাবার কতকগুলি কাগজের সন্ধানে আসিয়াছিলাম। আমার বাড়ীতে আমার অজ্ঞাতে কে লুকাইয়া আছে,—তাহাই দেখিবার জন্য আমি তোমার পেছনে পেছনে ছুটিয়া আসিয়াছিলাম। তুমি এখানে কেন?"

"এখানে কেহ আমার সন্ধান পাইবে না বলিয়া আসিয়াছিলাম।"

"আমার মা তোমায় স্থান দিয়াছে কেন?"

"সে আমার মা?"

"তোমার মা?"

"হাঁ,—বিশেষ রাণী তাহাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন।"

"রাণী!"

কুমারের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল,—তবে—তবে—তাঁহার মাও এই ভয়াবহ ব্যাপারে জড়িত!—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ছুটিল। তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "হাঁ,—এখন বুঝিয়াছি, তোমার চেহারা আমার মাকে দেখিয়া মনে পড়িয়াছিল,—তখন মনে করিতে পারি নাই। তুমি এখানে লুকাইয়া আছ জানিলে, হয়তো আমি সন্ধান লইতাম না। যাহা হউক, যখন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছে,—তখন এানি শুনিতে চাহি,—সেই রাত্রের ব্যাপার।"

"মহারাজ—কুমার—এ কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না,—আপনার ভালর জন্যই বলিতেছি। আপনি আমাকে খুনি মনে করেন করুন,—আমাকে এই জলার ভিতর ফেলিয়

দিতে চান,—দিন,—আমি প্রাণ থাকিতে কোন কথাই বলিব না। আমি মহারাজের হে রকম চাকর নই।”

“তোমার নামে ওয়ারেণ্ট আছে,—আমি তোমায় ধরিয়ে দিতে পারি,—তা তুমি জান?”

“জানি—ধরিয়ে দিলে, আমার ফাঁসি হবে,—তাও জানি।”

কুমার কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন, “চল এখান থেকে। এ সুড়ঙ্গপথের কথা কে তোমায় বলিল?”

“মহারাজ নিজে। তিনি গোপনে নির্জ্জনে থাকিবার জন্য এ জলার মধ্যে এই ঘর বানাইয়াছিলেন,—তিনিই এ সুড়ঙ্গ তয়ের করেন —”

তৎপরে সহসা কান তুলিয়া বলিল, “কুমার—ঐ শোন—ঐ শোন—আমি আজ যথার্থই খুনি হইলাম,—তোমায় এখানে এনে প্রাণে মরিলাম!”

কুমার বিস্মিতভাবে বলিলেন, “কি হইয়াছে—অমন করিতেছ কেন?”

“মহারাজ,—জোয়ারের সময় সুড়ঙ্গ পথ জলে ডুবে যায়,—এ বাড়ীর চারিদিকেই জলা,—এখন বাড়ীটা বসে গেছে,—তাই জোয়ারের সময় এ বাড়ীও এখন জলে ডুবে যায়—ঐ শোন—ঐ শোন—বান আস্‌চে—আর রক্ষা নাই!”

কুমার ভীত ভাবে বাহিরে আসিলেন, দেখিলেন,—যথার্থই প্রবলবেগে বান আসিতেছে,—বানের জল প্রবলবেগে সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে,—আর সুড়ঙ্গ পথে গৃহে ফিরিবার উপায় নাই। তিনি ভগ্ন স্তূপে উঠিয়া দেখিলেন,—চারিদিকেই জলা, এটী এই জলার মধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপ মাত্র,—দূর হইতে

শত হস্ত উচ্চ হইয়া, ঘোর রোলে বাণ আসিতেছে,—এখনই—এ দ্বীপও ডুবিয়া যাইবে,—এখনই জল গৃহমধ্যে আসিতে আরম্ভ হইয়াছে!

তিনি গৃহমধ্যে আসিয়া দেখিলেন হাটু পর্য্যন্ত জলে দাঁড়াইয়া সুদর্শন কাঁপিতেছে,—তাহার আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা একেবারেই নাই। তিনি তাহাকে একরূপ টানিয়া বাহিরে আনিলেন,—তৎপরে টানিয়া ভগ্ন স্তূপের উপর তুলিলেন, বলিলেন, "এখানে জল আসিবার বিলম্ব আছে,—এখানেও যদি জল আসে—আমি সাঁতার দিব,—বাগানটা কতদূর।"

"আদ ক্রোষ।"

"গ্রাম।"

"প্রায় এক ক্রোষ!"

"যাই হউক—আমি সাঁতার দিব,—হয়তো বাগানে বা গ্রামে পৌছিতে পারিব।"

"জলে কেবল গাছপালা;—সাঁতার দেবার যো নেই—তারপর ঐ বান।"

"দেখা যাইবে,—হয়তো আমরা দুজনেই ডুবিয়া মরিব—সে জন্য আমি তোমায় দোষ দিবনা,—তুমি ইচ্ছা—করিয়া এখানে আস নাই। এ সময়ে আমি তোমায় সেদিনের কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি। আমি সাঁতার দিয়া বাঁচিতে পারি, || তুমি তাহা পারিবে না,—তোমার শরীরের সে অবস্থা নয়,—তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি সে রাত্রে কি হইয়াছিল,—সব আমায় বল। এ সময়ে না, বলিও না।"

সুদর্শন কম্পিত স্বরে বলিল, "মহারাজ আবার বলিতেছি,

আপনি এ কথা বলিবার জন্য আমায় জেদ করিবেন না। সে সব কথা শুনিলে এ জীবনে আপনি আর কখনও সুখী হইতে পারিবেন না। আমি যাহা জানি,—আমার মরণের সঙ্গে সঙ্গে তাহাও মরিতে দিন।"

কুমার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "সে যাহাই হউক—আমি শুনিব,—আমি শুনিতে চাহি।"

"তবে শুনুন—আমার দোষ নাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব কথা!

সুদর্শন আর কোন কথা না বলিয়া, পূর্ব্ব কথা আরম্ভ করিল। কুমার নীরবে শুনিতে লাগিলেন। এদিকে বাণের জল ধীরে ধীরে তাহাদের বেষ্টন করিতে লাগিল।

সুদর্শন বলিল, "আপনি তো জানেন আমি ছেলে বেলা হতে মহারাজার খানসামা। তিনি একুশ বৎসর বয়সে বিষয় সম্পত্তি পেয়ে, তার পরেই দু-তিন বছর পশ্চিমে বেড়াতে যান। আমি তাঁর সঙ্গে যাই,—আর কেহ তাঁর সঙ্গে ছিল না। আমরা পশ্চিমের নানা যায়গায় ঘুরিয়া শেষ মথুরায় আসি। এ মথুরা আসাই কাল হইল।

এইখানে রঙ্গলাল বাবু বলিয়া একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি পশ্চিমে থাকিয়া প্রায় পশ্চিমে লোক হইয়া গিয়াছিলেন,—তাঁহার স্ত্রী ছিল না,—কেবল দুই যমক মেয়ে ছিল। তাদের দুজনকে প্রায় এক রকম দেখিতে—দুজনেই খুব সুন্দর। পশ্চিমে বর জোগাড় করিতে না পারায়, দুই

মেয়ের পনের ষোল বৎসর বয়স হওয়ায় রঙ্গলাল তাহাদের বে দিতে পারে নাই। বিশেষতঃ রঙ্গলালের মত জাল জালিয়াত জুয়াচোর সে দেশে আর কেউ ছিল না,—তাহার অসাধ্য কাজ কিছুই ছিল না। তাহাকে সকলেই চিনিত,—কেবল আমরাই তাহার কুকীর্ত্তি জানিতাম না। আমরা বিদেশীলোক কেমন করিয়া জানিব।

মহারাজের সঙ্গে ইহার আলাপ হয়,—ক্রমে খুব বন্ধুত্ব হয়,—মহারাজ সব সময়েই তার বাড়ী যাইতেন। পরে আমি বুঝিলাম, মহারাজা রঙ্গলালের মেয়েকে ভালবাসিয়াছেন,—তাহাকে বে করিবার জন্য পাগল হইয়াছেন। তবে তাঁহার মত লোক, রঙ্গলালের মত লোকের মেয়েকে বে করিবে লোকে বলিবে কি?

এই দুই মেয়েরে একজনের নাম মলিনা আর একজনের নাম সলিনা। তাহারা দুইজনেই, মহারাজাকে বে করিতে ব্যগ্র হইয়াছিল,—তবে মলিনার একটা সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছিল,—আর মহারাজাও তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি সলিনাকে বে করিতেই ব্যগ্র হইয়াছিলেন।

তবে তিনি প্রকাশ্যে বে করিতে সাহস করিলেন না,—একদিন কোন ছুতায় রঙ্গলালকে তিনি আগ্রায় পাঠাইয়া দিয়া একটী মথুরার আলাপি লোকের বাড়ী গোপনে সলিনাকে বে করিলেন,—আমিও সে কথা তখন জানিতাম না।

রঙ্গলাল মহারাজের গোলাম হইয়াছিল,—তিনিও তাঁহাকে অনেক টাকা দিতে ছিলেন,—কিন্তু রঙ্গলাল ইহাতেও সন্তুষ্ট

না হইয়া তাঁহার নাম জাল করিয়া,—মাড়োয়ারিদের গদি হইতে অনেক টাকা লইতেছিল। একদিন একজন মাড়োয়ারি টাকার তাগাদা করিলে, মহারাজ সবই—জানিতে পারিলেন। "এত টাকা দিতেছি—তবুও এ কাজ,—আমার সর্ব্বনাশ—করিতেছ?" মহারাজ রাগে পাগলের মত হইয়া রঙ্গলালের বাড়ী চলিলেন,—আমি তাঁহার তখনকার ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, আজ কি একটা সর্ব্বনাশ হয়,—তাহাই শেষ হইল।

তিনি রঙ্গলালকে এ কথা বলিলে সে অস্বীকার করিল,—উভয়ে খুব ঝগড়া বাড়িল,—সেই ঝগড়ার মুখে মহারাজ তাঁহার বের কথা বলিয়া ফেলিলেন। এই সময়ে সেইখানে নলিনা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "বাবা—বাবা—ওর কথা শুন না,—ও জুয়াচোর,—বদমাইস,—পাজি—ঐ টাকা নিয়েছে,—এখন তোমার নামে দোষ দিচ্চে?"

"তবে রে পাজি!"

এই বলিয়া রঙ্গলাল পা হইতে জুতা খুলিয়া সজোরে মহারাজার মুখে মারিল। মহারাজা রাগে জ্ঞান হারাইলেন, বাঘের মত রঙ্গলালকে ধরিলেন,—আমি সঙ্গে ছিলাম,—ছুটিয়া তাঁহাকে ধরিতে গেলাম,—কিন্তু তাঁহারা দুইজনই মাটিতে পড়িয়াছিলেন। যখন আমি মহারাজকে তুলিলাম,—তখন আমার প্রাণ শুকাইয়া গেল,—দেখি রঙ্গলালের চোখ বাহির হইয়া পড়িয়াছে—সে মরিয়া গিয়াছে?"

কুমার সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, "কি ভয়ানক—আমার বাবা খুন করিয়াছিলেন।"

"হাঁ—সেই জন্যই বলিতেছিলাম, মহারাজ এ সব কথা

আপনি শুনিবেন না। আপনার জেদাজেদিতে বলিতেছি,—আমার দোষ নাই।"

"আমি সব শুনিতে চাই।"

"এই সময়ে সেইখানে সলিনা আসিয়া উপস্থিত হইল,—সে তাহার পিতাকে মৃত দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, তুমি আমার বুড়ো বাপকে খুন করেছ,—দূর হও—আমার সম্মুখ থেকে, আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না। ভগবান তোমার দণ্ড দেবেন—আমার কাছে এস না। দূর হও—দূর হও——"

তাহাই হইল। আমরা মথুরা হইতে পালাইলাম। কেবল পুলিশকে অনেক টাকা দেওয়ায় তাঁহারা খুন লুকাইয়া ফেলিল,—রঙ্গলাল হঠাৎ হৃদরোগে মরিয়াছে বলিয়া তাহাকে জ্বালাইয়া দিল। আমরা সেই দিনই মথুরা হতে কলিকাতায় আসিলাম। কিন্তু সেই পর্য্যন্ত মহারাজা সুখী হন নাই। কবে মলিনা, সলিনা, তাঁহাকে ধরাইয়া দেয়,—এই ভয়ে তিনি সব সময় শঙ্কিত থাকিতেন।

প্রায় এক বৎসর পরে আমি জানি না, তিনি কেমন করে জান্‌তে পেরেছিলেন যে সলিনা মারা গিয়াছে,—তাহার পর তিনি আপনার মাকে বে করেন।

তারপর তিরিশ বৎসরের মধ্যে আর কোন গোল হয় নি। মহারাজা বোধ হয় মথুরার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। তারপর নাচের রাত্রে একটা লোক একখানা চিঠি দিয়ে যায়,—তিনি চিঠি পেয়েই বাড়ীর বার হয়ে যান। কিন্তু আমি সে চিঠির খামের হাতের লেখা দেখেই চিনিতে পারিয়াছিলাম,—সে তাহার স্ত্রী সলিনার

হাতের লেখা। সলিনা অনেকদিন মরিয়া গিয়াছে,—তবে কে এ চিঠি লিখিল,—তাহা হইলে, সে মরে নাই,—বাঁচিয়া আছে? আমার বোধ হইল যেন, আমার মাথায় বাজ পড়িল,—আমি মহারাজের হুকুমে গাড়ী ডাকিতে ছুটিলাম। গাড়ী আসিলে, তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

তাড়াতাড়িতে চিঠিখানা ফেলিয়া গিয়াছিলেন,—আমি কুড়াইয়া লইয়া লুকাইয়া রাখি,—এখনও সে চিঠি আমার কাছে আছে,—আমার সঙ্গে আজ যাবে?"

"চিঠিতে কি ছিল?"

"এই,—সলিনা লিখিতেছে, সে মরে নাই,—তাহার মিথ্যা মৃত্যু খবর দিয়াছিল,—এতদিনে তাহার পিতার খুনিকে দণ্ড দিবার সময় আসিয়াছে,—কাল সকলের সম্মুখে তাঁহাকে খুনি, লম্পট, বদমাইশ, বজ্জাত বলিয়া প্রচার করিবে,—তখন তাঁহার আর মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না।

পরদিন সলিনাকে মৃত পাওয়া যায়, মহারাজ সে রাত্রে তাহার বাড়ী গিয়াছিলেন।"

কুমারের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল,—তিনি অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, "সুদর্শন,—সুদর্শন,—না,—এ কখনই সত্য নয়! অসম্ভব,—অসম্ভব।"

"আমি সেই রাত্রেই গিয়াই, তাহাকে দেখিয়াছিলাম। তাহার বুকে যথার্থই মহারাজার ছোরা ছিল।

আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া,—মহারাজার ঘরে গিয়া দেখি, সর্ব্বনাশ হইয়াছে,—মহারাজাও খুন হইয়াছেন, তখন আমি ছুটিয়া গিয়া, রাণীকে সব কথা বলি। তাঁহার

তখনকার কথা আর বলিব না,—এখনও ভাবিলে, বুক ফেটে যায়।

আমি কি করিব? আমিই একা কেবল জানি, মহারাজা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া, সলিনার কাছে গিয়াছিলেন,—পুলিশের হাতে পড়িলে, সব কথা বলিয়া ফেলিব। তাহা হইলে, মহারাজার নামে লোক ছি ছি করিবে,—তাহাই আমি পলাইয়া এখানে আসিয়া আছি। লোকে আমায় খুনি মনে করে,—করুক,—আমার ফাঁসি হয়,—হউক,—মহারাজের নামে কলঙ্ক হইতে দিব না।"

কুমার স্পন্দিতকণ্ঠে বলিলেন, "সুদর্শন! তোমার মত চাকর হয় না। যথার্থই তুমি প্রভুভক্ত,—ভগবান তোমাকে পুরস্কার দিবেন।"

* * * *

তাঁহারা যে ভগ্নস্তূপে বসিয়াছিলেন,—এই সময়ে সহসা বাণের এক বৃহৎ তুফান আসিয়া ভগ্নস্তূপে লাগিল। কি হইতেছে, বুঝিবার পূর্ব্বেই সেই তুফানের প্রবল আঘাতে স্তূপ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল,—কুমার ও সুদর্শন উভয়েই জলমগ্ন হইলেন।

যখন কুমার ভাসিয়া উঠিলেন,—তখন তিনি আর সুদর্শনকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি নিকটস্থ একটা গাছ ধরিলেন, বামহস্তে জুতা জামা খুলিয়া ফেলিলেন,—কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আর এক বৃহৎ তুফান আসিয়া,—তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল।

তিনি প্রথমে সাঁতার দিবার চেষ্টা পাইলেন,—কিন্তু এই

জলার জল জঙ্গলে পূর্ণ,—সাঁতার দিবার একেবারেই উপায় নাই। তাহার উপর বাণের তুফান—তুফানের উপার তুফান, তাঁহার উপর আসিয়া পড়িতেছিল,—তিনি প্রবলবেগে ভাসিয়া যাইতেছিলেন। একবার চারিদিকে চাহিলেন,—দেখিলেন, যতদুর দৃষ্টি যায়,—কেবলই জল,—কেবলই জল। কোনদিকে স্থল দেখা যায় না,—এই সমুদ্র ন্যায় জল, সাঁতার দিয়া উত্তীর্ণ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

ক্রমে তিনি ক্লান্ত হইয়া উঠিলেন। ক্রমে তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল,—ক্রমে তাঁহার জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল,—তিনি চারিদিকে এক অভূতপূর্ব্ব আলোক দেখিতে লাগিলেন।

তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার মৃত্যু আসন্ন,—কোনদিকেই স্থল নাই,—তাঁহার রক্ষা পাইবার আশা নাই। এখন মৃত্যু যত শীঘ্র হয়, ততই ভাল।

চারিদিকে এক অনির্ব্বচনীয় আলোক,—তাঁহার মস্তিষ্কে শত শত বাদ্যধ্বনি ধ্বনিত হইতে লাগিল। ক্রমে ধীরে ধীরে সে আলোক নিবিয়া গেল,—তাহার পর ঘোর অন্ধকার, তাহার পর আর কিছুই জ্ঞান নাই।

তৃতীয় খণ্ড।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হাসির কথা।

সমরেন্দ্র বাবু কন্যা লইয়া, কলিকাতা হইতে পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছেন।

তিনি চুনারে একটী ক্ষুদ্র বাঙ্গালা ভাড়া করিয়া বাস করিতেছিলেন। তিনি চুনারের কাহারও সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন না। বাড়ীর বাহির হইতেন না। বেড়াইতে হইলে, তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র বাগানেই বেড়াইতেন।

হাসি সুখী নহে। একে বাপ এইরূপ,—তিনি সর্ব্বদাই বিষণ্ণ,—সর্ব্বদাই চিন্তিত,—সর্ব্বদাই চুপ করিয়া থাকিতেন,—এমন কি মেয়ের সঙ্গেও অধিক কথা কহিতেন না। মেয়ে বয়স্থা হইয়াছেন,—তবুও তিনি একবার মেয়ের বিবাহ দিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করেন না।

হাসি সুখী নহে। সে যেদিন কুমার শৈলেন্দ্রকে

দেখিয়াছিল,—সেইদিন হইতে সে সুখী নহে। সে তাঁহাকে ভুলিতে পারে নাই। কুমারের মূর্ত্তি তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে।

পিতাও তাহার সহিত কথা কহেন না,—এ অবস্থায় সে যে নীরবে দিনরাত্রি কুমারের কথা ভাবিবে—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

তবে ইহাও তাহার সর্ব্বদা ভাল লাগিত না। সে সময় সময় নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিত। দিনের পর দিন একভাবে তাহার জীবন যাইতেছে,—আহার,—নিদ্রা,—চিন্তা, এ অবস্থায় কেহ কখনও সুখী হইতে পারে কি?

সহসা তাহার জীবনে একটু নূতনত্ব ঘটিল। সহসা একদিন তাহার পিতা বলিলেন, "একটী বড়লোকের ছেলে তাঁহার মাষ্টারকে সঙ্গে লইয়া, এখানে বেড়াইতে আসিয়াছেন,—আমি তাঁহাদের এখানে রাত্রে খাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছি। অঘোরও আসিবে। খাবার-দাবার যেন ঠিক হয়।"

হাসি একটু বিস্মিত হইল। সে তাহার পিতাকে আর কখনও কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে দেখে নাই। আজ হঠাৎ তাহার পিতার এ পরিবর্ত্তন ঘটিল কিরূপে, সে তাহা ভাবিয়া পাইল না। সে আহারাদির বন্দোবস্তে নিযুক্ত হইল, কতকটা কাজে মগ্ন হইয়া, সে হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপলব্ধি করিল।

রাত্রে রণেন্দ্র তাঁহার মাষ্টারের সহিত, তাহাদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একটু পরে অঘোর বাবুও আসিলেন। রণেন্দ্র তাঁহার বাড়ীতেই বাসা লইয়াছিলেন।

তাঁহার বয়স অষ্টাদশের অধিক নহে,—তিনি সুপুরুষ,—দেখিলেই বড়লোকের ছেলে বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার মুখ দেখিলেও, তাঁহাকে নিতান্ত সরলচিত্ত, অতি সদাশয় যুবক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

মাষ্টারটী সেরূপ নহে। তাঁহার বয়স হইয়াছে,—বোধ হয়, ষাট বৎসরের কম নহে। মাষ্টার হইলে, যাহা হয়, তিনিও ঠিক তাহাই। সাংসারিক-জ্ঞানের তাহাতে বিশেষ অভাব। তবে দেখিলেই, ভালমানুষ বলিয়া বোধ হয়।

তাঁহাদের আসিবার একটু পরেই, অঘোর বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিলেই,—বিশেষতঃ তাঁহার চোখ দেখিলে,—তাঁহাকে বিশেষ ধূর্ত্ত লোক বলিয়া বুঝিতে কষ্ট হয় না। অঘোর বাবু কোন কাজকর্ম্ম করিতেন না,—অথচ বড়লোকের মত থাকিতেন,—তাঁহায় কিসে চলিত,—তাহা কেহ জানিত না। গাড়ীর সময় তিনি সর্ব্বদাই ষ্টেশনে আছেন। প্রায়ই নানা বড়লোককে বিশেষ সমাদরে আমন্ত্রণ করিয়া,—দুই-চারিদিন নিজের বাড়ী আনিয়া রাখিতেন,—সকলেই তাঁহার সমাদরে বিশেষ প্রীত হইতেন,—তবে তাঁহার বাড়ী হইতে বিদায় হইয়া, তাঁহার সম্বন্ধে কি বলিতেন,—তাহা বলা যায় না।

সমরেন্দ্র বাবু কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"এটী আমার কন্যা,—এটীই আমার জীবনের অবলম্বন।

রণেন্দ্র লজ্জিত হইয়া, হাসির দিকে চাহিতে পারিলেন না। মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "বেশ মেয়েটী,—বিবাহ এখনও দেন নাই?"

"না,—ভাল পাত্র পাই' নাই বলিয়াই, এখনও বিবাহ দিতে পারি নাই।"

"রণেন্দ্র! তুমি হাসির সঙ্গে কথা কও,—আমি মাষ্টার মহাশয়কে আমার বই দেখাই।"

তাঁহারা দুইজনে চলিয়া গেলেন। রণেন্দ্র ও হাসি, উভয়েই অবনতমস্তকে বসিয়া রহিলেন। পরে রণেন্দ্র ধীরে ধীরে বলিলেন, "চুনার জায়গাটী বেশ!"

হাসি সলজ্জভাবে বলিল, "আপনি কতদিন এখানে থাকিবেন?"

"বেশীদিন নয়। আমি বেড়াইতে বাহির হইয়াছি,—দুই-চারিদিন এখানে থাকিয়া, এলাহাবাদে যাইব।"

এই সময়ে অঘোর বাবু আসিয়া বলিলেন, "আসুন,—রাত হ'য়েছে।"

রণেন্দ্র বলিলেন, "আপনি এগুন,—আমি মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে একটু পরে যাইতেছি।"

অঘোর বাবু কষ্টে নিজ বিরক্তিভাব দমন করিলেন। বলিলেন, "রাত করিবেন না।"

রণেন্দ্র কথা কহিলেন না,—অগত্যা অঘোর বাবু চলিয়া গেলেন।

তিনি প্রস্থান করিলে, হাসি বলিল, "আপনার সঙ্গে ইহার আলাপ হইল কিরূপে?"

"ষ্টেশনে। ভারি ভদ্রলোক,—কিছুতেই ছাড়িলেন না,—বাড়ীতে আনিলেন,—না হলে, আমাদের এখানে নাবিবার ইচ্ছা ছিল না,—ইনি ছাড়িলেন না।"

"ইঁহার সঙ্গে বড় মিশিবেন না।"

"কেন? খুব ভদ্রলোক——"

"হতে পারেন,—আমি ওঁকে পছন্দ করি না।"

"কেন? খুব ভদ্রলোক——"

"তাস,—প্রেমারা খেলিতেছেন তো?"

"হাঁ,—মধ্যে মধ্যে খেলি——"

"আর অঘোর বাবু জিতিতেছেন——"

"তাতে তাঁহার দোষ নাই,—আমি ভাল খেলিতে জানি না।"

এই সময়ে ভৃত্য আসিয়া বলিলেন, "একটী ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করিতে চান।"

রণেন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "ভদ্রলোক,—এত রাত্রে,—এখানে,—কে তিনি,—বাঙ্গালী?"

"হাঁ,—বাঙ্গালী,—এই নাম লিখিয়া দিয়াছেন,—বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন।"

এই বলিয়া, সে একখানা কাগজ তাঁহার হাতে দিল। কাগজখানি দেখিয়া, রণেন্দ্র বিস্ময়সূচক শব্দ করিয়া উঠিলেন, একটু বিরক্তও হইলেন। বলিলেন, "আমার মামা আসিয়াছেন,—এখন যাই,—আবার দেখা করিব।"

হাসি কেবলমাত্র বলিল, "আসিবেন।"

রণেন্দ্র সত্বর বাহিরের দিকে চলিলেন। লোকটা কে দেখিবার জন্য হাসিও জানালার নিকট আসিল,—সে রণেন্দ্রকে বাহিরে দাঁড়াইয়া, অপর এক ব্যক্তির সহিত কথা কহিতে শুনিল,—কিন্তু সেই লোক গাছের আড়ালে থাকায়,—সে তাহাকে দেখিতে পাইল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মামা ও ভাগিনেয়।

হাসি তাঁহাদের উভয়কে স্পষ্ট দেখিতে পাইল না বটে,—কিন্তু তাঁহাদের কথা বেশ শুনিতে পাইল। সে শুনিল, রণেন্দ্র বলিতেছেন, "মামা! এখানে? কোথা থেকে?"

"এলাহাবাদে শুনিলাম,—তুমি এখানে আসিয়াছ,—তাহাই আসিয়াছি।"

"মার পত্রে জানিয়াছিলাম,—মামা তুমি নাকি ডুবিয়া মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছ?"

"হাঁ,—কতকটা বটে।"

তাঁহার গলার স্বর শুনিয়া, হাসির সর্ব্বাঙ্গ প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। যাঁহার মূর্ত্তি সে দিন রাত্রি হৃদয়ে পূজা করিতেছিল,—তিনি—তিনি—তিনি কি এখানে আসিয়াছেন? অসম্ভব। তিনি চুনারে আসিবেন কিরূপে? কিন্তু সেই স্বর,—সেই গলা। যে স্বর তাহার কাণে সর্ব্বদাই ধ্বনিত হইত,—সে কি সে স্বর,—সে গলা ভুলিতে পারে? সে শুনিল, কুমার শৈলেন্দ্র বলিতেছেন, "বলিবার মত বেশী কিছু নাই। বাবা পলতায় একটা বাগানবাড়ী করিয়াছিলেন,—মধ্যে মধ্যে সেখানে যেতেন;—তবে দশ বার বৎসর মোটে সেখানে যান নি। বাড়ীটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—বাগানটাও জঙ্গল হইয়া গিয়াছে,—আমি বাবার কতকগুলি কাগজ-পত্রের জন্য সেখানে যাই,—সেই বাড়ীতে একটা সুড়ঙ্গপথ আছে, সেটা কোথায় গিয়াছে, দেখিতে যাই। দেখি, সেটা একটা

দ্বীপে বাহির হইয়াছে,—কিন্তু সেই দ্বীপ আর সেই সুড়ঙ্গপথ জোয়ারের সময় ডুবিয়া যায়।" আমি একটা লোকের সঙ্গে সেই দ্বীপে উপস্থিত হইলে, বাণ আসে,—সেই বাণে আমরা দুইজনেই জলার ভিতর ভাসিয়া যাই।"

"কি ভয়ানক!"

"অনেকক্ষণ সাঁতার দিয়াছিলাম, কিন্তু তারপর সাঁতার দিতে পারি নাই। হাত পা সব অবশ হইয়া আসিয়াছিল, তারপর আমার আর জ্ঞান ছিল না।"

"তারপর?"

"তারপর যখন জ্ঞান হইল, দেখি, বাণে আমাকে ভাসাইয়া ডাঙ্গায় আনিয়া ফেলিয়াছে,—যাহা হউক, একরকম প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়াছিলাম।"

"আর সেই লোকটা?"

"সেও ভাসিয়া যাইতেছিল,—সৌভাগ্যক্রমে একখানা জেলের নৌকা তাহার কাছ দিয়া যাইবার সময়, তাহাকে দেখিতে পায়। জেলেরা তাহাকে তাহাদের নৌকায় তুলিয়া লইয়াছিল, না হ'লে, তার বাঁচিবার কোন আশা ছিল না।"

"যাহা হউক, বেঁচে গেছেতো?"

"হাঁ,—তবে শয্যাগত এখনও আছে।"

"তারপর দাদা মহাশয়ের বিষয় কোন কিছু হইল? খানসামাটা ধরা পড়িয়াছে?"

"না,—সে যে, ধরা পড়িবে বলিয়া, বোধ হয় না।"

"পুলিস চিরকালই গাধা!"

"যাক,—ও সব কথা,—আমি তোমাকে একটা কথা বলিতে আসিয়াছি।"

"কি বল?"

কুমার যাহা বলিলেন,—তাহা হাসি শুনিতে পাইল না। তবে রণেন্দ্রের কথা স্পষ্ট শুনিতে পাইল। তিনি গলা উচ্চে তুলিয়া, বিরক্তভাবে বলিলেন, "মামা! তুমি কি আমাকে ছেলেমানুষ বা গাধা ঠাওরাও,—আমাকে ঠকান সহজ নয়, তার উপর আমার মাষ্টার মহাশয় আছেন। তুমি আলাপ করিলেই দেখিতে পাইবে, তিনি বড় ভদ্রলোক। তুমি যাহা শুনিয়াছ,—সব মিথ্যা কথা।"

"তা হ'তে পারে,—কিন্তু তোমার চেয়ে আমার বয়স বেশী,—তোমার চেয়ে আমি জগতের অনেক বেশী দেখেছি। এই অঘোর বাবুর বিষয় যাহা শুনিয়াছি,—তাহাতে তাঁহাকে ভাল লোক বলিয়া বোধ হয় না। তোমার ইহার বাড়ীতে যাওয়াই ভাল হয় নি। তুমি এই লোকটার বাড়ী গিয়াছ শুনিয়াই, আমাকে এখানে ছুটিয়া আসিতে হইয়াছে। তোমার মা, তোমার সন্ধান লইতে আমায় বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন।"

"মা আমায় চিরকালই খোকা মনে করেন।"

"যাক,—কালই চল এলাহাবাদে।"

"এত তাড়াতাড়ি কি?"

"এ কার বাড়ী?"

"বড় ভদ্রলোক,—এখানে আমার আজ খাবার নিমন্ত্রণ ছিল।"

"এর নাম——আপনি?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অদ্ভুত কথা।

রণেন্দ্র বিস্মিত হইয়া ফিরিলেন। দেখিলেন, সমরেন্দ্র বাবু তাঁহাদের নিকটে আসিয়াছেন,—তিনিও কুমারকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন,—তাঁহার মুখ শুখাইয়া গিয়াছে, কুমারও বিস্মিতভাবে নিস্পন্দপ্রায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। উভয়ের কাহারও মুখেই কথা নাই।

রণেন্দ্র তাঁহাদের উভয়ের এই অদ্ভুত ভাব দেখিয়া, বিস্মিত হইয়া, একবার কুমারের মুখের দিকে,—আবার সমরেন্দ্র বাবুর মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন,—তৎপরে বলিয়া উঠিলেন, "ব্যাপার কি? তোমরা কি ভূত দেখিয়াছ?"

এই কথায় কুমারের যেন সংজ্ঞা হইল,—তিনি তাঁহার হৃদয়ের ভাব উপশমিত করিয়া বলিলেন, "আপনি এখানে আছেন, জানিতাম না।"

সমরেন্দ্র বাবু বলিলেন, "হাঁ,—এ জায়গাটা ভাল ব'লে, এখানে আসিয়া আছি,—আসুন,—বাহিরে কেন?"

তখন তাঁহারা তিনজনে গৃহমধ্যে আসিলেন। হাসি, তাহার পিতা কুমারকে দেখিয়া, ওরূপ বিচলিত কেন হইয়াছিলেন,—তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারিল না,—তবে সে জানে না, কেন সে হৃদয়ে বড় বেদনা অনুভব করিল। তাহার অনিচ্ছাসত্বেও সে বিমনা হইয়া, সেই জানালায় দাঁড়াইয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সে দেখিল, মাষ্টার মহাশয়ের সহিত কুমার ও রণেন্দ্র বাহির হইয়া আসিলেন,—তাহার পিতা তাঁহাদের দরজা পর্য্যন্ত দিতে আসিলেন। কিন্তু তাঁহারা চলিয়া গেলে, তিনি বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন না,—বাহির হইয়া, সেই জানালার কাছে আসিয়া দাড়াইলেন। পাছে তাহাকে দেখিতে পান,—ভয়ে হাসি জানালার পশ্চাতে লুকাইল।

এত রাত্রে পিতা বাহিরে কেন? তিনি যেন কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। কে সে? কুমার কি ফিরিয়া আসিবেন? হয়তো তাঁহার সহিত পিতার কোন কথা আছে,—হয়তো সে কথা রণেন্দ্রের সম্মুখে বলিতে পারিবেন না বলিয়া, তিনি কুমারকে, রণেন্দ্রকে বিদায় করিয়া, ফিরিয়া আসিতে বলিয়াছেন।

হাসি যাহা ভাবিয়াছিল,—তাহাই ঘটিল। সে দেখিল, কুমার ফিরিয়া আসিতেছেন। তাহার কৌতুহল আরও বৃদ্ধি হইল,—সে তাঁহাদের কথোপকথন শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

তিনি নিকটে আসিলে, সমরেন্দ্র বলিলেন, "এখন কি বলিবেন বলুন,—এখানে আর কেহ নাই।"

"আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি।"

"বলুন,—উত্তর দিবার হইলে, নিশ্চয়ই উত্তর দিব।"

"আপনি, আমি যা জিজ্ঞাসা করিব, তাহার উত্তর অনায়াসেই দিতে পারেন। আপনার উত্তরের উপর অনেক বিষয় নির্ভর করিতেছে।"

"বলুন ?"

অনেকদিনের কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি,—প্রায় তিরিশ বৎসর হইল,—আপনি কি সে সময়ে মথুরায় ছিলেন ?"

"হাঁ,—ছিলাম।"

"আপনি সুধীর বাবু বলিয়া, একটী লোককে চিনিতেন ?"

"চিনিতাম।"

"তাহার মলিনা ও সলিনা বলিয়া দুইটী মেয়ে ছিল ?"

"হাঁ,—ছিল।"

"আপনি——"

"হাঁ,—আমি মলিনাকে বিবাহ করিয়াছিলাম,—তোমার বাবা গোপনে সলিনাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।"

কুমার কয়েকমুহূর্ত্ত নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন,—তৎপরে কম্পিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি—আপনি—কি জানেন,—কবে এই সলিনার মৃত্যু হইয়াছিল ?"

সমরেন্দ্র বাবু পূর্ব্বে যেরূপ অবিচারিতভাবে কুমারের প্রশ্নের উত্তর দিতেছিলেন,—এবার তাহা পারিলেন না। তাঁহার মুখ বিশুষ্ক হইল,—তিনি কয়েকমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া, ধীরে ধীরে বলিলেন, "কুমার! মহারাজ! আমি আপনাকে অনুরোধ করি,—এ প্রশ্ন আমায় করিবেন না। এ কথা, আপনার না শোনাই ভাল।"

কুমার সতেজ অথচ দৃঢ়ভাবে বলিলেন, "না,—আমি এ কথা শুনিবই শুনিব। ইহার উপর অনেক বিষয় নির্ভর করিতেছে। আপনি বোধ হয় শুনিয়াছেন, যে রাত্রে আমার

পিতা হত হয়েন,—সেই রাত্রে একটী অপরিচিতা স্ত্রীলোক, মেছুয়াবাজারে খুন হয়?"

"শুনিয়াছি,—জানি।"

"হাঁ,—আপনি জানেন, তাহা আমিও জানি। সেই স্ত্রীলোক যে কে, তাহা পুলিশ কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই,—অথচ আপনি তাহাকে চিনেন না, বলা সত্ত্বেও আপনি নিজের টাকা খরচ করিয়া, তাহার সংকার করিয়াছিলেন।"

সমরেন্দ্র ভীতভাবে বলিলেন, "কে বলিল?"

কুমার বলিলেন, "যেই বলুক, আমি জানি। এখন আমি শুনিতে চাহি,—সেই স্ত্রীলোক কে?"

সমরেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ কোন উত্তর দিলেন না। নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। কুমার আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই স্ত্রীলোক কে?"

এবার সমরেন্দ্র বাবু কথা কহিলেন। ধীরে ধীরে অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কুমার! আপনি যে ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—তাহাতে যেন আপনার এ কথা জানিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে বলিয়া বোধ হয়। নয় কি? তবে আপনার ভালর জন্য বলিতেছি,—এ কথা আপনার শুনিয়া কাজ নাই।"

"আমি আপনার কোন কথাই শুনিব না। আমি শুনিয়াছি, এই স্ত্রীলোককেই বাবা এক সময়ে মথুরায় বিবাহ করিয়াছিলেন,—এই স্ত্রীলোকই কি সেই সলিনা?"

"হাঁ,—সলিনা।"

কুমার নিস্পন্দভাবে কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল,—তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল,—তিনি প্রায় অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, "আপনি—আপনি—তাহা হইলে তাহাকে চিনেন না,—কেন বলিয়াছিলেন ?"

"চিনি বলিলে কি হইত ? কেবল তোমার নামে কলঙ্ক রটিত। ইহাতে কাহারই কোন লাভ হইত না,—অথচ অনর্থক তোমার অনিষ্ট ঘটিত। এইজন্য এ কথা প্রকাশ করি নাই।"

"মেছুয়াবাজারের হত স্ত্রীলোকই যে সেই সলিনা, তাহা আপনি কিরূপে জানিয়াছিলেন ?"

"আমার স্ত্রীর মৃত্যু হইবার কিছুদিন আগে, সে জানিয়াছিল যে, তাহার ভগিনী তখনও বাঁচিয়া আছে,—যাহাতে সে কলিকাতায় গিয়া, তোমার বাবাকে জ্বালাতন না করে,—এই জন্য আমি তাহার সন্ধানে কলিকাতায় আসি——"

"তিনি এতদিন কোথায় ছিলেন ?"

"সুধীর বাবুর মৃত্যুর পর, তিনি সন্ন্যাসিনী হইয়া, বাড়ীর বাহির হইয়া যান,—সেই পর্য্যন্ত তাঁহার আর কোন সন্ধান পাই নাই। কলিকাতায় আসিয়া, তাঁহার সন্ধান করিয়া, আমি জানিতে পারি যে, তিনি মেছুয়াবাজারে আছেন। আমি যখন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাই,—তখন তিনি খুন হইয়াছেন।"

আবার কিয়ৎক্ষণ উভয়ে নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

তৎপরে কুমার অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিলেন, "আপনি—আপনি—কি বলিতে পারেন,—কে—কে—তাঁহাকে খুন করিয়াছে?"

সমরেন্দ্র বাবুর মুখ পাংশুবর্ণ প্রাপ্ত হইল,—তিনি কম্পিতস্বরে বলিলেন, "কুমার! এ সব আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই। এ কথা কেবল আমি জানি,—আর তুমি জানিলে,—আমার মুখ হইতে এ কথা কখনও প্রকাশ হইবে না।"

"তবে কি—তবে কি—আপনি মনে করেন——"

"আমি কিছুই মনে করি না। এ সব কথায় প্রয়োজন নাই,—রাত্রি অনেক হইয়াছে।"

"হাঁ,—আমি চলিলাম। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি।"

সমরেন্দ্র বাবু কথা কহিলেন না। কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "অঘোর বাবু লোকটা কেমন?"

সমরেন্দ্র বাবু কেবলমাত্র বলিলেন, "ভাল নহে।"

কুমার আর কোন কথা না কহিয়া, সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হাসির কথা।

সমস্ত রাত্রি হাসি নিদ্রিত হইতে পারিল না,—একটু তন্দ্রা আসিলেই, সে নানা স্বপ্ন দেখিয়া, চমকিত হইয়া উঠিতে লাগিল,—শেষে আর শুইয়া থাকিতে পারিল না,—ভোর রাত্রে বিছানা হইতে উঠিয়া, বাগানে ফুল তুলিতে বাহির হইল। তাহার মনের কেন এ ভাব হইয়াছে,—তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

সকালে সে তাহার পিতার পার্শ্বে আসিয়া বসিল। ধীরে ধীরে বলিল, "বাবা! তুমি কি বেড়াইতে যাইবে?"

"না,—মা! কেন?"

"আমি তোমায় একটা কথা বলিব।"

"বল না, মা! কি কথা? কিছু চাই? কাপড়,—খেলনা?"

"না,—বাবা! খেলনা, কাপড় আমার অনেক আছে।"

"তবে কি?"

"বাবা! আমি সুখী নই।"

এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া, সমরেন্দ্র বাবু বিস্মিত হইয়া, বিস্ফারিতনয়নে কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "সুখী নও,—সে কি?"

হাসি পিতার হাত নিজের হাতের উপর লইয়া, অবনত মস্তকে বলিল, "বাবা! আমি সুখী নই,—না,—আমি সুখী নই।"

"কেন? তোমার কিসের অভাব,—তুমি যাহা চাহিতেছ, তাহাই কি পাইতেছ না?"

"হাঁ,—আমার কিছুরই অভাব নাই,—তবে আমি সুখী নই,—কেন,—বোধ হয়, আমার মা নেই বলে,—আমি তাঁহাকে কখনও দেখি নাই। বাবা! তাঁর কথা আমায় বলুন।"

সমরেন্দ্র বাবুর মুখ রক্তিম হইল,—তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "হাসি! তোমায়, তোমার মার নাম করিতে বারণ করিয়াছি। তুমি যখন খুব ছেলেমানুষ,—তখন তার মৃত্যু হয়। সে সব কথায় কাজ নাই।"

"বাবা! তুমি আমায় কোন কথা বল না। আমি কি এখনও ছেলেমানুষ আছি? আমি জানি বাবা, তুমিও সুখী নও,—তুমি অনেকদিন রাত্রে ঘুমাও না,—তুমি কারও সঙ্গে মেশ না,—তুমি তোমার মনে কি কথা লুকাইয়া রেখেছ,—বাবা! আমায় বল্‌বে না? সব জান্‌তে পাল্লে, আমি আর অসুখী হইব না।"

সমরেন্দ্র বাবু কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া, কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "মা! তুমি ছেলেমানুষ,—তোমার সব কথা শোনা উচিত নয়। সংসারে মানুষ মাত্রেরই ভাবনা চিন্তা আছে।"

হাসি সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "বাবা! যদি আমায় কিছুই না বল;—তা হ'লে, আমাকে অন্য কোনখানে পাঠাইয়া দেও,—আমি আর তোমার ভার হ'য়ে থাকিব না।"

সমরেন্দ্র বাবু কিয়ৎক্ষণ নীরবে কন্যার দিকে চাহিয়া

রহিলেন,—তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "দোষ আমার,—আমি অতো ভাবি নাই,—তোমা একাকী, এ ভাবে থাকিতে কষ্ট হইতেছে,—হইবারই কথা তোমার মনে এত কষ্ট হইয়াছে,—তাহা আমি ভাবি নাই। যাহা হউক,—আমি এ বিষয় ভাবিয়া দেখিব,—তাহার পর কি করা না করা উচিত, তাহা স্থির করিব। যাহা হয়, শীঘ্রই একটা কিছু করিব,—তুমি ভাবিও না,—যাও, ঘরের কাজকর্ম্ম দেখ গে।"

হাসি কোন কথা না বলিয়া, পিতার নিকট হইতে চলিয়া গেল। সমরেন্দ্র বাবুও চিন্তিতমনে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

তিনি অঘোর বাবুর বাড়ী আসিলেন,—কিন্তু দেখিলেন, তাঁহার বাড়ীতে কেহ নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভয়াবহ কথা।

সেই রাত্রে সমরেন্দ্র বাবুর বাড়ী হইতে, তিনি কিরূপে বাসায় আসিয়াছিলেন,—তাহা কুমার ঠিক বলিতে পারেন না। তিনি ডাক-বাঙ্গালায় বাসা লইয়াছিলেন,—ডাক-বাঙ্গালা ষ্টেশনের কাছে। সমরেন্দ্র বাবুর বাড়ী গঙ্গার পারে,—প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যবধান। এই পথ তিনি কিরূপে আসিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই।

সেই ভয়াবহ জলার মধ্যে সুদর্শনের নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন,—তাহাও তিনি ধ্রুব সত্য বলিয়া বিবেচনা

করেন নাই। তাঁহার পিতা যে স্ত্রীহন্তা,—খুনি তাহা তাঁহার বিশ্বাস হয় নাই। যদি তিনি খুনিই হইবেন,—তাহা হইলে, নিজে খুন হইবেন কেন?

কিন্তু এক্ষণে আর সন্দেহের স্থান নাই। এই সমরেন্দ্র বাবু সকলই জানেন। সেই হত স্ত্রীলোক, তাঁহার পিতার স্ত্রী,—আর এই সমরেন্দ্রের স্ত্রীর ভগিনী না হইলে, এ কখনও তাহার সৎকার করিত না।

তাহা হইলে, তাঁহার পিতা,—নিজের মান-সম্ভ্রমের ভয়ে সেই রাত্রে গিয়া, তাঁহার সেই স্ত্রীকে খুন করিয়াছিলেন? তিনি খুনি,—এক খুনি নহে,—দুই-দুই খুনি? বহুকাল পূর্ব্বে এই স্ত্রীর পিতাকে খুন করিয়াছিলেন,—আবার এই স্ত্রীকে খুন করিয়াছিলেন,—তাঁহার পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে,—তিনি নিজেও খুন হইয়াছেন।

এ কথা জগতে প্রচার হইলে, লোকসমাজে তাঁহার মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না। নিশ্চয়ই তাঁহার মা এ কথা জানেন,—এই জন্যই তিনি তাঁহাকে এ অনুসন্ধান করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাঁহার এ কথা না জানাই ভাল ছিল,—এখন তিনি এ জীবনে কখনও মনে সুখ-শান্তি লাভ করিতে পারিবেন না! তিনি খুনির ছেলে! তাঁহার পিতা দুই-দুইটা খুন করিয়া, নিজেও নিহত হইয়াছিলেন। এ কথা মনে হইলে, সত্যই প্রাণ শিহরিয়া উঠে!

তিনি কালই রণেন্দ্রকে লইয়া, এলাহাবাদ যাইবেন, ভাবিয়াছিলেন,—কিন্তু তাহা ঘটিল না। রণেন্দ্র বাবু চুনার হইতে নড়িতে সম্পূর্ণ অসম্মত হইলেন। দুইজনে এ বিষয়

লইয়া প্রায় হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল,—বহু কষ্টে কুমার আত্মসংযম করিলেন,—অতি বিরক্ত হইয়া, সেই দিনই চুনার পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

তিনি মনস্থির করিবার জন্যই, পশ্চিম ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন,—কিন্তু চুনার হইতে একবার বাড়ী যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। তাঁহার মার জন্য প্রাণে এত অস্থির হইয়া উঠিল যে, তিনি নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। ষ্টেশনে আসিয়া, কলিকাতার টিকিট কিনিলেন।

বাড়ী আসিয়া, কুমার প্রথমেই মার সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। তিনি এখন আর কাঁদিতেন না,—তবে রাণী আর সে রাণী নাই,—তাঁহাকে দেখিলে, তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্বের ছায়া মাত্র বলিয়া বোধ হইত।

তিনি পুত্রকে হঠাৎ দেশে ফিরিতে দেখিয়া, বিস্মিত হইলেন না,—কোন কথাও কহিলেন না। তাঁহার মুখের দিকে একবার মাত্র চাহিয়া,—মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

কুমারও কিয়ৎক্ষণ কোন কথা কহিতে পারিলেন না, অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলেন, "মা! আমি সব জানিতে পারিয়াছি।"

রাণী স্পন্দিতস্বরে বলিলেন, "বাবা! আমি তোমায় অনেক বারণ করিয়াছিলাম।"

"হাঁ,—এখন বুঝিয়াছি,—তোমার কথা শোনাই আমার ভাল ছিল। আর যে জীবনে কখনও সুখ-শান্তি পাইব,—তাহা বোধ হয় না।"

উভয়ে কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলেন। রাণী কোন কথা

না কওয়ায়, কুমার বলিলেন, "আমি প্রথম এ সব সুদর্শনের কাছে, পলতার জলার মধ্যে শুনিয়াছিলাম,—আমি জানিতাম না, সে তাহার মনিবের মান-সম্ভ্রম বজায় করিবার জন্য, নিজের ঘাড়ে খুনের দায় লইয়া, সেখানে লুকাইয়া আছে——"

রাণী রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা! তোমায় অনেক বারণ করিয়াছিলাম——"

"হাঁ,—তাহা আমি জানি,—কিন্তু তুমি ও রকম না করিলে, হয়তো আমি এ বিষয় জানিবার জন্য এত ব্যস্ত,—এত ব্যগ্র হইতাম না। আমার বাবা যিনি দেবতার মত ছিলেন,—যাঁহার নামে পৃথিবীর লোক শত সহস্র প্রশংসা করিতেছে,—তিনি—তিনি—কোন কুকাজ করিতে পারেন,—তাহা কখনও আমার মনে হয় নাই। তোমার কথায়,—তোমার ভাবে সন্দেহ হওয়ায়, আমি নিজে এ সন্ধান করিতে আরম্ভ করি। এখন আর কোন সন্দেহ নাই।"

সহসা রাণী পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কেন?"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কুমারের কথা।

এই প্রশ্নে কুমারও বিস্মিত হইয়া, কিয়ৎক্ষণ 'মার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কেন? ইহাতে আর কেন নাই। সমরেন্দ্র বাবুর কথায়, কুমারের আর কোন সন্দেহ নাই। কেন?—কেন? তাঁহার পিতা মানের দায়ে,—মান-সম্ভ্রম বজায় করিবার জন্য নিজের স্ত্রীকে,—কুলটা, শয়তানি স্ত্রীকে

খুন করিতে দ্বিধা করেন নাই। তবে এক কথা,—তাঁহাকে খুন করিল কে?

কেন? কুমার কিয়ৎক্ষণ মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়া বলিলেন, "তোমার কথায় সন্দেহ হওয়ার জন্যই আমি এ সব অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করি,—বাবার কাগজপত্র দেখিবার জন্যই পলতার বাগান-বাড়ীতে যাই, সেখানে তাঁহার কতকগুলি চিঠি ও একখানা ছবি পাই, তাহাতেই জানি যে, তিনি মথুরায় একজনকে লুকাইয়া বিবাহ করেন——"

"বাবা! এ সব কথায় আর কাজ কি?"

"হাঁ,—মনে করি, এ সব কথা আর ভাবিব না, কিন্তু না ভাবিয়া পারি না,—তোমাকে না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এই বাগানে হঠাৎ জলার মধ্যে সুদর্শনের সঙ্গে দেখা হয়,—সেই প্রথমে এক খুন নয়,—দুই খুনের কথা বলে——"

"তাহার বলা উচিত ছিল না।"

"মরিবার মুখে সে মিথ্যা কথা বলিতে সাহস করে নাই,—সে সময়ে আমরা দুইজনের একজনও বাঁচিব,—তাহা আমাদের আশা ছিল না,—ভগবান কেবল রক্ষা করিয়াছেন। এখন সুদর্শন কি রকম আছে, কিছু খবর পাইয়াছ?"

"হাঁ,—এখন ভাল আছে,—এখানে আসিবে বলিতেছে।"

"সেটা কি ভাল?"

"ঠিক ভাল নয়,—তবে তাহার মা লিখিয়াছে যে, তাহাকে এখন দেখিলে, চেনা দায়।"

"যথার্থ প্রভুভক্ত চাকর,—ভগবান তাহার ভাল করিবেন।"

"রাণী অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "হাঁ,—প্রভুভক্ত চাকর।"

কুমার কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "মা! তুমি বাবার সে বিবাহ-সম্বন্ধে সকল কথাই জান?"

"হাঁ, - জানি।"

"তাহা হইলে, মথুরায় সে খুন——"

"আমি সবই জানি——"

"তাহা হইলে, যে দিন বাবা খুন হন,—সেই দিন আর একটী স্ত্রীলোক খুন হয়——"

"বাবা! সে সব কথা থাক্——"

"মনে করি বলিব না,—অথচ না বলিয়াও থাকিতে পারিতেছি না——"

"এ কথা আমরা ছাড়া কেহ জানে না?"

"সুদর্শন জানে।"

"সুদর্শন প্রাণ থাকিতে এ কথা কখনও প্রকাশ করিবে না।"

"সমরেন্দ্র বাবু জানে?"

"তিনিও কাহাকে বলিবেন না। আমাদের মান-সম্ভ্রম নষ্ট করিয়া,—আমাদের নামে কলঙ্ক রটাইয়া, তাঁহাব কোন লাভ নাই,—আমাদের সুখ-শান্তি সবই নষ্ট হইয়াছে। এ জীবনে কখনও আমরা সুখী হইতে পারিব না,—এই জন্যই তোমায় এত বারণ করিয়া——"

সহসা রাণীর কণ্ঠরোধ হইল,—কুমার সত্বরহস্তে তাঁহাকে না ধরিলে,—তিনি পড়িয়া যাইতেন। কুমার দেখিলেন, তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন।

তিনি দাসীদিগকে ডাকিলেন। মুখে চখে জল দিয়া মাতার মূর্চ্ছাভঙ্গ করিলেন। তিনি চক্ষু মেলিয়া বলিলেন, "বাবা! আমাকে একটু ঘুমাইতে দেও।"

তিনি নিকটে থাকিলে,—এই ভয়াবহ কথা সর্ব্বদা মার মনে উদিত হয়,—তিনি সম্মুখে না থাকিলে,—তাঁহার মনে এ সব কথা আসিবে না;—কুমার এই সকল ভাবিয়া, বাহিরে আসিলেন।

তিনি বহুক্ষণ নিজের ঘরে বসিয়া রহিলেন। ভাবনা,—এ ভাবনা যাইবার নহে। তিনি স্ত্রীহন্তার পুত্র! তিনি খুনির ছেলে! এ চিন্তা এ জীবনে কখনও কি তাঁহার মন হইতে যাইবে!

কিন্তু তিনি বাল্যকাল হইতে, তাঁহার পিতাকে দেবতা তুল্য দেখিয়া আসিতেছেন। তিনি দুই-দুইটা খুন করিবেন, ইহা কখনও হইতে পারে না। না,—অসম্ভব! বিশেষতঃ তাঁহার খুন এখনও গুপ্ত রহিয়াছে,—তাঁহাকে খুন করিল কে? তিনি তাঁহার পুত্র,—পিতৃহন্তা কে? অন্ততঃ তাহা কি তাঁহার অবগত হওয়া কর্ত্তব্য নহে? সহসা তিনি লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—মনে মনে বলিলেন, "সুধীর! সুধীরকে ও রকমে তাড়ান আমার উচিত হয় নাই। হয়তো তাহার উপর অনুসন্ধানের ভার রাখিলে,—সে এতদিনে কে আমার বাবাকে খুন করিয়াছে,—তাহা বাহির করিতে পারিত।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সুধীর বাবু।

কুমার তখনই গাড়ী প্রস্তুত করিতে বলিলেন,—তিনি তখনই সুধীর বাবুর বাড়ী যাইবেন স্থির করিলেন।

কিন্তু গাড়ীতে উঠিয়া, তাঁহার হৃদয় চিন্তায় পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি কি সব কথা সুধীরকে খুলিয়া বলিবেন? না,—প্রাণ থাকিতে তাহা কখনও পারিবেন না। সুধীরকে বলিলে,—সে হয়তো এ কলঙ্কের কথা প্রকাশ করিয়া দিবে। তখন—তখন তাঁহার আর পৃথিবীতে মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না!

আর যদি তাহাকে কিছু না বলেন,—তবে সে কিরূপে এ অনুসন্ধান করিবে? তাহাকে অন্ধকারে রাখিলে, কোন কাজই হইবে না।

যখন সুধীর বাবুর বাড়ী তাঁহার গাড়ী দাঁড়াইল,—তখন তিনি কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। সুধীর বাবু দরজায়ই দাঁড়াইয়াছিলেন,—সুতরাং কুমার কি করিবেন, কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

সুধীর বাবু অগ্রবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "কি পরম সৌভাগ্য,—জলজেন্ত একটা মহারাজা গরীবের দরজায়! এস,—এস,—পরম ভাগ্য আজ বলিতে হইবে।

কুমার বিষাদে হাসিয়া বলিলেন, "সুধীর! তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে।"

সুধীর বাবু হাসিয়া বলিলেন, "তোমার কোন কথায়

থাকিবার আমার আর ইচ্ছা নাই। সে বারতো গাছে উঠাইয়া মই কাড়িয়া লইয়াছিলে?"

"না,—না,—এস কথা আছে।" এই বলিয়া, কুমার বন্ধুর হাত ধরিয়া, গৃহপ্রবিষ্ট হইলেন।

সুধীর বাবু বৈঠকখানায় কুমারকে বসাইয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি? গুরুতর কিছু না হইলে,—তুমি স্বয়ং এ গরীবের আস্তানায় পদার্পণ করিতে না। ব্যাপারটা কি?"

কুমার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "যে ভার তোমায় এক সময় দিয়াছিলাম,—সেই ভার তোমায় আবার দিতে আসিয়াছি।"

সুধীর বাবু কিয়ৎক্ষণ কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "এ মত পরিবর্ত্তনের কারণটা শুনিতে পাই কি?"

"কারণ অধিক কিছু নাই। কোন্ ছেলের না ইচ্ছা হয় জানিতে যে, তাহার বাপকে কে খুন করিল?"

"পুলিশ কি করিল?"

"পুলিশ কবে কি করিতে পারে?"

"তুমি আমাকে এ অনুসন্ধান ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলে, কিন্তু এ সম্বন্ধে ভাবিতে বারণ কর নাই?"

"না,—ভাবিতে কে কাহাকে বারণ করিতে পারে?"

"তাহা হইলে, আমি এ সম্বন্ধে ভাবিয়াছি,—স্বীকার কর?"

"সম্ভব।"

"সম্ভব নয়,—ভাবিয়াছি। ভাবিয়া অনেক ধারণায় আসিয়াছি।"

"কি ধারণায় আসিয়াছ,—বল ?"

"প্রথম শুনিতে চাই, তুমি যথার্থ আমাকে এ অনুসন্ধানের ভাব দিতে আসিয়াছ কি না ?"

"হাঁ,—এই জন্য আমি পশ্চিম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি।"

"তাহা হইলে, তুমি আমাকে গাধা মনে কর কি ?"

"সে রকম মনে করিলে, তোমার কাছে আসিতাম না।"

"বেশ,—এ ভাল কথা। এখন একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। প্রথম আমরা কি দেখিলাম ?"

"তুমিই বল।"

"প্রথম দেখিলাম,—এক রাত্রে দুইটা খুন হইল,—এক-জন মহারাজা,—আর একজন অচেনা স্ত্রীলোক। তাহাকে কেহই চিনিতে পারিল না,—অথচ একজন লোক পয়সা খরচ করিয়া, তাহার সৎকার করিল।"

"এ কথা সকলেই জানে ?"

"বাপুহে! ব্যস্ত হইলে, কোন বিষয় আলোচনা চলে না। এ কথা সকলেই জানে,-তাহা আমি জানি,- কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত জানে,—আর কিছু কি জানে ? না,—বিন্দুমাত্র না। কিন্তু আমরা জানি,—তোমার বাবার নোট এই স্ত্রীলোকের কাছে ছিল,—আমরা আরও জানি, তোমার বাবার ছোরাই এর বুকে ছিল। এ কি আর কেহ জানে ? না,—জানে না। সুতরাং বুঝিতে হয়, তোমাদের সুদর্শনের এ কাজ। কারণ সে ফেরারি,—গাধা পুলিশ হইলে, ইহা মনে করিবে,—আমি তাহা মনে করি না। সে স্ত্রীলোকটাকে নোট দিয়া, তাহার বুকে ছোরা বসাইবে কেন ? এ কাজ

কেহ করে না। সুতরাং বুঝিতে হয়, 'সে নোট দিয়াছে, সে খুন করে নাই। তাহা হইলে, কি বুঝিলে ?"

"তুমি কি বলিতেছ,—তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

"আমার বিশ্বাস ছিল যে, তোমার মাথায় কিছু আছে, এখন সে বিষয়ে সন্দেহ হইল। বুঝা উচিত যে, তিনজন লোক যে, সে রাত্রে আসিয়াছিল,—তাহার মধ্যে একজন তাহাকে নোটখানা দিয়াছিল,—কিন্তু সে তাহাকে খুন করে নাই। তাহা হইলে, থাকিল দুইজন।"

"তাহা হইলে, তুমি বলিতে চাও——"

সুধীর বাবু বলিলেন, "আমি এখন পাকা কথা কিছুই বলিতে চাহি না। তবে এ সম্বন্ধে অনেক ভাবিয়াছি,—তাহাই তোমায় জানাইতে চাহি। এ সব কথা পরে হইবে,—এখন তুমি আমাকে কি বলিতে আসিয়াছ,—তাহাই শুনিতে চাহি।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সুধীর বাবুর অনুমাণ।

কুমার এ কথার সহসা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। তিনি যাহা জানিতে পারিয়াছেন,—তাহা কি সুধীরকে সকল খুলিয়া বলা উচিত ?

তিনি কোন কথা কহেন না দেখিয়া, সুধীরবাবু বলিলেন, "তুমি যাহা মনে মনে ভাবিতেছ,—তাহা আমি বুঝিয়াছি।"

কুমার চমকিত হইয়া, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি বুঝিয়াছ ?"

সুধীর বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন; "তুমি ভাবিতেছ যে, "তোমার বাবা সেই স্ত্রীলোককে খুন করিয়াছেন——"

"তোমায় কে বলিল !"

"কেহ বলে নাই,—আমার ধড়ে কিছু বুদ্ধি আছে বলিয়াই, বুঝিতে পারিতেছি। তবে——"

"তবে কি ?"

"তবে এই আমার বিশ্বাস,—তোমার বাবা খুন করেন নাই।"

"তাহা হইলে, কে করিল ?"

"সে পরে আলোচনা করা যাইবে। তিনি খুন করিলে, সেই রাত্রে নিজে খুন হইতেন না। আমার বিশ্বাস——"

"তোমার কি বিশ্বাস ?"

"আমার বিশ্বাস যে, তোমার বাবা, সে রাত্রে এই স্ত্রীলোকের চিঠি পাইয়া, তাহার বাড়ী গিয়াছিলেন——"

"তাহা হইলে——"

"ব্যস্ত হও কেন ? তিনি গিয়াছিলেন বলিয়াই যে, তিনি খুন করিয়াছেন,—ইহার কোন মানে নাই।"

"তাহা হইলে——"

"ফের ব্যস্ত হও ? আমি কেবল আমার অনুমান বলিতেছি। তিনজন সে রাত্রে স্ত্রীলোকটার কাছে গিয়াছিল, একজন ধরিলাম তোমার বাবা,—আর একজন ধরিলাম, খানসামা সুদর্শন,—আর একজন কে,—তোমার মনে হয় ?"

"কেমন করিয়া বলিব ?"

"বলা কঠিন নয়। এই স্ত্রীলোককে এ সহরে কেহ চিনিত না। তোমার বাবা চিনিতেন,—সেই জন্য সুদর্শন খানসামা চিনিত,—আর চিনিত সমরেন্দ্র বাবু।"

"হাঁ,—তিনি তাহাকে চিনিতেন।"

"কুমার! আমি দেখিতেছি, তুমি অনেক কথা জান,—তাহা আমায় বলিলে, এ অনুসন্ধানের সুবিধা হইতে পারে।"

"কি বলিব ?"

"যাহা যাহা জানিতে পারিয়াছ।"

কুমার কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আমি বেশী কিছু জানিতে পারি নাই।"

"তবে তুমি কি জন্য আমার কাছে আসিয়াছ ?"

"ভাই! তুমি যাহা ভাবিতেছ, আমারও তাহাই বিশ্বাস।"

"কি বিশ্বাস ?"

"বাবা খুন করেন নাই।"

"কিসে বিশ্বাস হইল, শুনি ?"

"তুমি যে কারণ বলিলে,—আমার সেই কারণেই বিশ্বাস হয় না।"

সুধীর বাবু কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তুমি এক সময়ে আমাকে এ অনুসন্ধান করিতে বারণ করিয়াছিলে——"

"হাঁ,—করিয়াছিলাম,—এখন বুঝিতেছি, আমারই ভুল হইয়াছিল। হয়তো তুমি অনুসন্ধান করিলে,—এতদিনে সত্য কথা বাহির করিতে পারিতে।"

"এই রকম আমার বিশ্বাস। আমি সূত্রও পাইয়াছিলাম, তুমিই সব কাজ পণ্ড করিয়াছিলে।"

"এখন ভুল বুঝিয়াছি।"

"তাহা হইলে, এ অনুসন্ধানের ভার আমায় দিতেছ ?"

"হাঁ,—দিলাম।"

"ইহাতে খরচপত্র হইবার সম্ভাবনা আছে,—আমার টাকাকড়ির কতদূর সচ্ছল,—তাহা তুমি জান ?"

"যাহা খরচ হয়,—সব আমি দিব।"

"বেশ! ভাল কথা;—এখন কথা হইতেছে,—তুমি যাহা জানিতে পারিয়াছ,—তাহা তুমি আমায় বলিবে না,—এইতো ?"

"আমি অধিক কিছু জানিতে পারি নাই।"

"মিথ্যা কথা। আমি ধরিয়া লইলাম, তুমি তাহা বলিবে না। ভাল,—তোমার বিশ্বাস হইয়াছে,—তোমার বাপই এ খুন করিয়াছেন,—আমি দেখাইব,—তিনি এ খুন করেন নাই।"

কুমার ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "তবে কে করিল ?"

"আমার প্রথম বিশ্বাস হইয়াছিল, খানসামা সুদর্শন এ খুন করিয়াছে,—তোমার বাপকেও সেই খুন করিয়াছিল, এখন সে বিশ্বাস আমার নাই।"

"সুদর্শন কিছুতেই খুন করে নাই।"

সুধীর বাবু আবার কুমারের মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তৎপরে বলিলেন, "তোমার বাবা খুন করেন নাই,—সুদর্শনও খুন করে নাই,—তবে সমরেন্দ্র খুন করিয়াছে ?"

সহসা কালসর্প অঙ্গে ফেলিয়া দিলে, মানুষের যেরূপ হয়, কুমারেরও ঠিক সেইরূপ হইল। তিনি লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "অসম্ভব!"

সুধীর বাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, "অসম্ভব কিসে?"

"অসম্ভব! তিনি সে দিন কলিকাতায় ছিলেন না।"

"কিসে জানিলে?"

"জানি,—পরদিন আমার সঙ্গে একত্রে রেলে আসিয়াছিলেন।'

সুধীর বাবু এ কথায় একটু চিন্তিত হইলেন। বলিলেন, কোথা থেকে?"

"তিনি বলিয়াছিলেন, কাশী থেকে।"

"তিনি বলিয়াছিলেন! তুমি তাকে কোথায় দেখিয়াছিলে?"

"বর্দ্ধমান ছাড়াইয়াই।"

"বটে!"

কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরবে রহিলেন। তৎপরে সুধীর বাবু বলিলেন, "তুমি যথার্থই আমাকে এ ভার দিতেছ?"

কুমার বলিলেন, "সেই জন্যই তোমার কাছে আসিয়াছি।"

"বেশ! এ ভার লইলাম। ডিটেক্‌টিভগিরিতে একটু আমার হাত আছে,—ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তবে তোমার কাছে আমি দুইটী জিনিষ চাই।"

"কি বল?"

"প্রথম ৫০০৲ পাঁচশত টাকা,

"এখনই বাড়ী গিয়া পাঠাইয়া দিব।"

"ভাল! আর তিনখানা ছবি।"

"কার ছবি?"

"একখানা তোমার বাবার,—তোমাব কাছে অনেক আছে।"

"হাঁ,—এখনই টাকার সঙ্গে পাঠাইয়া দিব।"

"বেশ! আর একখানা চাই সুদর্শনের।"

"তারও ছবি আছে,—বাবার সঙ্গেই তার একখানা ছবি আছে।"

"আরও ভাল! আর একখানা চাই,—সমরেন্দ্র বাবুর।"

"এটা জোগাড় করা শক্ত।"

"জোগাড় করিতেই হইবে।"

"তিনি চুনারে আছেন।"

"তাহা হইলে, চুনারে যাইতে হইবে।"

"আমি কালই যাইব, মনে করিতেছি।"

"হয়তো আমার সঙ্গেও পথে দেখা হইতে পারে। এখন বিদায় হও,—আমায় ভাবিতে দেও, টাকা ও ছবি পাঠাইতে ভুলিও না।"

অগত্যা কুমার, বন্ধুর বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

সুদর্শনের স্বপ্ন।

যখন কুমার বন্ধুর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন,—সেই সময়ে একটী লোক বাড়ীর খিড়কী দরজা দিয়া, মহারাজার বাড়ীতে প্রবেশ করিল। তাহার শরীর কঙ্কালসার,—মুখে লম্বা দাড়ী,—বাড়ীর অন্যান্য দাসদাসী তাহাকে চিনিতে পারিল না। সে অনেক বলিয়া কহিয়া, একজন দাসীকে দিয়া, রাণীর নিকট একখানা পত্র পাঠাইল। কিয়ৎক্ষণ পরে দাসী ফিরিয়া আসিয়া, তাহাকে বলিল, "এস,—সঙ্গে।"

দাসী সম্মুখস্থ একটী ঘর দেখাইয়া বলিল, "যাও,—রাণী ঐ ঘরে আছেন।"

লোকটী গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র, রাণী বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "কে,—সুদর্শন! এই রকম চেহারা হইয়াছে,—চিনিবার উপায় নাই!"

সুদর্শন কম্পিতস্বরে বলিল, "রাণী মা! ভগবান সব ভালর জন্যই করেন। ব্যাম হইয়া, এই রকম হইয়া গিয়াছি। এখন কেহই আমায় চিনিতে পারিবে না। পারিলে, পুলিশে এতক্ষণ ধরিত।"

"তাহা হইলে, সেখান থেকে আসা কি তোমার ভাল হইয়াছে? শৈলেনও ফিরিয়া আসিয়াছে,—তাহার কষ্ট আমার আর সহ্য হয় না! তুমি এসে ভাল কাজ কর নাই,—কি জানি, যদি পুলিশে চিনিতে পারে!"

সুদর্শন বিষাদ হাসি হাসিয়া বলিল, "এ অবস্থায় কেহ চিনিতে পারিবে না।"

"তবুও তোমার সেই খানে থাকা ভাল ছিল,—এ শরীরে কেন কষ্ট করিয়া আসিয়াছ?"

"বিশেষ কারণ না হইলে, আসিতাম না,—একটা স্বপ্ন দেখিয়াছি।"

রাণী বিস্মিত হইয়া, বলিয়া উঠিলেন, "স্বপ্ন! কি স্বপ্ন?"

"আমি এক মৃত স্ত্রীলোকের হাতে এক আংটী দেখিয়াছি।"

"তারপর——"

"এই আংটী অনেকদিন আগে মথুরায় মহারাজা কিনিয়াছিলেন——"

"আমি জানি——"

"হাঁ,—দুটো ঠিক এক রকম কিনেছিলেন। একটা মথুরায় তিনি যাহাকে বিবাহ করেন, তাহাকে দিয়েছিলেন,—আর একটা তিনি নিজে পরিতেন——"

"আমি তাও জানি——"

"আপনি জানেন!"

"হাঁ, জানি। সে আংটী তাঁহার দেরাজে ছিল,—আমি লুকাইয়া রাখিয়াছি। আমি শুনিয়াছিলাম যে, ঠিক এই রকম একটা আংটী সেই মৃত স্ত্রীলোকের হাতে ছিল। পাছে কোন গোল হয় ভয়ে, আমি সেই দিনই সেই আংটী লুকাইয়া ফেলিয়াছিলাম। তাহা হইলে——"

সুদর্শন রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তাহা হইলে, এই স্ত্রীলোক?

না,—না,—স্বপ্নে আমি আংটীর পেছন দিক দেখিয়াছি। সে আংটী কোথায়?"

"তুমি তাহা দেখিতে চাও?"

"হাঁ,—হাঁ,—এখনই।"

"রাণী বাক্স হইতে আংটী বাহির করিয়া, আমার হাতে দিলেন,—আমি ঘুরাইয়া, তাহার পেছনদিক দেখিলাম,—না, দুই আংটী এক বটে,—কিন্তু স্বপ্নে আমি যে আংটী দেখিয়াছি,—তাহা ঠিক এ রকম নহে। একটু তফাত আছে। তাহা হইলে, এই স্ত্রীলোক মহারাজার পূর্ব্বের স্ত্রী নহে,—তবে এ কে?"

এই সকল চিন্তায় সুদর্শনের মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়া উঠিল, সে চারিদিকে অন্ধকার দেখিল। তাহার ভাব দেখিয়া, রাণী সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, "সুদর্শন! তোমাব অসুখ হইয়াছে!"

সুদর্শন কষ্টে বলিল, "না,—না,—আমি বেশ আছি রাণী মা! এখন আমি চলিলাম।"

"কোথায়? তোমার শরীর ভাল নয়।"

"তা আমি জানি,—তবে স্বপ্নে যে আংটী দেখিয়াছি,—তাহার বিষয় অনুসন্ধান না কবিলে, আমি স্থির থাকিতে পারিব না।"

"কি অনুসন্ধান করিবে?"

"তাহা পরে আসিয়া বলিব।"

রাণী সুদর্শনের কথায় বিস্মিত হইলেন,—কিন্তু কোন কথা কহিলেন না। সুদর্শনও আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া, সত্বর মহারাজার বাড়ী ছাড়িয়া পলাইল।

সুদর্শন বিষাদ হাসি হাসিয়া বলিল, "এ অবস্থায় কেহ চিনিতে পারিবে না।"

"তবুও তোমার সেই খানে থাকা ভাল ছিল,—এ শরীরে কেন কষ্ট করিয়া আসিয়াছ?"

"বিশেষ কারণ না হইলে, আসিতাম না,—একটা স্বপ্ন দেখিয়াছি।"

রাণী বিস্মিত হইয়া, বলিয়া উঠিলেন, "স্বপ্ন! কি স্বপ্ন?"

"আমি এক মৃত স্ত্রীলোকের হাতে এক আংটী দেখিয়াছি।"

"তারপর——"

"এই আংটী অনেকদিন আগে মথুরায় মহারাজা কিনিয়াছিলেন——"

"আমি জানি——"

"হাঁ,—দুটো ঠিক এক রকম কিনেছিলেন। একটা মথুরায় তিনি যাহাকে বিবাহ করেন, তাহাকে দিয়েছিলেন,—আর একটা তিনি নিজে পরিতেন——"

"আমি তাও জানি——"

"আপনি জানেন!"

"হাঁ, জানি। সে আংটী তাঁহার দেরাজে ছিল,—আমি লুকাইয়া রাখিয়াছি। আমি শুনিয়াছিলাম যে, ঠিক এই রকম একটা আংটী সেই মৃত স্ত্রীলোকের হাতে ছিল। পাছে কোন গোল হয় ভয়ে, আমি সেই দিনই সেই আংটী লুকাইয়া ফেলিয়াছিলাম। তাহা হইলে——"

সুদর্শন রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তাহা হইলে, এই স্ত্রীলোক?

না,—না,—স্বপ্নে আমি আংটীর পেছন দিক দেখিয়াছি। সে আংটী কোথায় ?"

"তুমি তাহা দেখিতে চাও ?"

"হাঁ,—হাঁ,—এখনই।"

"রাণী বাক্স হইতে আংটী বাহির করিয়া, আমার হাতে দিলেন,—আমি ঘুরাইয়া, তাহার পেছনদিক দেখিলাম,—না, দুই আংটী এক বটে,—কিন্তু স্বপ্নে আমি যে আংটী দেখিয়াছি,—তাহা ঠিক এ রকম নহে। একটু তফাত আছে। তাহা হইলে, এই স্ত্রীলোক মহারাজার পূর্ব্বের স্ত্রী নহে,—তবে এ কে ?"

এই সকল চিন্তায় সুদর্শনের মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়া উঠিল, সে চারিদিকে অন্ধকার দেখিল। তাহার ভাব দেখিয়া, রাণী সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, "সুদর্শন ! তোমার অসুখ হইয়াছে !"

সুদর্শন কষ্টে বলিল, "না,—না,—আমি বেশ আছি রাণী মা ! এখন আমি চলিলাম।"

"কোথায় ? তোমার শরীর ভাল নয়।"

"তা আমি জানি,—তবে স্বপ্নে যে আংটী দেখিয়াছি,—তাহার বিষয় অনুসন্ধান না করিলে, আমি স্থির থাকিতে পারিব না।"

"কি অনুসন্ধান করিবে ?"

"তাহা পরে আসিয়া বলিব।"

রাণী সুদর্শনের কথায় বিস্মিত হইলেন,—কিন্তু কোন কথা কহিলেন না। সুদর্শনও আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া, সত্বর মহারাজার বাড়ী ছাড়িয়া পলাইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

সুদর্শন।

সুদর্শন রাজবাড়ী হইতে বাহির হইয়া, এক অসম সাহসিক কাজ করিল। সে বরাবর পুলিশ-আফিসে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহার সৌভাগ্যক্রমে কেহ তাহাকে চিনিতে পারিল না। সে ইনেস্পেক্টরের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল, "আমি পশ্চিমে ছিলাম,—একটী স্ত্রীলোক যে মেছুয়াবাজারে খুন হইয়াছিল,—তাহার কথা এখানে আসিয়া, আজ এই মাত্র শুনিলাম। আমার একটী আত্মীয়া স্ত্রীলোক অনেকদিন হইতে হারাইয়াছে, ইহার কোন সন্ধান পাই নাই। ইহার হাতে একটা আংটী ছিল।"

"এই স্ত্রীলোকের হাতেও একটা আংটী ছিল।"

"আংটীটী দেখিতে পাই কি?"

"অবশ্যই পাইবেন।"

তিনি আর একজন কর্ম্মচারীকে আংটী আনিতে আজ্ঞা করিলেন। সুদর্শন একপার্শ্বে বসিয়া রহিল। এই সময়ে আর একজন ইনেস্পেক্টর তথায় আসিয়া বলিলেন, "মহারাজার সেই খুনীর সন্ধান হইয়াছে।"

অপর ইনেস্পেক্টর বলিয়া উঠিলেন, "কে,—সুদর্শন?"

"হাঁ,—সে মহারাজারই পলতার বাগান-বাড়ীতে লুকাইয়া ছিল,—সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছে। এখানে কোথায় লুকাইয়া আছে,—তাহা ঠিক এখনও জানা যায় নাই।"

এই কথা শুনিয়া, সুদর্শনের মনের যে অবস্থা হইল, তাহা বর্ণনাতীত। তাহার বুক এতই ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল যে, তাহার বোধ হইল, যেন বুক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে। সে অনেক কষ্টে আত্মসংযম করিয়া বসিয়া রহিল। এই সময়ে কর্ম্মচারী আংটী আনিয়া, ইনেস্পেক্টরের হাতে দিল। তিনি সুদর্শনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "দেখুন,—এই আংটী কিনা ?"

সুদর্শন আংটীটী হাতে লইয়া বলিল, "না,—এ আংটী নহে।"

তাহার পর সে অতি কষ্টে আত্মসংযম করিয়া, ধীরে ধীরে সে স্থান পরিত্যাগ করিল। বাহিরে আসিয়া, সে তৎক্ষণাৎ একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া,—কোচমানকে হাবড়া ষ্টেশনে যাইতে হুকুম করিল। গাড়োয়ান অতিরিক্ত বকসিস পাইবে শুনিয়া, তীরবেগে গাড়ী ছুটাইয়া দিল।

পরদিন সুদর্শন মথুরায় উপস্থিত হইল। যে জহরির কাছে মহারাজা আংটী কিনিয়াছিলেন,—তাহা সে জানিত। সেই জহরির দোকানে উপস্থিত হইল,—দেখিল,—সে জহরি নাই,—মারা গিয়াছেন,—এখন তাঁহার ছেলে দোকান চালাইতেছেন।

সুদর্শন বলিল, "অনেকদিন আগে কলিকাতার একজন মহারাজা এই আংটী কিনিয়াছিলেন।"

জহরি আংটী হাতে লইয়া বলিলেন, "হাঁ,—এ আমাদের হাতের কাজ। অনেক দিনের কথা।"

"হাঁ,—অনেক দিনের কথা। আর কেহ কি এ রকম আংটী আপনাদের কাছ থেকে কিনিয়াছেন ?"

"এ ধরণের আংটী, মহারাজার আজ্ঞায় দুইটী গড়ান হইয়াছিল,—এই দেখুন,—খাতায় লেখা আছে,—প্রায় তিরিশ বৎসরের কথা।"

"হাঁ,—ঐ রকম হইবে। আর কাহারও জন্য কি কখন এ রকম আংটী গড়াইয়াছেন ?"

"ঠিক এ রকম নয়। একটু পেছনটা তফাত আছে।"

"কাহার জন্য গড়াইয়াছিলেন ?"

"সে অনেক দিনের কথা। আপনি সেই রকম আংটী চাহেন ?"

"হাঁ,—আমি ঠিক সেই রকম একটা আংটী চাই।"

জহরি আর এক বৃদ্ধকে ডাকিলেন। তিনি আসিলে, বলিলেন, "অনেক বৎসর আগে কলিকাতার মহারাজা অমরেন্দ্রনারায়ণকে আমরা দুইটী আংটী বিক্রয় করিয়াছিলাম, ইনি সেই রকম একটা আংটী চাহেন। খাতায় কি কিছু লেখা আছে ?"

"হাঁ,—নিশ্চয়ই থাকিবে,—দেখি," বলিয়া, তিনি সত্বর অন্য গৃহে চলিয়া গেলেন। দুই মিনিট যাইতে না যাইতে, তিনি একখানা বড় খাতা লইয়া, আবার ফিরিয়া, সেই ঘরে আসিলেন। বলিলেন, "এই খাতায় সেই আংটীর বিষয় সমস্তই লেখা আছে।"

সুদর্শন বলিল, "সেইরূপ আংটীর জন্য আর কখনও কি কোন লোক আপনাদের দোকানে আসিয়াছেন ?"

"হাঁ,—এক বৎসর আগে একটী স্ত্রীলোক এইরূপ আংটীর জন্য আইসেন,—কিন্তু তখন আমাদের হাতে অনেক কাজ

থাকায়, আমরা তাঁহাকে সে রকম আংটী ঠিক গড়াইয়া দিতে পারি নাই! তবে প্রায় সেই রকম একটা তৈয়ারি ছিল,—তিনি অনেক ইতস্ততঃ করিয়া, সেইটা কিনিয়া লয়েন।"

সুদর্শন নিজ পকেট হইতে একটী আংটী বাহির করিয়া বলিল, "এই কি সেই আংটী?"

বৃদ্ধ জহরি আংটী হাতে লইয়া, নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া বলিলেন, "না,—এ সে আংটী নয়। তাহার নীচেয় এরূপ দাগ ছিল না। এ আংটী মহারাজার জন্যই গড়ান হইয়াছিল। বোধ হয়, আপনি তাঁহার নিকটই এ আংটী পাইয়াছেন।"

"এই স্ত্রীলোকের কি রকম চেহারা ছিল, আপনি কি— তাহা আমাকে বলিতে পারেন।"

"না,—তা ঠিক মনে নাই। বিশেষতঃ তিনি পাল্কিতে আসিয়াছিলেন,—পাল্কির ভিতর হইতে আংটী কিনিয়াছিলেন। আমরা কেহই তাঁহার চেহারা ভাল করিয়া দেখি নাই। তবে হয়তো তাঁহার একটা কথায়, তাঁহাকে চিনিলেও চিনিতে পারিবেন।"

সুদর্শন ব্যস্তভাবে বলিল, "কি কথা?"

তিনি বলিলেন, "ইনি বলিয়াছিলেন যে, মহারাজা ইহাঁকেই সেই আংটীর একটী আংটী দিয়াছিলেন।"

"তিনি কি বলিয়াছিলেন যে, সে আংটী কোথায় গেল?"

"না,—তা ঠিক মনে নাই। বোধ হয়, বলিয়াছিলেন যে, আংটীটা হারাইয়া গিয়াছে।"

সুদর্শন দেখিল যে, জহরি ক্রমে অধীর হইয়া উঠিতেছেন। তিনি এবার স্পষ্টই বলিলেন, "আপনি কেবল খবর লইতে আসিয়াছেন,—আংটী আপনার আবশ্যক নাই?"

সুদর্শন একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "তা ঠিক নয়,—আংটীও আমার আবশ্যক।"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তাহা বুঝিতেছি। আমাদের দ্বারা আপনার যদি কোন উপকার হয়,—আমরা সর্ব্বদাই তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।"

সুদর্শন আর কোন কথা না কহিয়া, সত্বর সে স্থান পরিত্যাগ করিল। সে বুঝিল, মহারাজার ন্যায় প্রায় ঠিক এই রকম আংটী আর একজন স্ত্রীলোকও কিনিয়াছিল, সে কে? সেই কি সলিনা? তাহাকেই কি মহারাজা বিবাহ করিয়াছিলেন? তাহা যদি হয়,—তবে সলিনা আংটী কিরূপে হারাইয়া ফেলিল?

সুদর্শন চিন্তিত মনে গৃহে ফিরিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কুমারের প্রলোভন।

সুধীর বাবুর সহিত দেখা করিবার পরই, কুমার আবার সেই দিনই চুনার রওনা হইলেন। তিনি হাসিকে একরূপ ভুলিয়া গিয়াছিলেন,—তাহাকে আবার দেখা মাত্রেই, তাহার সুন্দর মুখ তাঁহার হৃদয়ে সম্পূর্ণ অঙ্কিত হইয়া গেল,—তিনি তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য মনে মনে অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছিলেন,—তবে তিনি সুরেন্দ্র বাবুর বিশেষ

পরিচয় কিছুই জানিতেন না। এইজন্য তিনি একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। তবে তিনি আবার চুনার আসিয়াছেন, সুধীর, সমরেন্দ্র বাবুর ছবি চাহিয়াছে,—কতকটা সে জন্যও তাঁহার চুনার আসা,—কতকটা আবার একবার হাসিকে দেখা।

কুমার সমরেন্দ্র বাবুর বাড়ী উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—তিনি চিন্তিত মনে বাগানে বেড়াইতেছেন। তাঁহাকে হঠাৎ আবার আসিতে দেখিয়া, কুমার ভাবিয়াছিলেন,—তিনি বিশেষ বিস্মিত হইবেন,—কিন্তু দেখিলেন, তিনি আদৌ বিস্মিতের ভাব প্রকাশ করিলেন না। তাঁহাকে দেখিয়া, বলিলেন, "আমি জানিতাম,—আপনি আসিবেন।"

কুমার বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন,—আপনি কিসে জানিলেন ?"

সমরেন্দ্র বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনি আমার ছবি লইতে আসিয়াছেন।"

কুমার আরও বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আপনি কি রকমে জানিলেন ?"

"আপনার বন্ধুর দরুণ। তিনি এখানকার পুলিশকে আমার ছবি সংগ্রহ করিবার জন্য টেলিগ্রাফ করিয়াছিলেন,—পুলিশ আমার ছবি সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় আসিয়াছিল। আপনার বন্ধুর বোধ হয়, বিশ্বাস যে, আমিই খুনি !"

"না,—না,—এ কথা মনে করিবেন না।"

"আপনি কেন এই মূর্খটার উপর এ অনুসন্ধানের ভার দিয়াছেন ? ইহাতে কেলাঙ্কারি ভিন্ন আর কিছুই হইবে

না। আমার কথা শুনুন,—এ সকল কথা ভুলিয়া যান। যে খুন করিয়াছে,—তাহা সকলেই জানে।"

"আমি ঠিক সুধীরকে এ অনুসন্ধানের ভার দি নাই।"

"না দিলে, সে এত এ চেষ্টায় ঘুরিত না। যাক,—এ সব কথা আমি আপনার ভালর জন্যই বলিতেছি। আপনি আসিয়াছেন,—ভালই হইয়াছে,—আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে।"

"কি কথা,—বলুন?"

সমরেন্দ্র বাবু কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আপনি আমার মেয়েকে পছন্দ করিয়াছেন——"

কুমার নিতান্ত লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আমি—আমি——"

সমরেন্দ্র বাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "ইহা আমার পরম সৌভাগ্য মনে করি,—আমার মেয়েরও পরম সৌভাগ্য,—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এরূপ বর আমি আমার মেয়ের কোথায় পাইব?"

"আপনি জানিয়া শুনিয়া——"

সমরেন্দ্র বাবু কুমারকে প্রতিবন্ধক দিয়া বলিলেন, "আপনি যাহা ভাবিতেছেন,—তাহা আপনার ভাবা উচিত নহে। আপনার পিতা যদি কিছু করিয়া থাকেন,—তাহার জন্য আপনি দায়ী নহেন। আর সে কথা আপনি ও আমি ভিন্ন, এ জগতে আর কেহ জানে না। এ বিষয় লইয়া, আলোচনা করিয়া লাভ কি? এখন বলুন,—আপনি আমার মেয়েকে বিবাহ করিতে সম্মত আছেন কিনা?

আপনি বোধ হয় জানেন, আমার কিছু টাকা আছে,—হাসিই আমার একমাত্র কন্যা,—হাসিই আমার সব। আপনি তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলে,—আমার যাহা কিছু আছে,—আপনারই সব।”

কুমার এ সব কথা সমরেন্দ্র বাবুর নিকট শুনিবার আশা এক মুহূর্ত্তের জন্যও করেন নাই। তিনি কি উত্তর দিবেন,—তাহা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, কিয়ৎক্ষণ নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, ”আপনি কি হাসিকে সব কথা বলিয়াছেন?”

সমরেন্দ্র বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “আমি তো পাগল হই নাই। তাহাকে বলিয়া লাভ কি? আমি বুঝিয়াছি,—আমি আর বেশীদিন বাঁচিব না,—তখন এ সংসারে আপনি ব্যতীত আর এ কথা কেহই জানিতে পারিবে না।”

কুমার চিন্তিতভাবে বলিলেন, “আপনাকে সত্য কথা বলিতে কি,—বাবা যে এই দুই খুন করিয়াছেন,—তাহা আমার বিশ্বাস হয় না। অনেক সময়ে পৃথিবীতে অনেক অদ্ভূত ঘটনা ঘটিয়া থাকে,—আমরা যাহাদের মনে করি খুন হইয়াছে,—তাহাদেরই আবার হয়তো জীবিত দেখিতে পাই।”

সমরেন্দ্র বাবু বলিলেন, “এ ব্যাপারে সেরূপ কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই,—আপনি তাহা ভাল রকমই জানেন।”

কুমার কোন উত্তর না দিয়া, কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। সমরেন্দ্র বাবু তাঁহাকে, তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য, নানা কথা কহিয়া,—নানারূপে প্রলোভিত

করিতে লাগিলেন। খুনির ছেলে জানিয়াও, লোকটা কেন তাঁহাকে নিজের একমাত্র কন্যা দিতে চাহিতেছে? তাঁহার সম্পত্তির লোভে কি?

তিনি বলিলেন, "আপনাকে স্পষ্টই বলিতেছি যে, আমি হাসিকে ভালবাসিলেও বোধ হয়, সে আমাকে পছন্দ করে না। তবে—তবে—আপনি জানিয়া শুনিয়া——"

সমরেন্দ্র বাবু তাঁহাকে প্রতিবন্ধক দিয়া বলিলেন. "আমার মেয়ের পক্ষে কি ভাল,—কি মন্দ,—তাহা না জানিয়া, আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি না। আমি আপনাকে তাড়াতাড়ি কোন উত্তর দিতেও বলিতেছি না। কাল উত্তর দিবেন।"

কুমার কোন কথা না কহিয়া, সমরেন্দ্র বাবুর গৃহ হইতে বাহির হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সুদর্শন চুনারে।

কুমার ষ্টেশনের কাছেই একটী ক্ষুদ্র বাঙ্গালা ভাড়া লইয়াছিলেন। তিনি বাসায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, লম্বা দাড়ীযুক্ত এক অতি কৃশ লোক তাঁহার ঘরের ভিতর বসিয়া আছে। তিনি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারেন নাই,—তাহার পর তাহাকে ভাল করিয়া, দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সুদর্শন! তুমি এখানে?"

সুদর্শন দুইবার কথা কহিবার চেষ্টা করিয়া কথা কহিতে সমর্থ হইল না। তাহার দেহের যে অবস্থা হইয়াছে,—

তাহাতে তাহার কেন যে এতদিন মৃত্যু হয় নাই,—ইহাই আশ্চর্য্য !"

কুমার সত্বর তাহার নিকট আসিয়া বলিলেন, "সুদর্শন! তোমার কি অসুখ করিয়াছে ?

সুদর্শন প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "সেই—সেই চিঠি——"

কুমার বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কোন—কোন চিঠি ?"

"সেই—সেই—তোমার বাপ যাহাকে মথুরায় বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহার মরার খবরের চিঠি।"

কুমার আরও বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "সে চিঠিতো নাই,—সে সেই পলতার জলায় পড়িয়া গিয়াছিল।"

সুদর্শন বলিল, "কোথাকার ডাক মার্কা ছিল ?"

কুমার বলিলেন, "তাহাও তো ভাল করিয়া দেখি নাই।"

সুদর্শন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এত কষ্ট করিয়া, আসিয়া কোনই ফল হইল না !"

কুমার আরও বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সুদর্শন! এ সব কথা বলিতেছ কেন ? কি জন্যই বা এত কষ্ট করিয়া এখানে আসিয়াছ ? তোমার শরীর ভাল নয়।"

সুদর্শন কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "আপনার বাবা, দুইটা আংটী কিনিয়াছিলেন।"

"হাঁ,—তাহাতে কি ?"

"তিনি তাঁহার একটা আংটী তাঁহার সেই মথুরার স্ত্রী মালিনাকে দিয়াছিলেন——"

"তাহাতেই বা কি ?"

"পুলিশ সেই আংটী মেছুয়াবাজারে যে খুন হইয়াছিল, তাহার হাতে পায়।"

"তাহাও আমি শুনিয়াছি। সে স্ত্রীলোককেই বাবা মথুরায় বিবাহ করিয়াছিলেন?"

"না,—সে নয়!"

"সে নয়?"

বলিয়া, কুমার লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাড়াইলেন। বিস্মিত-ভাবে, বিস্ফারিতনয়নে সুদর্শনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তৎপরে আবার বলিলেন, "সে নয়! তবে কে? তুমিই বলিয়াছ যে, তাঁহাকেই বাবা বিবাহ করিয়াছিলেন,—আর একজনও——"

কুমার সহসা নীরব হইলেন। তখন সুদর্শন বলিল, "আমার ভুল হইয়াছে,—এখন তাহা বুঝিতেছি। সলিনা ও মলিনা,—দুই যমজ বোন,—দুইজনের চেহারা এক রকম ছিল,—হাতে আংটী দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম যে, সে সলিনা।"

"সলিনা নয়! তবে কে?"

"বোধ হয়, মলিনা।"

"মলিনা?"

"হাঁ,—যাহাকে সমরেন্দ্র বিবাহ করিয়াছিল।"

"সমরেন্দ্র বিবাহ করিয়াছিল,—তুমি কি রকমে জানিলে?"

তখন সুদর্শন জহরির নিকট যাহা জানিতে পারিয়াছিল, কুমারকে সে সমস্তই বলিল। কুমার শুনিয়া, স্তম্ভিতপ্রায় নিস্পন্দ বসিয়া রহিলেন,—তাঁহার কণ্ঠ হইতে বাক্য নিঃসৃত

হইল না? তাহা হইলে তাঁহার পিতা ভুলক্রমে হাসির মাকে খুন করিয়াছে, তবে হাসির মা এতদিন মরেন নাই, জীবিত ছিলেন,—তবে সমরেন্দ্র বাবু—কেন বলিয়াছেন, যে তাঁহার স্ত্রী অনেককাল আগে মরিয়া গিয়াছেন।

কুমার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয় নানা-ভাবে ও চিন্তায় আলোড়িত হইয়া উঠিল।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া—তিনি বলিলেন, "তাহা হইলে বাবার সে স্ত্রী মারা যান নাই।"

সুদর্শন বলিল, "আমার—তাহাই মনে এখন হইতেছে।"

"তাহা হইলে এ রকম চিঠি বাবাকে মলিনা কেন লিখিয়াছিল?"

"মলিনা আপনার বাবাকে সর্ব্বদাই ভাল বাসিত।"

"তাহা হইলে এ রকম মিথ্যা কথা বলিয়া তাহার লাভ কি? সমরেন্দ্রবাবুই বা কেন এ রকম মিথ্যা কথা বলিলেন?"

সুদর্শন চিন্তিত ভাবে বলিল, "কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

কুমার বলিলেন, "চল—সমরেন্দ্রবাবুর কাছে।"

সুদর্শন বলিল, "তিনি হয়তো কিছুই জানেন না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সুধীরবাবুর সন্ধান।

কুমার পশ্চিমে চলিয়া গেলে সুধীরবাবু নিশ্চিন্ত বসিয়া রহিলেন না। এ সকল অনুসন্ধান করিতে তিনি প্রকৃতই আনন্দ অনুভব করিতেন।—কুমার তাঁহার উপর এই খুনের ভার দেওয়ায় তিনি

সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।—আবার তিনিই যখন তাঁহাকে এ অনুসন্ধান হইতে বিরত হইতে বলেন।—তখন তিনি তাঁহার অনুরোধে বিরক্ত, দুঃখিত ও রাগত হইয়াছিলেন। এক্ষণে কুমার তাঁহার শরণাপন্ন হওয়ায় তিনি মনে মনে বিশেষ আনন্দিত হইলেন।

কুমার পশ্চিমে চলিয়া গেলে সুধীরবাবু দুইদিন বাড়ী হইতে একেবারেই বাহির হইলেন না। গৃহে বসিয়া নির্জ্জনে মনে মনে এই দুই খুনের বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। এক রাত্রে প্রায় দুই স্থানে দুইটা খুন হইয়াছে,—একজন কলিকাতার প্রধান সম্ভ্রান্ত লোক,—মহারাজা,—অপরে অজ্ঞাত কুলশীলা কুৎসিত আলয় নিবাসিনী,—সম্ভবমত তাহার এক পয়সাও সংস্থান ছিল না।

অথচ রাজার—এক শ—টাকার একখানা নোট—তাহার—বিছানায় বাড়ীওয়ালী পাইয়া লুকাইয়া ফেলিয়াছিল। ইহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, সে সকলের অসাক্ষাতে এই স্ত্রীলোকের গৃহে সে রাত্রে গিয়াছিল। সে তাহাকে মৃত হত দেখিয়াও কোন গোল করে নাই—নোট লইয়া চুপ করিয়াছিল, সেদিন মহারাজার কাছে পাঁচখানা এক শ টাকার নোট ছিল, খুব সম্ভব এই পাঁচখানা নোটই মহারাজা তাহাকে দিয়াছিলেন। বাড়ীওয়ালী যে কেবল একখানা পাইয়াই যে নিরস্ত ছিল,—আর চারখানা লয় নাই,—তাহা কে বলিতে পারে? এ অবস্থার দুই কাজ হওয়া সম্ভব,—এক বাড়ীওয়ালী অতি প্রাতে তাহার ঘরের দরজা খোলা দেখিয়া, তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে খুন অবস্থায় পড়িয়া আছে দেখে,—তাহার—বিছানাতে নোট পাঁচখানা পড়িয়া আছে দেখে, দেখিয়াই তাহা সরাইয়া ফেলে।

পাছে তখন গোল করিলে পুলিস তাঁহাকে সন্দেহ করে বলিয়া, সে চুপ করিয়া গিয়াছিল। অথবা সেই পাঁচশত টাকা হস্তগত করিবার জন্য, এই স্ত্রীলোককে খুন করিয়াছিল,—এরূপ স্ত্রীলোকের অসাধ্য কার্য্য এ সংসারে কিছুই নাই।

সুধীরবাবু মনে মনে বলিলেন বাড়ীওয়ালীকে যে একেবারে সন্দেহ করা যায় না,—তাহা নহে। তবে ইহাও হইতে পারে, সে যাহা বলিয়াছে তাহা মিথ্যা নয়। সে বিমলার ঘরের মধ্যে গিয়া তাহাকে সত্য সত্যই হত দেখিয়াছিল,—তাহার পর তাহার বিছানায় নোটখানি দেখিয়া—লোভ সামলাইতে না পারিয়া চুরি করিয়াছিল।

তাহা হইলে দ্বিতীয় সম্ভবনা হইতেছে এই,—অন্য কেহ অপর চারিখানা নোটের জন্য এই—স্ত্রীলোককে যে খুন করে নাই, তাহা কে বলিতে পারে? সে তাড়াতাড়িতে চারিখানি নোটই দেখিতে পাইয়াছিল,—আর একখানি দেখিতে পায় নাই।—এ অবস্থায় এইরূপই হয়। এখন দেখিতে হইবে যে এই লোক কে—স্ত্রীলোক কি পুরুষ?

আর একজন স্ত্রীলোকের উপর বিশেষ সন্দেহ করিবার কারণ আছে। এই স্ত্রীলোক যাহা বলিয়াছে,—তাহার কতকটা আজগুবি বলিতে হয়। সে টাকা পাইয়া একজন অপরিচিত লোককে নিজের ঘর গভীর রাত্রে ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। ইহা কি সহসা বিশ্বাস করা যায়। এই কথার জন্যই এই বুনোহরির উপর বিশেষ সন্দেহের কারণ আছে। হয়তো টাকার লোভে এ বিমলাকে খুন করিয়া—নোট কয়খানি লইয়া বাড়ী ছাড়িয়া পালাইয়া যায়। কিছুই অসম্ভব নহে।

মহারাজা—পাঁচশত টাকার নোটসহ সে রাত্রে বিমলার নিকট আসিয়াছিলেন,—আরও এই নোটের একখানা বাড়ীওয়ালির কাছে ধরা না পড়িলে,—ইহাদের উপর কোন রূপ সন্দেহের কারণ ছিল না। বিনা কারণে, বিনা উদ্দেশ্যে মানুষ, মানুষ খুন করে না। তবে টাকা ভয়ানক জিনিষ, দুই পয়সার জন্য অনেক সময়ে মানুষের জ্ঞান গিয়াছে। এই দরিদ্র পল্লিতে দুর্বৃত্তদিগের সম্মুখে পাঁচ পাঁচ শ টাকা পড়িলে তাহারা যে একজন অজ্ঞাত কুলশীলা অনাথা স্ত্রীলোককে খুন করিবে।—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

কিন্তু সুদর্শন বলিতেছে,—যে স্ত্রীলোকটী খুন হইয়াছিল। তাহার বুকে যে ছোরা বিদ্ধ ছিল,—তাহা মহারাজার, তাহা হইলে এই দুই জন স্ত্রীলোক অথবা এই পল্লির কোন লোক সে ছোরা পাইবে কিরূপে?

সুধীরবাবু যতই ভাবিতে লাগিলেন ততই এই রহস্য জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

তবে কে খুনী?

তবে কে খুনী? রাজাকে যে খুন করিয়াছে,—সেই স্ত্রীলোকটীকে কি সেই খুন করিয়াছে? বিমলা অর্থের জন্য খুন হৈতে পারে,—মহারাজা খুন হইলেন কেন?

তাঁহাকে কি কেহ ঐ পাঁচ শ টাকার পাঁচখানা নোটের জন্য খুন করিয়াছে? কে সে—সে কি সুদর্শন, না বাড়ীর অপর কোন চাকর,—বা বাহিরের কোন লোক। তাহাই যদি হয় তাহা

হইলে এই স্ত্রীলোকের বিছানায় একখানা আসিবে কেন? কোন লোক মহারাজাকে প্রথমে তাঁহারই ছোড়ায় বাড়ীতে খুন করিয়া, পরে এই স্ত্রীলোকের নিকট আসিয়াছিল। তাহার পর ইহার সহিত তাহার ঝগড়া হওয়ায় বা পূর্ব্ব ক্রোধের জন্যই হউক, সেই ছোরায় ইহাকে খুন করিয়া পলাইয়াছিল? তাড়াতাড়ি পলাইতে গিয়া একখানা নোট ফেলিয়া যায়।

সুধীরবাবু বলিলেন, দেখিতেছি অনেকের উপরই সন্দেহ হয়। রহস্য অতি জটিল বলিয়া পুলিশ হালেপানি পায় নাই, এ অনুসন্ধান একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। আমি হতাশ হইবার পাত্র নই। আমি ছাড়িতেছি না। এখন দেখা যাউক সাধারণ সহজ ব্যাপরে কয় জনের উপর সন্দেহ হয়।

প্রথম। বাড়ীওয়ালী।

দ্বিতীয়। বুনোহরি।

তৃতীয়। সুদর্শন।

চতুর্থ। অপর কোন ভৃত্য।

পঞ্চম। অপর কোন বাহিরের লোক। যে বিমলার বাড়ী হইতে রাজার সঙ্গ লইয়া তাঁহাকে খুন করিয়া বিমলার বাড়ী আসিয়া তাহাকে খুন করিতে পারে,—দুর্বৃত্তের অসাধ্য কি আছে?

ষষ্ঠ—রাজবাড়ীর বাহির হইতেও বাহিরের কোন লোক গিয়া রাজাকে খুন করিয়া শেষ বিমলাকে খুন কয়িয়াছিল। হয়তো কোন বিশেষ কারণে রাজা ও স্ত্রীলোকের উপর তাহার জাত ক্রোধ ছিল। কে বলিতে পারে, যে এই বিমলা তাহার

স্ত্রী নহে।—রাজা তাহাকে স্বামিচ্যুত করিয়াছিলেন। এইরূপ কারণেই অধিকাংশ খুন হয়। এই লোকটী কে?

সপ্তম—রাজাও যে খুন করিতে পারেন না, তাহা নহে। সম্ভবত এই স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার কোন গুরুতর সম্বন্ধ ছিল। এই স্ত্রীলোক তাঁহার অনেক ভয়ানক ভয়ানক গুপ্তকথা জানিত। তিনি ইহাকে ভয় না করিলে কখনই—নাচের আসর ছাড়িয়া লুকাইয়া এইরূপ কুৎসিত পল্লিতে আসিতেন না। নিশ্চয়ই এই স্ত্রীলোক তাঁহাকে কোন বিষয়ে গুরুতর সাশাইয়া ছিল,—সে বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহাকে মহা বিপদে পড়িতে হইবে, ভাবিয়া তিনি বাড়ী হইতে দুই—কাজের জন্য প্রস্তুত হইয়া বাহির হইয়াছিলেন। তাহাই ছোরা ও পাঁচ শ টাকা সঙ্গে লইয়া ছিলেন।

তিনি প্রথমে টাকার প্রলোভন দেখাইয়া তাহাকে হাত করাইবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন,—কিন্তু সে তাহাতে তাঁহার কথা শুনিতে অস্বীকার করায়—তিনি রাগ সামলাইতে না পারিয়া তাহার বুকে ছোরা বসাইয়া দিয়াছিলেন। তাড়াতাড়ি পালাইবার জন্য একখানা নোট ফেলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু কথা হইতেছে, অপর চারিখানা নোট কোথা গেল,—তাহা তাঁহার পকেটে বা বাক্সে, দেরাজে পাওয়া যায় নাই।

সুধীরবাবু বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "ব্যাপার সহজ হইলে পুলিশই কাজ উদ্ধার করিতে পারিত, সুধীর চন্দ্রকে এত মাথা ঘামাইতে হইত না। যখন কাজে হাত দিয়াছি,—তখন ইহার শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া ছাড়িতেছি না।"

সুধীরবাবু কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া সহসা বলিলেন,

"আর একজনকেও সন্দেহ করা যায়,—সে সমরেন্দ্র, সে এই বিমলাকে বিশেষ ভালরূপ না জানিলে কখনও পয়সা খরচ করিয়া তাহার সৎকার করাইত না। অথচ পুলিশের নিকট বলিয়াছিল যে, সে আদৌ এই স্ত্রীলোককে চিনিত না। গুরুতর সন্দেহের কথা! ইহা একরূপ প্রমাণ হইয়াছে, যে—সেই রাত্রে তিনটী লোক বিমলার নিকট আইসে। সুদর্শনের কথা যদি ঠিক হয়,—তাহা হইলে একজন মহারাজা,—অপর সুদর্শন,—তৃতীয় ব্যক্তি কে? সে সমরেন্দ্র হইতে পারে,—কিন্তু কুমারের—কথা যদি সত্য হয়,—সে আদৌ—সে রাত্রে কলিকাতায় ছিল না। কুমার বলিয়াছে যে তাহারা দুইজনে একসঙ্গে এক গাড়ীতে খুনের পরদিন কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহা হইলে সমরেন্দ্রের পক্ষে সে রাত্রে বিমলার বাড়ী যাওয়া অসম্ভব।

এখন তাহা হইলে প্রথমে আমাকে তৃতীয় মহাপুরুষটী কে, তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইতেছে।

দ্বিতীয় মহারাজার সহিত এই বিমলার কি সম্বন্ধ ছিল।

তৃতীয় এই বিমলা আর মহারাজার উপর কাহারও জাত ক্রোধ ছিল কি না?

চতুর্থ কেহ সে রাত্রে মহারাজার সঙ্গ লইয়া তাঁহার বাড়ী গিয়াছিল কি না,—তখন বিমলা খুন হইয়াছিল,—না তাহার পরে খুন হইয়াছিল,—অর্থাৎ মহারাজা আগে খুন হইয়াছিলেন, না বিমলা আগে খুন হইয়াছে।

পঞ্চম এই চারিখানি নোট এখন কাহার নিকট আছে,

সেই লোক, সে রাত্রে মহারাজার বাড়ী, আর বিমলার বাড়ী আসিয়াছিল কি না?

"এই পাঁচ সন্ধান করিতে পারিলেই বোধ হয় কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিব। প্রথম হইতেই আরম্ভ করা যাক।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সুধীর বাবুর কতক জয়।

তিনি মহারাজা ও সুদর্শনের ছবি পকেটে করিয়া, আবার বাড়ীওয়ালীর বাড়ী উপস্থিত হইলেন। বাড়ীওয়ালী সহজে কোন কথা বলিতে চাহে না,—তিনি নানারূপে তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন। তাহার কোন ভয় নাই,—সকল কথা খুলিয়া বলিলে বরং তাহার পক্ষে খুব ভাল। নতুন মহারাজ, এ সন্ধান যে করিয়া দিতে পারিবে,—তাহাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়াছেন। তাহার দ্বারা যদি কোন সন্ধান পাওয়া যায় তাহা হইলে সে যাহাতে অন্ততঃ দু হাজার টাকা পায়,—তাহা তিনি করিবেন,—অনেক বকাবকির পর বাড়ীওয়ালী একটু নরম হইল,—বলিল, "আবার কি জানিতে চাও,—যা জানিতাম সব তো বলিয়াছি?"

সুধীর বাবু বিনয়পূর্ব্বক বলিলেন, "নতুন দুই একটা খবর পাইয়াছি,—সেই সম্বন্ধে তোমায় দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।"

"কর,—যা জানি বল্‌চি।"

"সে রাত্রে—তুমি ঠিক বল্‌তে পার যে বিমলার ঘরে তিন জনের বেশী আর কেহ আসে নি?"

"না গো না।"

"কেমন করে জান্‌লে? বুনোহরি একজনকে তাহার ঘর ছেড়ে দিয়ে বার হয়ে গেছল।"

"তা—আমি তখন জান্‌তেম না?"

"তাহা হইলেই তো সদর দরজা সমস্ত রাত্রি খোলা পড়ে ছিল! তুমি ঘুমাইলে হয়তো কেহ এসেছিল।"

"তা হবার যো নেই। আমি তেমন মেয়ে নই। আমি ১২ টার সময় শোবার আগে নিজে সদর দরজা বন্ধ করে দিয়ে চাবি লাগাই। সে চাবি আমার বালিশের নিচেয় থাকে, আমি সকালে না উঠ্‌লে কোন লোকের বাড়ীতে আসবার যো নাই—বাহিরে যাবার যোও নাই।"

"তা যদি হয়,—বুনোহরির ঘরে যে লোকটী ছিল,—সে বার হয়ে গেল কেমন করে?"

"আমি জানতাম লোকটা বুনোহরির ঘরে গিয়েছিল,—সে বিমলাকে খুজিতেছিল,—আমি জানিতাম সে বিমলার ঘরে গিয়াছে। সে অর্দ্ধঘণ্টা পরেই বাড়ী হতে বার হয়ে যায়,—সে বার হয়ে গেলে তার পর আমি দরজা বন্ধ করে দি।"

"তা হলে আর দুজন লোক তার আগে এসেছিল।"

"হা—কতবার বলব।"

সুধীর বাবু পকেট হইতে ছবিখানি বাহির করিয়া বাড়ীওয়ালীকে বলিলেন, "দেখতো এই দুটী লোক সে দিন এসেছিল কি না?"

বাড়ীওয়ালী মহারাজার ছবি দেখিয়াই বলিল, "হা—এই লোকটী প্রথমে এসেছিলেন,—ইনি আমার ঘরের দরজায়

দাঁড়িয়ে বিমলার কথা জিজ্ঞাসা করেন বলিয়া ইহার মুখ ভাল করিয়া দেখিয়াছিলাম।”

“আর একজন।”

“আর দুজনকে ভাল করিয়া দেখিনি—তখন আমি ঘরের ভিতর খেতে বসেছিলাম,—তারা বার হতে বিমলার কথা জিজ্ঞাসা করায় বলে ছিলাম, ঐ সামনের ঘর,—তবে——”

“তবে যে লোকটা সব শেষে বাহির হয়ে যায়,—বোধ হয় সে এটা?”

“যাক,—আজ আর তোমায় বিরক্ত করিব না,—যদি নূতন কিছু জান্‌তে পারি,—তোমায় এসে খবর দিব—এখন——”

“আবার কি?”

“একবার বুনোহরির সঙ্গে দেখা করিতে যাই।”

“তোমাদের পুলিশের জ্বালায় আমাদের পাগল হতে হবে সে তার ঐ ঘরে আছে।”

বাড়ীওয়ালী তাহাকে পুলিশের লোক জানিয়াছিল বলিয়াই রক্ষা,—নতুবা সে নিশ্চয় ঝাটার প্রকোপে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিত।

সুধীর বাবু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া বুনোহরির ঘরে প্রবেশ করিলেন,—সে একখানা কি পড়িতেছিল,—তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, “আবার জ্বালাতে এসেছ। চোর খুনতো তোমরা নশ চারশো ধর্ত্তে পার,—কেবল আমাদের গরিব পেয়ে জ্বালাতন কর।”

সুধীর স্বর যতদূর সম্ভব মধুর করিয়া বলিলেন, “না বুনোহরি বিবি,—আজ জ্বালাতন করিতে আসি নি।”

"বোস—ব্যাপার খানা কি শুনি।"

"সে দিন রাত্রে যে লোকটা তোমার ঘরে ছিল,—এ দুখানা ছবির মধ্যে সে কি কেউ।"

ছবি দেখিয়াই হরিমতি সুদর্শনের ছবি দেখাইয়া বলিল, "এই তো সেই পোড়ার মুখো—খুনি—বদমাশ !"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

হারান নোট।

এই স্ত্রীলোক সুদর্শনের ছবি দেখিয়াই তাহাকে খুনি বলিল কেন? সুদর্শনকে কি প্রকৃতই খুন করিতে দেখিয়াছিল? আমি মৃদু হাসিয়া বলিলাম, "তুমি তবে ইহাকে যথার্থ খুন করিতে দেখিয়াছিলে?"

"কেমন করে দেখ্‌বো,—আমি যে তাকে পয়সার লোভে ঘর ছেড়ে দিয়ে বাড়ী হতে বার হয়ে গিয়েছিলাম,—তাহাই এত ভোগান্তি ভুগচি।"

"তবে তাহাকে খুনি বল, কেমন করে?"

"কেমন করে? তা না হলে কখন আমাকে দশ দশ টাকা দেয়?"

"সন্দেহের কথা বটে?"

"সন্দেহ নয়,—এই বদমাইশেরই সেই কাজ?"

"আন্দাজে বলিলে হয় না,—প্রমাণ চাই?"

"তা হলে কোম্পানি তোমাদের—দিয়া রেখেচে কেন?"

"আচ্ছা এ সব কথা থাক। সেই বিমলার কিছু টাকা ছিল——না।"

"কানা কড়িও না।"

"চলিত কিসে?"

"মাঝে মাঝে কোথায় যেতো,—সেখান হতে কিছু নিয়ে আসতো।"

"বটে—তার পয়সা কড়ি কিছু ছিল না,—অথচ সে যে দিন মারা যায় তখন তার কাছে একখানা একশ টাকার নোট ছিল?"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ভীতভাবে বুনোহরি বলিয়া উঠিল, "তোমায় কে বলিল?"

"তাহা হইলে তুমি এ কথা জান?"

"আমি—আমি—কেমন করে জানবো? আমি জানতেম তার কানা কড়ীই নেই।"

"তামার ভাব দেখে তা—বোধ হয় না। তুমি জানিতে?"

"আমি কেমন করে,—ও তোমায়—"আমি যদি বলি সেই নোট খানা—"

"কোন নোট?"

"আমি খবর পাইয়াছি বিমলা যে দিন খুন হয়,—সে দিন তার কাছে একশ টাকার একখানা নোট ছিল,—সে খানা আমার পকেটে আছে?"

"তোমার পকেটে?"

"হা—দেখিতে চাও।"

"না—না—আমি দেখতে চাই না,—আমার কি দরকার।"

সুধীর বাবু তাহার ভাব দেখিয়া বেশ বুঝিলেন যে, সে খুন সম্বন্ধে কিছু না জানিলেও এই নোট সম্বন্ধে কিছু না কিছু

সে জানে,—নতুবা তাহার কখনও এ ভাব হইত না। সুতরাং তিনিও ভাবের পরিবর্ত্তন করিলেন,—অতি গম্ভীরভাবে রূঢ় ও দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "বিবি সাহেব,—কথা লুকাইলে কেবল বিপদে পড়িবে। সময়ে সকল কথাই প্রকাশ হইবে,—তখন রক্ষা থাকিবে না,—তাহাই তোমার ভালর জন্য বলিতেছি,—যাহা জান সব খুলিয়া বল।"

বুনোহরির মুখ সুখাইয়া গেল,—সে কথা কহিবার চেষ্টা করিয়াও—কোন কথা কহিতে পারিল না। তখন সুধীর বাবুর সন্দেহ, তাহার উপর আরো জাগরিত হইল। বুনোহরির ভীতিভাব দেখিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল, যে সেই তাহা হইলে এই নোটের লোভে তাহাকে খুন করিয়াছে,—তাহার পর বাড়ীতে ছিল না,—বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। সে নিশ্চয়ই রাজার সঙ্গ লইয়া তাঁহার বাড়ী গিয়াছিল,—তাহার নিকট আরো টাকা নোট আছে ভাবিয়া তাঁহাকেও খুন করিয়াছিল। এতদিনে তাহা হইলে তাঁহার কার্য্যে তিনি কতক কৃতকার্য্য হইলেন। তাঁহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল।

তিনি চক্ষু আরক্তিম করিয়া আরও গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তোমার কাছে সে নোট আছে।—বাহির কর——"

সে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "না—না—আমি—আমি—কিছুই জানি না,—দোহাই—দোহাই তোমার——"

সুধীর বাবু তাহাকে সবলে ধাক্কা দিয়া বলিলেন, "বজ্জাত বার কর নোট!"

সে দুই হস্তে তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমি খুন করি নাই—দোহাই তোমার——"

"ভাল কথা,—খুন না করিয়া থাক ভালই তবে তোমার কাছে নোট আছে,—মিথ্যা কথা বলিও না,—তাহা হইলে থানায় লইয়া যাইব।"

"না—কিছু মিথ্যা বলিব না। সত্য কথা বলিতেছি।"

"ভাল—এখন প্রথম নোট তোমার কাছে আছে?"

"হাঁ—আছে।"

"বার কর।"

বুনোহরি একটা বাক্স হইতে নোট চারিখানি বাহির করিয়া দিল। সুধীর বাবুর পকেট বইয়ে সেই সকল নোটের নম্বর ছিল,—তিনি মিলাইয়া দেখিয়া নোট পকেটস্থ করিলেন।

বলিলেন, "এখন শুনিতে চাহি তোমার কি বলিবার আছে,—মিথ্যা কথা বলিলে মারা যাবে।"

সে কাতরে বলিল, "মিথ্যা কথা বলিব না,—সব সত্যই বলিব। বিমলা ঐ ঘরে থাকিত,—তাহার ঘরে যাইতে হইলে আমার ঘরের সম্মুখ দিয়া যাইতে হয়। আমি দেখিলাম একটী লোক কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। প্রায় আধঘণ্টা পরে বেরিয়ে গেল, আর একটা লোক এল। সে দশ মিনিট পরে প্রায় ছুটিয়া ঘর হাত বার হ'ল, নোট গুলো আমার ঘরে ফেলে দিয়ে শীগগির বাড়ীর বার হয়ে চলে গেল। আমি কাগজ চার খানা তুলে নোট দেখে তখনই কাপড়ের মধ্যে লুকালেম,—এই সময়ে আর একজনের পায়ের শব্দ পাইলাম,—সে এই লোকটা, সে যে দশটাকা দিয়াছিল,—সে সত্যিকথা। এত টাকার নোট নিয়ে এ বাড়ীতে থাকা ঠিক নয় বলেই আমি সহজেই ঘর ছেড়ে দিয়ে

পলাইয়াছিলাম। দোহাই আপনার—যা বল্লেম,—তাহার একটী কথা মিথ্যা নয়।”

সুধীর বাবু একটু চিন্তিত হইলেন। এ কি সত্য কথা বলিতেছে,—না—এই টাকার লোভে এই ভয়াবহ খুন করিয়াছে।

ইহার নিকট পাঁচ খানার চারখানা নোট পাওয়া যাইতেছে, তখন ইহার উপর গুরুতর সন্দেহ হয়। কিন্তু রাজার ছোরা এ কিরূপে পাইবে?

খুব সম্ভব সুদর্শনের সহিত ইহার অনেক দিনের আলাপ ছিল,—না হইলে এ কখনই অপরিচিত লোককে ঘর ছাড়িয়া দিয়া যাইত না। তাহার পর এ ছবি খানা দেখিয়াই চিনিতে পারিল,—সুদর্শনকে স্পষ্ট খুনে বদমাইশ বলিল। এখন সুদর্শন নিরুদ্দেশ তাহাই বোধ হয় তাহার উপর রাগ, এরূপ স্ত্রীলোকের এইরূপ ব্যবহারই চিরকাল হইয়া থাকে।

সুধীর বাবু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না,—ইহার নিকট নোট বাহির হওয়ার রহস্য আরও জটিল হইয়া উঠিল। তবে এই স্ত্রীলোককে এখন হাতে রাখাই উচিত, তাহা বেশ বুঝিলেন, তাহাই স্বর একটু নরম করিয়া বলিলেন,' তুমি যাহা বলিলে,—তাহা শুনিয়া রাখিলাম। তোমার কথায় বিশ্বাস করিতে পারি না। অনুসন্ধান করিব,—তুমি যাহা বলিলে,—তাহা যদি সত্য হয়,—তাহা হইলে তোমার কোন ভয় নাই। তোমার যাহাতে ভাল হয়,—তাহা আমি করিব, আর মিথ্যা যদি——”

“মিথ্যা নয়,—আপনার দোহাই—আমি যা বলেছি,—ঠিক কথা,—একটুও মিথ্যা নয়?”

"বেশ—এ ভাল কথা। যে লোকটা নোট ফেলিয়া দিয়াছিল। তাহাকে দেখিলে চিনিতে পারিবে?"

"তাহাকে ভাল দেখিতে পাইনি। সে এক রকম ছুটে—আমার দরজার সামনে দিয়ে গিয়েছিল। তবু সে যখন নোট ঘরের ভিতর ছুড়ে দেয়, তখন তার মুখ দেখতে পেয়েছিলাম। বোধ হয় তাকে দেখ্‌লে আবার চিন্‌তে পার্ব্বো।"

"তুমি মনে কর কি যে সেই লোক খুন করেছিল?"

"তা আমি বল্‌তে পারি নে।—তিন জন এসেছিল,—কে খুন করেছিল, কেমন করে বল্‌ব। আমি এ বাড়ীতে ছিলাম না।"

"আচ্ছা আমি আবার তোমার সঙ্গে দেখা করিব।—দেখ ঘুনাক্ষরে যেন কোন কথা প্রকাশ না হয়।"

"না কাকেও বলিব না।"

সুধীর বাবু তথা হইতে বহির্গত হইয়া পুলিস আফিসে গিয়া অনেক কষ্টে বিমলার একখানি ছবি সংগ্রহ করিলেন। তাহার মৃত অবস্থায় এই ফটোগ্রাফ তোলা হইয়াছিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

টেলিগ্রাফ ও পত্র!

সুধীর বাবু পথে আসিতে আসিতে ভাবিলেন এই তৃতীয় লোক কে? যদি বুনোহরি সত্য কথা বলিয়া থাকে, তাহা হইলে সে বিমলাকে খুন করিয়া সেই নোট আর এক জনকে ফেলিয়া দিয়া যাইত না। সে যদি বিমলাকে খুন করিয়া থাকে তবে সে অন্য কারণ।—সে কারণ রাগ ভিন্ন আর

কি হইতে পারে? কিসের রাগ,—কেন রাগ—তাহা হইলে এই বিমলাই বা কে,—এই লোকই বা কে জানিতে না পারিলে, তাহা জানিবার উপায় নাই।

তবে এই লোক তাহাকে খুন নাও করিতে পারে। সে হয়তো এই বিমলাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিত,—সে দেখিল রাজা বিমলাকে খুন করিয়া পলাইতেছে। তাহাই তাঁহার সঙ্গ লইয়া, তাঁহার বাড়ীতে গিয়া, তাঁহাকে খুন করিয়াছে।

বাড়ওয়ালী বা বুনোহরি যে টাকার জন্য বিমলাকে খুন করিবে তাহার সম্ভবনা কম। বিশেষতঃ রাজার খুন ও বিমলার খুন দুই পরস্পরে জড়িত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রাজার সঙ্গে এই বিমলার জীবন বিশেষ কোন রকমে মিশ্রিত ছিল, তাহারও কোন সন্দেহ নাই। সুতারং একটা স্ত্রীলোক যে তাঁহার বৃহৎ প্রাসাদে সাহস করিয়া যাইয়া তাঁহাকে খুন করিবে ইহা বিশ্বাস করা সম্ভব নয়।

সুধীর বাবু কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কুমারের সন্ধানে তাঁহার বাড়ী আসিলেন, শুনিলেন কুমার পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছেন,—কোথায় আছেন, তাহা ঠিক কেহ বলিতে পারে না, তবে খুব সম্ভব তিনি চুনারে আছেন।

সুধীর বাবু চুনারে যাওয়াই স্থির করিলেন। তবে দ্বিতীয় লোকটা যে নোট ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহার একটু সন্ধান প্রথম করা আবশ্যক,—কিন্তু দুই তিন দিন অনেক চেষ্টায়ও তাহার কোন সন্ধান করিতে পারিলেন না। বুনোহরি ও বাড়ী-ওয়ালী ব্যতিত আর কেহ তাহাকে দেখে নাই।

তবে কি কিছুই স্থির নিশ্চয় হইল না। এ রহস্য কোন কালে ভেদ হইবে না! বিমলা কে? তাহার সঙ্গে রাজার কি সম্বন্ধ ছিল,—ইহা জানিতে না পারিলে কোন কাজই হইতেছে না। এটুকু জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই কোন সুত্র না সুত্র পাওয়া যাইবে। কুমার নিশ্চয়ই কিছু না কিছু জানিতে পারিয়াছে, আমাকে বলে নাই, আমার কাছে গোপন করিতেছে। এ কথা গোপন করিলে কোন কাজই হইবে না।

এই জন্যই তিনি কুমারের সহিত দেখা করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তিনি সেই দিনই পশ্চিমে রওনা হইবেন, স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু বাড়ী ফিরিয়া তিনি এক ঘোর সঙ্কটে পড়িলেন। দেখিলেন তাহার জন্য একখানি টেলিগ্রাফ ও একখানি পত্র আসিয়া পড়িয়া আছে।

তিনি প্রথম টেলিগ্রাফখানি খুলিলেন, দেখিলেন কুমারের টেলিগ্রাফ—বিন্ধ্যাচল হইতে আসিতেছে। তাহাতে কেবল মাত্র আছে।—

"বিশেষ কাজ—এখনই রওনা হও।"

তাহার পর পত্রখানি খুলিয়া দেখিলেন থামের ভিতর কেবল মাত্র একখানি ছবি;—তাহাতে কিছুমাত্র লেখা নাই।

এ ছবি তাঁহাকে কোথা হইতে কে পাঠাইল, কি জন্য বা পাঠাইয়াছে, এ কাহার ছবি? বিনা কারণে কেহ পাঠায় নাই। থামে দেখিলেন মথুরার মার্কা আছে। মথুরায় তাহার কোন আলাপি পরিচিত লোক নাই। তবে এ ছবি

তাঁহাকে কে পাঠাইল—কেন পাঠাইল,—এ কাহার ছবি ?

তিনি বিশেষ রূপে ভাল করিয়া ছবিখানি দেখিতে লাগিলেন, যাহার ছবি সে বেশ সুপুরুষ বাঙ্গালি বয়স পঁচিশ বৎসরের ঊর্দ্ধ হইবে না। এ কাহার ছবি,—ইহাকে সুধীর বাবু যে কখনও দেখিয়াছেন, তাহা বলিয়া বোধ হইল না, তবে মুখ খানা অথচ চেনা চেনা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এ কে—ইহাকে কোথায় দেখিয়াছেন তাহা অনেক ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না।

এ সময়ে এরূপ ভাবে তাঁহাকে এ ছবি কেহ বিনা উদ্দেশ্যে পাঠায় নাই। সহসা তাঁহার মনে এক কথা উদিত হইল। তিনি লম্ফ দিয়া উঠিলেন। তবে এই কি সেই দ্বিতীয় লোক, এই কি সে রাত্রে বিমলার বাড়ী গিয়াছিল। এই কি বুনোহরিকে নোট ফেলিয়া দিয়াছিল। তিনি ছবি লইয়া বুনোহরির বাড়ী ছুটিলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া এবার বাড়ীওয়ালী ও বুনোহরির মুখ সুখাইয়া গেল। তাহারা এই খুনের এরূপ অনুসন্ধান হইতেছে জানিয়া ক্রমে ভীত হইয়া উঠিতেছিল। তিনি তাহাদের অস্বস্থ করিবার জন্য বলিলেন, "তোমাদের কোন ভয় নাই! আর একখানা ছবি পাইয়াছি, তাহাই তোমাদের দেখাইতে আনিয়াছি। দেখতো এ লোককে চিনিতে পার কি না।"

বাড়ীওয়ালী ছবি দেখিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না—ইহাকে কখনও দেখি নাই।"

বুনোহরি ছবিখানি দেখিয়া বলিল, "সেই লোকটার মুখের সঙ্গে যেন এর মুখের অনেকটা আদ্রা আছে। কিন্তু তার বয়স অনেক বেশি। না—এ সে লোক নয়।"

সুধীর বাবু হতাশ হইয়া বাড়ী ফিরিলেন, তৎপরে এ কাহার ছবি এই চিন্তা করিতে করিতে পশ্চিম রওনা হইলেন।

চতুর্থ খণ্ড।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কুমারের ব্যাকুলিতা।

কি করিবেন, কুমার সমস্ত দিন সেই বিষয় চিন্তা করিলেন। যে দিন তিনি কলিকাতার রাজপথে পিতার মৃত্যু সম্বাদ পাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার পর তাঁহার জ্ঞান হইলে চক্ষু মেলিয়াই হাসির মুখ দেখিয়া ছিলেন, সেই দিন হইতে তাহার সেই সুন্দর মুখ ও তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। সেই দিন হইতেই তিনি তাঁহাকে ভালবাসিয়া ছিলেন। এত দিন তাহাকে না দেখিয়া তিনি তাহাকে ভুলেন নাই, সর্ব্বদাই তাহার কথা মনে করিয়াছেন, দিন রাত তাহার মুখ তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়াছে। তিনি কতবার মনে মনে বলিয়াছেন, যদি কখন কাহাকেও বিবাহ করিতে হয়, তাহা হইলে হাসিকে ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিবেন না।

এখানে আসিয়া এতদিন 'পরে তাহাকে' দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আবার আনন্দে আপ্লুত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার ভাল-বাসা শতগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি তাহাকে হৃদয়স্থ করিবার জন্য ব্যাকুলিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার মনকে সে কথা বলিতে দিতে না চাহিলেও তিনি বেশ জানিতেন যে তাহাকে দেখিবার জন্যই আবার চুনার আসিয়াছেন।

এখানে আসিয়া তাহার সহিত কথা কহিয়া তিনি বেশ বুঝিয়াছেন যে সেও তাঁহার উপর বিরূপ নহে, সেও তাঁহাকে ভাল বাসিয়াছে। ইহাতে তিনি তাহাকে লাভ করিবার জন্য যে ব্যাকুল হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

তিনি যাহাকে পাইবার জন্য এত ব্যাকুল, তাহার পিতা অযাচিত ভাবে তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য, তাঁহাকে অনুরোধ—এমন কি জেদাজিদিও করিতেছেন। অথচ তিনি তাহাতে সম্মত হইতে পারিতেছেন না,—তাঁহার মত দুঃখী এ সংসারে কে ?

কেন তিনি হাসিকে পাইয়াও তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। তিনি যে খুনির পুত্র,—তাঁহার পিতা যে স্ত্রী-হন্তা—শ্বশুর-হন্তা—নর হন্তা! এরূপ লোকের পুত্রের কি কাহাকেও বিবাহ করা কর্ত্তব্য! যদি কখনও কোন গতিকে হাসি তাঁহার স্ত্রী হইয়া তাঁহার পিতার কুকীর্ত্তির কথা জানিতে পারে, তাহা হইলে সে কি মনে করিবে? সে কি মন প্রাণের সঙ্গে তাঁহাকে ঘৃণা করিবে না ?

না—এ অবস্থায় তাঁহার তাহাকে কোন মতে বিবাহ করা উচিত নহে।

কুমার অধীর হইয়া উঠিলেন, তিনি আর গৃহমধ্যে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। দুই প্রহরে বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িলেন। এ অবস্থায় কতকটা হাটিয়া ক্লান্ত হইলে, হয়তো তাঁহার মনের এ যন্ত্রণা কতকটা কমিতে পারে।

তিনি উন্মাদের ন্যায়, দুই প্রহরে রাজপথে দ্রুতপদে চলিলেন। সহরের বাহিরে আসিলে, লোকালয় হইতে দূরে আসিয়া, তিনি একরূপ প্রায় ছুটিতে লাগিলেন।

তিনি আর ভাবিলেন না,—অথচ ভাবনা তাঁহার হৃদয় হইতে, কিছুতেই দূর হয় না। তিনি কতদূর আসিয়া পড়িয়াছিলেন, কোথায় আসিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই। তিনি চারিদিকের কিছুই দেখিতে পাইতেছিলেন না, কিছুই এতক্ষণ দেখেন নাই। এক্ষণে ক্লান্ত হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন দেখিলেন বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। তখন তিনি বুঝিলেন যে, তিনি অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছেন।

দেখিলেন, সম্মুখে একটু দূরে একটী পাহাড়, পাহাড়ের উপর মন্দির। বুঝিলেন, তিনি বিন্ধ্যাচলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

এত দুর আসিয়া পড়িয়াছেন। এখন এখান হইতে চুনার ফিরিতে হইলে অনেক রাত হইবে। তিনি আজ রাত্রে বিন্ধ্যাচলে থাকিবেন, কি চুনার ফিরিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, পথিপার্শ্বস্থ এক বৃক্ষের ছায়ায় বসিলেন। তিনি নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সহসা তিনি দূরে কোলাহল শব্দ শুনিতে পাইলেন, ক্রমে

কোলাহল শব্দ বৃদ্ধি হইল, তখন এত কোলাহলের অর্থ কি জানিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কোলাহল ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, বিশেষ গুরুতর কিছু না ঘটিলে, এত গোলযোগ উত্থিত হয় না, তিনি শব্দ ধরিয়া দ্রুতপদে সেই দিকে চলিলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, তিনি বুঝিলেন যে, কোলাহল পাহাড়ের অপর দিক হইতে উত্থিত হইতেছে। তিনি তখন তাঁহার গতি আরও বৃদ্ধি করিয়া, পাহাড়ের নিম্নে উপস্থিত হইলেন। ক্ষুদ্র পাহাড় আর একটু ঘুরিয়া গেলেই, কোলাহল যেখান হইতে উঠিতেছিল, সেইখানে উপস্থিত হইতে পারা যায়। তিনি ক্লান্ত সত্বেও সেই দিকে ছুটিলেন,—তিনি দেখিলেন তাঁহার ন্যায়, চারিদিক হইতেও অনেক লোক সেই দিকে ছুটিতেছে।

তিনি ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে পাহাড় ঘুরিলেন, তাহার পর সম্মুখে এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখিলেন।—দেখিলেন এক বাড়ীতে আগুণ লাগিয়াছে, বাড়ী হুহু করিয়া জলিতেছে। শত শত লোক, সেই বাড়ীর চারিদিকে সমবেত হইয়াছে। প্রকৃতই ভীষণ অগ্নি কাণ্ড? বাড়ীর নিকট কেহ যাইতে সাহস করিতেছে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভীষণ সাহস।

কুমার তাঁহার ক্লান্তি মুহূর্ত্ত মধ্যে ভুলিয়া গেলেন। তিনি উর্দ্ধ শ্বাসে ছুটিলেন।

বাড়ীর নিকটে আসিয়া দেখিলেন, বাড়ীটী দ্বিতল,—চারিদিক হইতে অগ্নিশিখা লেলিহজীহ্বা বাহির করিয়া, পৃথিবী যেন গ্রাস করিতে আসিতেছে। আগুণের ভাব ও জ্বলিত ঘৃতের গন্ধ পাইয়া কুমার স্পষ্ট বুঝিলেন, বাড়ীর নিম্নতলে ঘৃতের গুদাম ছিল, কোন গতিকে সেই ঘৃতে আগুণ লাগিয়া এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটাইয়াছে।

উপরের জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, তাঁহার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল, তাঁহার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া গেল, তিনি দেখিলেন, সেই জানালায় চারি পাঁচটী বালিকা দাঁড়াইয়া কাতরে চীৎকার করিতেছে?

তাহারা পুড়িয়া ভস্মিভূত হয়! তাহাদের রক্ষা করিবার জন্য, স্ব স্ব প্রাণভয়ে কেহই অগ্নির নিকটস্থ হইতে সাহস করিতেছে না।

তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "মই—সিঁড়ি—মই—একখানা এখানে মই নাই।"

"আছে।"

বলিয়া, একটী লোক একখানা মই আনিয়া তাঁহার হাতে দিল, তিনি নিমিষ মধ্যে সেই মই স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া, অগ্নির দিকে ছুটিলেন। সকলে তাঁহার এই ভীষণ সাহস দেখিয়া,

নিশ্বাস বন্ধ করিয়া, স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সেই ভয়াবহ কোলাহল মুহূর্ত্ত মধ্যে নীরব হইয়া গেল। তখন কেবল সেই ভয়াবহ অগ্নির শব্দ ব্যতীত, আর কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না।

কুমার প্রজ্জলিত গৃহের প্রাচীরে মই লাগাইয়া,—তীরবেগে উপরে উঠিতে লাগিলেন,—কয়েকজনকে নিম্নে সিঁড়ি চাপিয়া ধরিতে বলিলেন। তাঁহার অসীম সাহসে লজ্জিত হইয়া, কয়েকজন বলিষ্ঠ যুবক আসিয়া, মই চাপিয়া ধরিল।

কুমার উপরে গিয়া, লম্ফ দিয়া, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন,—তৎপরে একে একে বালিকাদিগকে মইয়ের উপর নামাইয়া দিতে লাগিলেন। প্রাণভয়ে মানুষ সকলই করিতে পারে,—বালিকাগণ সাবধানে মই ধরিয়া,—একে একে নিম্নে নামিতে সক্ষম হইল। নিম্নস্থ যুবকগণ দূরে তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া গেল।

কুমার, কেবল মাত্র ভূমে পা দিয়াছেন,—এই সময়ে চারিদিকে এক মর্ম্মাহত আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। বালিকাগণ ছুটিয়া আসিয়া,—তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া,—কাতরে সজলনয়নে বলিল, "মাইজী—মাইজী———"

কুমার উপরের দিকে চাহিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন পাষাণে পরিণত হইল। তিনি দেখিলেন, প্রজ্জলিত বাড়ীর ছাদে, একটী জটাজুটধারিণী গেরুয়া বস্ত্র পরিধানা সন্ন্যাসিনী দণ্ডায়মানা। বাড়ীর উপর তিন লৌহ-নির্ম্মিত বৃহৎ ত্রিশূল ছিল,—তিনি বাম হস্তে সেই ত্রিশূল ধরিয়া,—চক্ষু ঊর্দ্ধে তুলিয়া,—নিশ্চল, নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান

আছেন। তাঁহার চারিদিকে দূরে দূরে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উঠিতেছে।

এরূপ শান্তিপূর্ণ, সাম্য দেবীমূর্ত্তি, কুমার আর দেখেন নাই! তিনিও কিয়ৎক্ষণ পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন আবার তাঁহার কর্ণে সেই হৃদয়ভেদী "মাইজী—মাইজী" শব্দ ধ্বনিত হইল। তাঁহার জ্ঞান হইল।

তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "দড়ি,—শক্ত লম্বা দড়ি,—শীঘ্র কেহ আমায় দেও,—আমি ইহাঁকেও রক্ষা করিব।"

কে যে তাঁহার হাতে দড়ি দিল,—তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই। এই অল্প সময়ের মধ্যে অগ্নি দ্বিগুণিত হইয়াছে। আর ক্ষণবিলম্ব করিলে, কিছুতেই এই সন্ন্যাসিনীকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। কুমার সকল ভুলিয়া গিয়া, দড়িহস্তে আবার মই বাহিয়া উঠিতে লাগিলেন।

তাঁহার দেহ যেন অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিল,—তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই। আবার সকলে নীরব, নিস্তব্ধ, নিস্পন্দভাবে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া দণ্ডায়মান আছে। সকলেই মনে মনে ভাবিতেছে,—ইনি কি মাইজীকে রক্ষা করিতে পারিবেন না? না,—ইনিও প্রাণ হারাইবেন?

কুমার মইয়ের মস্তকে গিয়া দেখিলেন, সেখান হইতে ছাদ প্রায় দশ বার হস্ত দূরে। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ধরুন,—ধরুন,—এই দড়ি,—আমি ছুঁড়িয়া দিতেছি।

সন্ন্যাসিনীর উৰ্দ্ধনেত্র,—সমাধি অবস্থা,—নিশ্চল,—নিস্পন্দ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মাইজী।

কুমার আরও অধিকতর চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ধরুন—দড়ি ধরুন।"

এবার সন্ন্যাসিনী কুমারের দিকে চাহিলেন বটে,—কিন্তু কথা কহিলেন না।

কুমার চীৎকার করিয়া বলিলেন, "যাহা বলিতেছি করুন,—না হইলে, আমি পুড়ি। আপনাকে রক্ষা করিতে আসিয়া, আমি প্রাণে মরি।"

তিনি নীরবে হস্ত বাড়াইলেন। কুমার দড়ি ছুঁড়িয়া দিলেন,—তিনি দড়ি ধরিলেন। এই সময়ে সেই অগ্নির আলোকে তাঁহার মুখ ভাল করিয়া কুমার দেখিতে পাইলেন। তাহার পর বোধ হইল, তিনি মই হইতে নিম্নে পতিত হয়েন,—অতি কষ্টে মই ধরিয়া রহিলেন।

তাঁহার সহসা মস্তক বিঘূর্ণিত হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। তিনি তাঁহার পিতার সেই প্রেম-পত্রের মধ্যে যে ছবি পাইয়াছিলেন,—সে ছবিতে তাঁহার পিতার পার্শ্বে যে রমণীকে দেখিয়াছিলেন,—সে মুখ তিনি ভুলেন নাই। এই সন্ন্যাসিনীরও ঠিক সেই মুখ।

কুমার আত্মসংযম করিয়া বলিলেন, "ঐ ত্রিশূলে দড়ি বাঁধিয়া দিন। সন্ন্যাসিনী কোন কথা না কহিয়া, দড়ি বাঁধিলেন। কুমার বলিলেন, "শক্ত করিয়া বাঁধিয়াছেন তো?"

এইবার সন্ন্যাসিনী প্রথম কথা কহিলেন। বলিলেন, "বৎস্য, আত্মরক্ষা কর, আমার মৃত্যু ইচ্ছা।"

কুমার কোন কথা না কহিয়া, নিমিষ মধ্যে দড়ি ধরিয়া ছাদে উঠিলেন, তখন সহসা যেন সন্ন্যাসিনী নিতান্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু তার পর মুহূর্ত্তেই, তাঁহার সেই সাম্যদেবী ভাব দেখা দিল, তিনি প্রায় অসস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "বৎস তুমি কে?"

কুমার ব্যাগ্রভাবে বলিলেন, "মাইজী—শীঘ্র—শীঘ্র,—তাহা না হইলে, আমরা দুই জনেই মরিব।"

কুমার সত্বর তাহার কোমরে দড়ি বাঁধিয়া দিলেন, তিনি প্রতিবন্ধক দিতে উদ্ধত হইয়া বলিলেন, "তুমি কে, না বলিলে আমি যাইব না।"

"আমার নাম কুমার শৈলেন্দ্র, কলিকাতার মহারাজা অমরেন্দ্র নারায়ণের ছেলে—যান।"

এই বলিয়া কুমার একরূপ জোর করিয়া দড়িসহ সন্ন্যাসিনীকে ধীরে ধীরে নিম্নে নাবাইতে লাগিলেন। তিনি ভূমে অবতীর্ণ হইবামাত্র—তিনিও দড়ি ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িলেন!

তাহার পর তাঁহার কি ঘটিয়াছিল, তাহা তাঁহার স্পষ্ট ঠিক কিছু মনে নাই, তবে তাহার মনে আছে, তিনি মাটিতে পৌছিতে পারিয়াছিলেন, চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার কর্ণে অস্ফুট স্বরে ধ্বনি হইয়াছিল, "বাঙ্গালি বাবুকি জয়," তাহার পর তিনি চারিদিকে অন্ধকার দেখিয়াছিলেন, তাহার পর কি হইয়াছিল, তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই।

যখন তাঁহার জ্ঞান হইল, তখন তিনি দেখিলেন, তিনি

এক দুগ্ধফেনিভ শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, গৃহটী অট্টালিকা বলিয়া বোধ হইল, গৃহমধ্যে আর কেহ যে আছে, তাহা বোধ হইল না। তিনি কোথায় রহিয়াছেন, তাহা তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তবে তাঁহার কলিকাতার বাড়ীতে বা চুনারের বাসায় যে তিনি নাই, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন।

সহসা তাঁহার সেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের কথা মনে পড়িল, তাঁহার সকল কথাই নিমিষ মধ্যে মনে উদিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সেই সন্ন্যাসিনীর মুখও মনে পড়িল। তিনি লম্ফ দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তখন বুঝিলেন যে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা স্থানে স্থানে ঔষধও লেপিত রহিয়াছে!

তিনি বাধ্য হইয়া শয়ন করিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে কাহার পদ শব্দে তিনি চক্ষু মেলিলেন, দেখিলেন, সেই সন্ন্যাসিনী?

তিনি কুমারের নিকট আসিয়া, অতি মিষ্ট স্নেহ পূর্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস,—কেমন আছ।"

কুমার বলিলেন, "গায় একটু বেদনা বোধ করিতেছি, আর কোন অসুখ বলিয়া বোধ হইতেছে না। আমি বোধ হয় অনেকক্ষণ ঘুমাইয়াছি।"

"হা—প্রযোজন ছিল, নতুবা তুমি পীড়িত হইয়া পড়িতে। তুমি কাল অনেকের প্রাণরক্ষা করিয়াছ, আমারও করিয়াছ।"

"আপনি প্রাণ রক্ষার জন্য বড় ব্যগ্র ছিলেন না।"

"মরা বাঁচা মায়ের ইচ্ছা। মা যাহা করেন, ভালর জন্যই করেন। মৃত্যুতে আমি দুঃখিত ছিলাম না, সর্ব্বদাই

মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত আছি, আর মা তোমাকে দিয়া আমাদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন।"

"আপনার মুখ আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি।"

"অসম্ভব।"

"আপনার ছবি আমি দেখিয়াছি। আপনি সর্ব্বদাই মাইজী নামে বিদিত ছিলেন না।"

"সে জীবনের অনেককাল মৃত্যু হইয়াছে।"

"সে সত্য। যেদিন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, সেই দিনই পূর্ব্বজীবনের মৃত্যু ঘটিয়াছে। তাহা সত্য হইলেও আমি আপনার সেই সময়ের ছবি দেখিয়াছি। আপনার নাম সলিনা।"

সন্ন্যাসিনী অতি ধীরভাবে বলিলেন, "হাঁ—আমার নাম সলিনা এক সময়ে ছিল।"

কুমার উন্মত্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে—তবে—কেন আপনি আমার বাপকে জানাইয়া ছিলেন, আপনার মৃত্যু হইয়াছে?"

মাইজী কুমারের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া ধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার পিতা জীবিত আছেন।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মাইজীর কক্ষ।

কুমার এ অবস্থায় এরূপ সাম্যভাব আর কখনও দেখেন নই। তিনি এই সন্ন্যাসিনীর উপর রাগত হইবেন, ভাবিতে ছিলেন, কিন্তু এই দেবীর উপর রাগ করা অসম্ভব!

সলিনা বাঁচিয়া আছেন, তবে তাঁহার পিতা কাহার সহিত হত্যার দিন সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন,—সে কে? তাহার হস্তেও পিতার সেই আংটি ছিল।

কুমারের মস্তক বিঘূর্ণিত হইল, তিনি অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "তিনি নাই।"

সন্ন্যাসিনীর কণ্ঠ হইতে অতি মৃদুস্বরে নির্গত হইল, "নাই—নাই!"

কিয়ৎক্ষণ উভয়ই নীরবে রহিলেন, তৎপরে সন্ন্যাসিনী ধীরে ধীরে বলিলেন, "দেখিতেছি মায়ের ইচ্ছা, যে বহু বৎসর পরে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি যাহা করেন ভালর জন্যই করেন। মনে করিয়াছিলাম যেদিন হইতে সন্ন্যাস লইয়াছি, তাহার পূর্ব্ব কথা আর কথনও মনে করিব না, কিন্তু মায়ের ইচ্ছার উপর কাহার কথা। বৎস,—সত্য তোমার পিতার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু সে বিবাহকে বিবাহ বলা যায় না। এখন আমি আমার পূর্ব্ব পাপকাহিনী বলিতে কুণ্ঠিত ও লজ্জিত নহি। আমার সে জীবনের বহুদিন মৃত্যু ঘটিয়াছে।

হা—এক সময়ে তোমার পিতাকে আমি প্রাণ দিয়া ভাল বাসিয়াছিলাম। দিনকত পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে দেখা হইলে, আমার জীবনের অন্য অবস্থা ঘটিত। আমার পিতা ভাল লোক ছিলেন না, তিনি অর্থ পাইয়া পূর্ব্বেই আমাকে এক দুরাত্মার সহিত আমার বিবাহ দিয়াছিলেন। তোমার পিতার মথুরা আসিবার পূর্ব্বেই, আমার সে স্বামী নিরুদ্দেশ হয়েন, সে অনেক কথা। সে বিবাহের কথা কাহারও নিকট

বলেন নাই, আমিও বলি নাই। এই জন্য কেহই জানিত না।

তোমার পিতা আসিলে পূর্ব্বের মত—আমার বিবাহের মত, তোমার পিতার সহিত, আমার ভগিনী মলিনার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তোমার পিতা মলিনাকে ভাল বাসিতেন না, আমারেই ভাল বাসিতেন। এক দিন গোপনে আমাকে বিবাহের কথা বলিলেন। আমি এ লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, আমার পূর্ব্ব বিবাহের কথা কিছুই তাঁহাকে বলিলাম না। আমি জানিতাম, মলিনা তাঁহার জন্য ব্যস্ত, সে এ কথা ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিলে, সকল কথাই তাঁহাকে বলিয়া দিবে, আমি তোমার পিতাকে হারাইব। তাহাই আমিই গোপনে বিবাহের কথা বলিলাম, তিনিও সম্মত হইলেন। একদিন স্বামী বর্ত্তমানেও আমার সহিত তোমার পিতার বিবাহ হইয়া গেল। তাহার পর আমার জীবন কিরূপে অতিবাহিত হইয়াছে, তাহা অন্তর্যামী ভগবানই জানেন! যদি সে স্বামী আসিয়া পড়ে? যদি তোমার পিতা জানিতে পারেন, সে যন্ত্রণা বর্ণনার অতীত। তবে ভগবান শীঘ্রই আমার এ কষ্টের অবসান করিলেন। তোমার পিতা আমার পিতার চরিত্র জানিতে পারিলেন, উভয়ে অতিশয় কলহ—এমন কি হাতাহাতি ঘটিল। তোমার পিতা, আমার পিতাকে হত্যা করিয়াছেন ভাবিয়া, পুলিশকে অনেক টাকা দিয়া, সেই দিনই মথুরা হইতে পলাইলেন।

কুমার ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে—তবে—"

"হাঁ—আমার পিতা খুন হন নাই, তিনি কেবল মূর্চ্ছিত

হইয়াছিলেন। মহারাজা মথুরা হইতে চলিয়া যাইবার পর তাঁহার জ্ঞান হয়। কিন্তু তিনি আর বেশি দিন বাঁচেন নাই, একমাস পরে লোকলজ্জার ভয়ে, তিনি আত্মহত্যা করেন।”

মহারাজা চলিয়া যাইবার পর মলিনা সকল জানিতে পারিয়া, আমার উপর খড়্গহস্ত হইল, আমার জীবনও শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল, আর এ অসহনীয় যন্ত্রণা সহ্য করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় ভাবিয়া, আমি একদিন গভীর রাত্রে যমুনার জলে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিলাম। এক মহা সন্ন্যাসী আমাকে রক্ষা করেন। তিনিই আমায় দীক্ষা দেন, সেই দিন হইতে সলিনা মরিয়াছে, সলিনা আর নাই। তুমিও বৎস কখনও মনে করিও না, যে সলিনা জীবিত আছে?”

“সংসারে সলিনা আর নাই, তাহাই তোমার পিতাকে জানাইবার জন্য সকলকেই জানাইয়াছিলাম যে, যমুনার জলে আমার মৃত্যু হইয়াছিল, গুরুদেব ইহা প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে সলিনা আর নাই,—সলিনা মরিয়াছে?”

সন্ন্যাসিনী কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন, “বৎস,—তোমার জন্য পাল্কি আসিয়াছে—বাসায় যাও আমিও বিদায় হই। সাংসারিক ব্যাপারে লীপ্ত হইবার আমার গুরু-আজ্ঞা নাই।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিমলা কে?

এই বলিয়া সন্ন্যাসিনী বিদায় হইতে উদ্যত হইতেছিলেন, কিন্তু কুমার সবেগে বলিলেন, "মাইজী—আমি আপনাকে একট কথা বলিতে চাহি।"

সন্ন্যাসিনী দাঁড়াইলেন,—ধীর স্বরে বলিলেন, "কি জিজ্ঞাসা করিবে, কর।"

"আমার বাবার হাতে সর্ব্বদাই একটা আংটি থাকিত।"

"আমারও কাছে এখনও সে আংটী আছে।"

কুমার উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "দেখিতেছি একটা ঘোর দুর্বৃত্ততা হইয়া গিয়াছে? আমার পিতার মৃত্যুকথা শুনুন?"

"বল শুনি—মৃত্যুই আনন্দ।"

"এক দিন অনেক রাত্রে কাহার পত্র পাইয়া, তিনি লুকাইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যান। তাহার পর আমরা পরে জানিয়াছি, তিনি এক স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা করেন, ফিরিয়া আসিয়া একখানা পত্র লিখিতে বসেন। সেই অবস্থায় তাঁহাকে পরদিন মৃত দেখিতে পাওয়া যায়।"

"হঠাৎ মারা গিয়াছিলেন, দেখিতেছি।"

"অতিশয় হঠাৎ। এখনও আপনি সকল কথা শুনেন নাই।"

"তবে কি তিনি আত্মহত্যা করিয়াছিলেন?"

"হয় তাহাই—না হয়,—তাঁহাকে কেহ হত্যা করিয়াছিল। আরও শুনুন সেই দিন রাত্রে সেই স্ত্রীলোকও খুন হয়।"

"কি সর্ব্বনাশ ?"

"সেই স্ত্রীলোকের হাতেও বাবার স্থায় একটা আংটী ছিল।"

এবার সন্ন্যাসিনী একটু বিচলিত হইলেন। কিন্তু কোন কথা কহিলেন না। কুমার বলিতে লাগিলেন, "এই দুই খুনের রহস্য,—বিশেষতঃ আমার পিতার মৃত্যুর রহস্য ভেদ করা, আমি আমার করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম,—সেই জন্য অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম। বাবার কাগজ পত্রে, ও আমার বাড়ীর পুরাতন ভৃত্যের নিকট জানিতে পারিলাম, যে বাবার সহিত আপনার গোপনে বিবাহ হইয়াছিল। বাবা মথুরায় দুইটী ঠিক এক রকম আংটী কিনিয়া একটী আপনাকে দিয়াছিলেন,—অন্যটি নিজে ব্যবহার করিতেন। তাহাই আমি স্থির করিয়াছিলাম, যে তিনি সে রাত্রে আপনার সঙ্গেই দেখা করিতে গিয়াছিলেন, তাহাই আমি ভাবিয়াছিলাম যে——

সন্ন্যাসিনী ধীর ভাবে বলিলেন, "যে তিনি আমাকে খুন করিয়া, শেষে নিজেও আত্মহত্যা করিয়াছেন ?"

"তাহাই কি মনে হয় না ? মা পাগলের মত হইয়াছেন, সুদর্শন মরিতে বসিয়াছে,—আমার যে কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা দেখিতেই পাইতেছেন—আর——"

"আমি খুন হই নাই।"

"তাহা দেখিতেছি——"

"তোমার পিতা——"

সহসা সন্ন্যাসিনী চমকিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার দেহ

থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তিনি দুই হস্তে তাঁহার মস্তক চাপিয়া ধরিলেন, কুমার বুঝিলেন সন্ন্যাসিনীর সহসা কি কথা মনে পড়িয়াছে। তাহার পর কি ঘটিবে বুঝিবার পূর্ব্বেই সন্ন্যাসিনীর কণ্ঠ হইতে, হৃদয় বিদারক অস্ফুট আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল, তাহার পর তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন।

এ কি হইল, কুমার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপরে ব্যাকুলভাবে বাড়ীর লোক ডাকিতে আরম্ভ করিলেন।

তাঁহার চীৎকারে কয়েক জনে ছুটিয়া তথায় উপস্থিত হইল, তিনি ব্যাকুল ভাবে বলিলেন, "মাইজী অজ্ঞান হইয়াছেন।"

সকলে ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, "কেন—কেন—"

"তা জানি না—তোমরা দেখ?"

"ভয় নাই—জ্ঞান হইতেছে?"

সত্য সত্য সন্ন্যাসিনীর জ্ঞান হইতেছিল। সকলে ধরাধরি করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল, একজন তাহার মুখে জলের ঝাপটা দিল। তখন সন্ন্যাসিনী চক্ষু উন্মিলিত করিলেন। চারিদিকে বিস্মিতভাবে চাহিয়া উঠিয়া বলিলেন।

কুমারকে দেখিবামাত্র তাঁহার সকল কথা মনে পড়িল, তিনি সত্বর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন, "এ রকম আমার মধ্যে মধ্যে হয়, কোন ভয়ের কারণ নাই—তোমরা যাও—আমার ইহার সঙ্গে কথা আছে।"

তাহারা গৃহ হইতে বিদায় হইবামাত্র, তিনি কুমারের

নিকট আসিয়া বলিলেন, "কোন কথা এখন আমায় জিজ্ঞাসা করিও না—এখন কোন কথা নয়,—পরে সব জানিতে পারিবে। চল—এখনই চল—আমিও তোমার সঙ্গে চুনারে যাইব।"

কুমার কথা কহিতে উদ্যত হইলে, সন্ন্যাসিনী নিষেধ করিলেন। উভয়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কুমারের অন্তর্ধ্যান।

সহসা কুমারের বাসা হইতে অন্তর্ধ্যানে চুনারে একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। সুদর্শন অধীর হইয়া পাগলের ন্যায় হইয়াছে! এই বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, এখনই ফিরিবেন, তাহার পর এই দুইদিন আর সম্বাদ নাই!

সমরেন্দ্রবাবুও অধীর হইয়া উঠিয়াছেন? সন্ধ্যার সময় কুমারের তাঁহার বাড়ী যাইবার কথা, তিনি হাসিকে বিবাহ করিবেন কি না বলিবার কথা—কিন্তু তাঁহার দেখা নাই। সন্ধান লইয়া জানিয়াছেন, তিনি যে কোথায় গিয়াছেন, তাহা কেহই জানে না!

আর হাসি! মনে মনে সে উন্মাদিনী হইয়াছে! প্রকাশ্যে নিজের প্রাণের যাতনা প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। ভিতরে ভিতরে গুমরিয়া মরিতেছে! তাহার যন্ত্রণার বর্ণনা হয় না।

বিনয়বাবু এখনও অঘোরের বাড়ী ত্যাগ করিতে পারেন নাই। মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে অঘোরবাবুর বাড়ী অবস্থিতি

করিতেছেন। কোথায়, কেবল দুইদিন থাকিয়াই চলিয়া যাইবেন,—না প্রায় এক সপ্তাহের উপর কাটিয়া গেল? প্রত্যহ রাত্রে প্রেমারা চলিতেছে, প্রথম দুইদিন বিনয়বাবু জিতিয়াছিলেন, তাহার পর প্রত্যহ রাত্রে হারিতেছেন,—সঙ্গে অত টাকা নাই, প্রত্যহ তিনি তাঁহাকে ঋণের জন্য হ্যাণ্ডনোট দিতেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি সর্ব্বনাশের পথে ধীরে ধীরে নীত হইতে ছিলেন।

বিনয়বাবু কুমারের জন্য বিশেষ ভাবিত হইলেন না। অঘোরবাবু কুমারের অন্তর্ধানে বিশেষ সুখী হইলেন। তিনি জানিতেন কুমার থাকিলে তাঁহার অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে না। কুমার বিনয়বাবুকে জোর করিয়া চুনার হইতে লইয়া যাইবেন। কুমারের অপঘাত মৃত্যু ঘটিলেও অঘোরবাবু দুঃখিত নহেন।

বিনয়বাবু সমরেন্দ্রবাবুব বাড়ী আসিলে তিনি অতি ব্যগ্রভাবে কুমারের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বিনয়বাবু বলিলেন, "তিনি ঠিক আছেন। তাঁহার জন্য কোন ভাবনা নাই। মামাকে আমি খুব চিনি! তাঁহার ঐ রকমই স্বভাব। এই আছেন,—এই নাই—কোথায় যাইতেছেন,—কবে ফিরিবেন, তাহা কেহই বলিতে পারে না। তাহার কারণ তিনি কখনই কাহাকে কিছু বলিয়া কহিয়া করেন না।"

তাঁহার এ কথায় সমরেন্দ্রবাবু সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না! তিনি চলিয়া গেলে, তিনি কন্যাকে ডাকিলেন। হাসি নিকটে আসিলে তিনি তাহাকে সস্নেহে পার্শ্বে বসাইয়া বলিলেন, "মা,—কুমার চলিয়া যাওয়ায় তুমি দুঃখিত হইয়াছ,—কষ্ট

পাইতেছ, আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি। যাহাতে কুমারের সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়, তাহার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলাম।"

হাসির দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল। সে কেবল মাত্র অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল, "বাবা—বাবা—"

সমরেন্দ্রবাবুর গলাও ভার হইল। তিনি কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "কুমারের সঙ্গে যদি তোমার বিবাহ দিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার হৃদয়ের ভার অনেক লাঘব পাইত। আমি কুমারের কাছে বিশেষ ঋণি আছি।"

"কি ঋণ বাবা ?"

"তাহা তিনিও জানেন না। কেবল আমি জানি—সময়ে, আমার মৃত্যুর পর তিনি জানিতে পারিবেন। আমার মৃত্যুরও আর অধিক বিলম্ব নাই।"

"বাবা—বাবা—"

সমরেন্দ্রবাবু বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া কন্যার মস্তক ক্রোড়ে রাখিয়া, সস্নেহে তাহার মস্তকে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন।

সহসা তিনি অন্য কথা তুলিলেন, বলিলেন, "মা,—তোমার মনে আছে, যেদিন প্রথম আমার বাড়ী বিনয়বাবু আসে, সেই দিনই বলি যে অঘোর লোকটা ভাল নহে। উহার ব্যবসাই হইতেছে বড় লোকের ছেলে ধরিয়া জুয়া খেলিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করা।"

"হাঁ—বাবা—বলিয়াছিলে।"

"ফলে তাহাই দাঁড়াইয়াছে। আমি খবর পাইয়াছি সে প্রত্যহ বিনয়ের সঙ্গে প্রেমারা খেলিতেছে, প্রথম দুইদিন

তাঁহাকে জিতাইয়া এখন প্রত্যহ তাঁহাকে হারাইতেছে। তাঁহার কাছে টাকা না থাকায় সে ক্রমাগত অনেক টাকার হ্যাণ্ডনোট অঘোরকে দিতেছে ?"

"মাষ্টার মহাশয় কি করিতেছেন।"

"তিনিও অনেক টাকা হারিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন।"

"এমন লোকের সাজা হওয়া উচিত। অঘোর বাবুতো ভারি বদলোক।"

"আমি তাহাকে বরাবরই চিনিতাম। তবে পরের হাঙ্গামায় থাকিতে আমার আর ইচ্ছা ছিল না। তবে আমি আর এখন চুপ করিয়া থাকিতে পারি না। বিনয় কুমারের ভগিনীর ছেলে। কুমারের যে সর্ব্বস্বান্ত হয়, তাহা আমি দেখিতে কখনই পারিব না—"

"কি করিবে বাবা ?"

"আমার বিশ্বাস অঘোর মার্কা দেওয়া তাস লইয়া খেলা করে, তাহাই সে সর্ব্বদা জিতিতে পারে।"

"কি পাজি লোক ?"

"সত্য তাহাই কিনা, আজ তাহা ধরিবার জন্য তাহাকে, বিনয়, মাষ্টার সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছি। অঘোর জানে আমার অনেক টাকা আছে, সে সেই জন্যই অনেক দিন হইতে আমাকে তাহার সহিত খেলিবার জন্য প্রলোভিত করিতেছে ? আজ 'আমি নিজে খেলার কথা তোলায় সে খুব সন্তুষ্ট হইয়াছে। তাস লইয়া সন্ধ্যার পর আসিবে।

"আমাদের বাড়ী ?"

"হাঁ—আজ এখানেই খেলা হইবে।"

"বাবা,—সে বদ্‌লোক, হয়তো একটা কি করিবে।"

"আর যাহাতে সে কাহারও সর্ব্বনাশ না করিতে পারে তাহাই আজ আমি করিব। যাক এসব কথা এখন,—আমি কুমারের সম্বাদ লইয়া এখনই ফিরিতেছি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিস্ময়।

কুমার যে বাঙ্গালায় বাস করিতেছিলেন, সমরেন্দ্রবাবু তথায় আসিয়া কাহাকে দেখিতে না পাইয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পার্শ্বস্থ ঘরের দরজা খুলিলেন, তৎপরের স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন, বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সুদর্শন?"

সুদর্শনও সমরেন্দ্রবাবুকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল, এখানে তাঁহাকে দেখিবে, সে কথনও আশা করে নাই! বহু বৎসর পূর্ব্বে মথুরায় সমরেন্দ্রবাবুকে দেখিয়াছিল, তখন তিনি সুপুরুষ যুবক, এখন তিনি বৃদ্ধ জীর্ণশীর্ণ, কিন্তু সুদর্শন তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিনিল। বলিল, "হা—সমরেন্দ্রবাবু।"

"আমি—আমি—মনে করি—"

"আপনি মনে করিয়াছিলেন বা শুনিয়াছিলেন যে আমি কোন খানে লুকাইয়া ছিলাম।"

"হাঁ—তাহাই শুনিয়াছিলাম। তাহা হইলে পুলিশ——"

"পুলিশ কিছুই করিতে পারে নাই। এখনও আমার নামে ওয়ারেণ্ট আছে, তবে আমার মনিব জানিতে পারিয়াছেন যে আমি নির্দ্দোষী। আমি এখন ধরা যদি পড়ি, তাহাতে

ভয় পাই না, তবে আপনি আমায় ধরাইয়া দিবেন না বোধ হয়।”

“আমি! আমি তোমায় ধরাইয়া দিব? নিশ্চয়ই নয়? আমার দরকার কি?”

তাহার পর তিনি কুমারের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সুদর্শন বলিল, “তাঁহার কোন খবর পাই নাই?”

“কোথায় গিয়াছেন মনে কর?”

“কিছুই জানি না।”

“কিছু বলে গিয়াছেন কি?”

“না—কিছুই না।”

এই সময়ে ব্যাগ হস্তে আর একব্যক্তি দ্বারে আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি সুধীরবাবু। জীবনে সুধীরবাবু এত বিস্মিত আর কখনও হন নাই।

তাঁহার বিস্ময়ের বিশেষ কাবণ ছিল। সুদর্শন যে এখানে আছে, তাহা তিনি জানিতেন না? তবে তিনি সুদর্শনকে দেখিয়া যত বিস্মিত না হইয়াছিলেন, তাহার শতগুণ অধিক সমরেন্দ্রবাবুকে দেখিয়া হইয়াছিলেন?

তিনি ডাকে যে ফটোগ্রাফ পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি সমরেন্দ্রবাবুর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র বুঝিলেন যে সে ফটোগ্রাফ এই লোকের! যদিও এ বৃদ্ধ জরাজীর্ণ, কিন্তু ছবি সুপুরুষ যুবকের, তবুও মুখ এক,—বড় বিশেষ প্রভেদ কিছুমাত্র হয় নাই।

সুধীরবাবুকে হঠাৎ সম্মুখে দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে সুদর্শন লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাড়াইয়াছিল, তাহার মুখ সুখাইল, তাহার

দেহ স্পষ্টতঃ থরথর 'করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে জানিত সুধীরবাবু খুনের অনুসন্ধান করিতেছেন। তবে কি তিনি তাহার সন্ধান পাইয়া, তাহাকে ধরাইয়া দিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন ?

সমরেন্দ্রবাবু কখনও সুধীরকে দেখেন নাই, তবে তাহাকে দেখিয়া সুদর্শনের এরূপ ভীতির ভাব কেন হইল, তাহা হয়তো তিনি বুঝিতে না পারিয়া, তিনি মন্ত্র মুগ্ধ প্রায় সুধীরবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার মুখ পাঙ্গাসে বর্ণ প্রাপ্ত হইল।

সুধীরবাবু উভয়ের ভাব দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমি প্রেতাত্মা বা ভুত নই—বিশ্বাস না হয়,—গা ছুয়ে দেখ,—সুদর্শন, তুমি বাপু কাঁপিতেছ কেন? আমায় দেখিয়া এমন হইবার কারণটা কি,—আমি এখনও দানো পাই নাই? কর্ত্তা কোথায়? এই রেলে তেতে পুড়ে এলাম,—কোথায় তামাক দিবে—চা তয়ের করিবে,—না হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছ?"

সুধীরবাবুর কথায় সুদর্শনের ধড়ে প্রাণ আসিল। সে কম্পিত স্বরে বলিল, "তা—তা—তামাক,—এখনই আনিতেছি—চা——"

"ইনি কে?"

"সমরেন্দ্রবাবু——"

"স—ম—রে—ন্দ্র—বাবু।"

সমরেন্দ্রবাবু সুদর্শনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বাবু এলে খবর দিও।"

তিনি উত্তরের প্রতিক্ষা না করিয়া, দ্রুতপদে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

সুধীরবাবুর প্রবল ইচ্ছা হইল যে, তিনি বল প্রযোগে তাঁহার গমনে প্রতিবন্ধক দিবেন। কিন্তু কষ্টে আত্ম সম্বরণ করিলেন। তিনি সমরেন্দ্রবাবুকে যাইতে দিলেন বটে, কিন্তু সুদর্শন তামাকের জন্য যাইতেছিল, তিনি তাহাকে প্রতিবন্ধক দিয়া বলিলেন, "দাঁড়াও কথা আছে।"

সুদর্শন ভীত ভাবে দাঁড়াইল। সুধীরবাবু বলিলেন, "এ লোকটা কে?"

"বলিলাম তো, সমরেন্দ্রবাবু।"

"তাহা শুনিয়াছি। সমরেন্দ্রবাবুটী কে?"

সুদর্শন ইতঃস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "এখানে থাকেন।"

সুধীরবাবু বলিলেন, "যাও তামাক আন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সুদর্শনের মূর্চ্ছা।

সুদর্শন তামাক দিয়া চা প্রস্তুত করিতে গেল। সুধীরবাবু চিন্তিত মনে তামাক খাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সুদর্শন চা লইয়া আসিল, তখন চা পান করিতে করিতে সুদর্শনকে সুধীরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার রাজা কোথায়?"

সুদর্শন বিষণ্ণস্বরে বলিল, দুইদিন হইল তিনি বেড়াইতে বাহির হন, তাহার পর ফিরেন নাই।"

সুধীরবাবু বলিয়া উঠিলেন,—"ফিরেন নাই, সেকি?"

"হাঁ—তিনি বল্লিলেন, একটু বেড়াইতে যাইতেছি,—এখনি আসিব।"

"তারপর ?"

"তারপর এই দু-দিন তার আর দেখা নাই।"

"দেখা নাই ?"

"হাঁ—আর বাসায় ফিরেন নাই।"

"কোন সন্ধান করিয়াছিলে ?"

"কোথায় করিব।"

"কোথায় করিব,—এই চুনারে।"

"সন্ধান লইয়াছি,—তিনি এখানে নাই। সমরেন্দ্র বাবু তাঁহার সন্ধান এখানে লইয়াছিলেন,—তিনি এখানে নাই। তাঁহার সন্ধান লইতেই তিনি এখানে আসিয়াছিলেন।

সুধীর বাবু চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "বটে ?" তাহারপর তিনি আর কোন কথা কহিলেন না। তাঁহার মনে নানা কথা উদিত হইতে লাগিল।

কুমার হঠাৎ কোথায় অন্তর্হিত হইল, না বলিয়া, কহিয়া, কোন দ্রব্যাদি না লইয়া, সে যে এখান হইতে চলিয়া যাইবে, তাঁহার কোন সম্ভবনা নাই,—সে এইখানে আছে,—নতুবা—নতুবা তাহার পর যে কথা তাঁহার মনে উদিত হইল,—তাহা তিনি মনে ভাবিতেও সাহস করিলেন না!

এই সমরেন্দ্রের ছবিই যে কেহ তাহাকে পাঠাইয়াছে,—তাহাতে তাহার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই,—তবে কি এই সমরেন্দ্রই সে রাত্রে বিমলার বাড়ীর তৃতীয় ব্যক্তি ? তবে কি এই সমরেন্দ্রই সে রাত্রে বিমলাকে ও রাজা উভয়কে খুন

করিয়াছিল,—যে একটা খুন করিতে পারে, সে কি আর একটা খুন করিতে পারে না? অবশ্যই পারে। তবে কি এই সমরেন্দ্র কুমারকেও খুন করিয়াছে,—এ সংসারে কিছুই অসম্ভব নাই।

এই সকল চিন্তায়, সুধীরবাবু নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া তিনি সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমারের সঙ্গে এই সমরেন্দ্রের কি এখানে আলাপ হইয়াছে!"

সুদর্শন সহসা উত্তর দিল না,—সমরেন্দ্রের এক কথা বলিতে গেলে, মহারাজার পূর্ব্ব বিবাহ সম্বন্ধীয় সকল কাথাই বলিতে হয়। সে ইহা প্রাণ থাকিতে কাহাকেই বলিতে পারিবে না। একটু ভাবিয়া বলিল, "বোধ হয়—তাই হবে।"

সুধীর বাবু তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "সুদর্শন, আমাকে মিথ্যা কথা বলিও না,—তুমি এই সমরেন্দ্রকে কতদিন হইতে চেন?"

সুদর্শন বিপদ গণিয়া সভয়ে বলিল, "আমি—আমি—আজ এই মাত্র, এই প্রথম ইহাকে দেখিলাম।"

সুধীরবাবু বলিলেন, "বাপুহে,—আমি ঘাস খাই না। তোমরা যে ভাবে দুই জনে কথা কহিতেছিলে, তাহা প্রথম আলাপের নহে। সত্য কথা বল।"

"আমি সত্য কথাই বলিতেছি।"

"বটে! তুমি জান, আমি এই দুই খুনের অনুসন্ধান করিতেছি।"

"তা—তা—"

"তা—তা নয়। আমি জানি খুনের রাত্রে মহারাজা আর তুমি বিমলার বাড়ী গিয়াছিলে।"

সুদর্শনের মুখ শুখাইয়া গেল,—তাহার গলদঘর্ম্ম ছুটীল। সুধীরবাবু ইহা লক্ষ্য করিলেন,—বলিলেন, "ভয় নাই,—আমি জানিতে পারিয়াছি যে, তুমি খুন কর নাই,—তবে আমাকে মিথ্যাকথা বলিও না। আমি বুঝিয়াছি তোমার সঙ্গে এই সমরেন্দ্রের প্রথম আলাপ নহে।"

"আমি সত্যি কথা বলিয়াছি।"

"বলিয়া থাক ভাল,—এখন আমি সে জন্য তোমাকে আর কিছু বলিতেছি না।"

এই বলিয়া, তিনি নিজ পকেট হইতে সেই ছবি খানি বাহির করিয়া বলিলেন, "দেখ দেখি এই ছবি কাহার—ইহাকে চিনিতে পার?"

সুদর্শনের সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল,—সে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল, "আপনি——আপনি——"

আর তাহার কণ্ঠ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইল না,—সত্বর গিয়া সুধীরবাবু তাহাকে ধরিলেন, নতুবা সে ভূমে পতিত হইয়া গুরুতর আঘাত পাইত। সুধীরবাবু দেখিলেন, সে মূর্চ্ছিত হইয়াছে।

তখন তাঁহার অন্য কথা ভাবিবার সময় হইল না। তিনি সুদর্শনের মুখ দেখিয়া ভীত হইলেন, তাঁহার বোধ হইল সুদর্শন মৃত্যুমুখে,—তিনি "বেহারা—বেহারা" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন একজন হিন্দুস্থানি বেহারা বাহির হইতে ছুটিয়া আসিল,—তিনি বলিলেন, "জল—জল—শিগ্‌গির জল।"

সে জল আনিতে ছুটিল। সহসা এই ছবি দেখিয়া সুদর্শনের এরূপ হইল কেন? সমস্যার উপর সমস্যা, রহস্যের উপর রহস্য।

এই সময়ে বেহারা জল আনিলে সুধীরবাবু সুদর্শনের মুখে চোখে জল দিয়া মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিলেন,—সে কিয়ৎক্ষণ পরে চক্ষু উন্মিলন করিয়া চারিদিকে ব্যাকুল ভাবে চাহিতে লাগিল।

সুধীর বাবু বুঝিলেন, এ সময়ে তাহাকে আর বিরক্ত করা উচিত নহে। তিনি বলিলেন, "তুমি এখন শুইয়া থাক,—একটু ঘুমাও—আমি কুমারের সন্ধান লইয়া আসি।"

সুদর্শন কোন কথা কহিল না। তিনি বেহারাকে একটী টাকা দিয়া আহার প্রস্তুত করিয়া রাখিতে বলিয়া বাহির হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

সেই মুখ।

সুধীরবাবুর মস্তক হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, "কেন এই কুকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিলাম। বৃথা পরের জন্য নিজে কষ্ট পাইতেছি। যেরূপ ব্যাপার দেখিতেছি এ রহস্য ভেদ কখনও হইবে না। কেবল বিড়ম্বনা মাত্র হইতেছে?"

"এ ছবি সমরেন্দ্রের সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। একটু পূর্ব্বে আমি স্বচক্ষে দেখিলাম যে, সুদর্শন বেশ পূর্ব্ব-পরিচিতের ন্যায় এই সমরেন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল,

কই তাহাকে দেখিয়াতো মূর্চ্ছিত হয় নাই,—তবে তাহার ছবি দেখিয়া, সে সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল কেন? এ রহস্যের কিছুই বুঝিবার উপায় নাই।"

"যাহা হউক,—এ সকল বিষয় পরে দেখা যাইবে,—এখন কুমরের সন্ধান করাই প্রধান কার্য্য? তাঁহারও কি তাঁহার পিতার অবস্থা হইল নাকি? মহারাজার উপর এই খুনীর এতই জাতক্রোধ যে, তাঁহাকে খুন করিয়াও তাহার রাগ যায় নাই,—তাঁহার একমাত্র পুত্রকে হত্যা করিয়া, তাঁহাকে নির্ব্বংশ করিল।"

সুধীরবাবু কুমারকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "না,—না—অসম্ভব—অসম্ভব—সে নিশ্চয়ই বিশেষ কারণে কোথায় গিয়াছে।"

তাঁহার এ চিন্তা মনে উদিত হইতে দিতেও সাহস হইতে ছিল না। তিনি দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ তিনি কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তৎপরে মনে মনে একটা স্থির করিয়া, সত্বর টেলিগ্রাফ আফিস খুঁজিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুমারের যেখানে যেখানে যাওয়া সম্ভব, তিনি সেই থানে সেই—থানে টেলিগ্রাফ করিলেন। কলিকাতায়ও টেলিগ্রাফ করিলেন। তৎপরে কি করিবেন,—তাহাই ভাবিতে ভাবিতে, টেলিগ্রাফ আফিস হইতে বহির্গত হইলেন।

তিনি অন্যমনস্ক ভাবে চুনারের পথে পথে ঘুরিতে লাগিলেন,—সহসা তিনি দেখিলেন যে তিনি চুনার রেল ষ্টেষণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তখন সহসা তাঁহার

একটা কথা মনে পড়িল,—কুমার বড়লোক,—চুনার ষ্টেষণ ছোট,—তাহাতে বাঙ্গালি ষ্টেষণ মাষ্টার,—কুমার যদি এখান হইতে চলিয়া গিয়া থাকেন,—তাহা হইলে ষ্টেষণ মাষ্টার বা ষ্টেষণের কোন কর্ম্মচারি তাঁহাকে নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন। তিনি ষ্টেষণে প্রবেশ করিলেন।

সুধীরবাবু আলাপী লোক, অতি শীঘ্রই ষ্টেষণের সকল বাবুর সহিতই আলাপ করিয়া ফেলিলেন। কথায় কথায় কুমারের কথা তুলিলেন,—তাঁহারা সকলেই কুমারকে জানিতেন, চিনিতেন,—বাসায় একদিন কুমার ইহার মধ্যেই সকল রেল বাবুদিগকে এক ভোজ দিয়াছিলেন। পশ্চিম বেড়ান যেমন তাঁহার রোগ ছিল, রেল কর্ম্মচারিদিগকে ভোজ দেওয়াও তাঁহার তেমনই রোগ ছিল। সুতরাং কুমার দুই দিন নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, শুনিয়া সকলেই বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহারা সকলেই বলিলেন, "মহারাজা,—এখান হইতে গেলে, আমরা নিশ্চয়ই সম্বাদ পাইতাম।"

হতাশ চিত্তে সুধীরবাবু ষ্টেষন হইতে বাহির হইলেন। এখন তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে, নিশ্চয়ই কুমার হত হইয়াছেন। তিনি হৃদয়ে নিতান্ত বেদনা অনুভব করিলেন।

তিনি অন্যমনে কোন দিকে কতদূর যাইতেছিলেন,—তাহা তিনি জানিতেন না,—পথে যে সকল লোক যাইতেছিল,—তাহাদিগকেও তিনি দেখিতে পাইতেছিলেন না। সহসা তিনি বজ্রাহতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন! অপর কেহ এ সময়ে তাঁহাকে দেখিলে, ভাবিত, সহসা তিনি যেন কোন ঐশ্বরিক বা ঐন্দ্রজালিক বলে, পাষাণে পরিণত হইয়া পড়িলেন।

মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তিনি পার্শ্ববর্ত্তী একটী গৃহের গবাক্ষের দিকে অনিমিষ নয়নে চাহিয়াছিলেন।

সেই গবাক্ষে একটী বালিকা দণ্ডায়মানা ছিল। তিনি যে, তাহার দিকে এরূপ ভাবে চাহিয়া আছেন, তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই। সংসার,—পৃথিবী,—জগত যেন সমস্তই সে ভুলিয়া গিয়াছে,—তাহার মুখে এক অপরূপ বিষাদের ছায়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে!

সহসা তাঁহার পৃষ্ঠে কে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন, "সুধীরবাবু যে! এখানে কোথা থেকে?"

দশম পরিচ্ছেদ।

বিনয়বাবু।

সুধীরবাবুর এ অবস্থায় পরিণত হইবার বিশেষ কারণ ছিল! তিনি ভাবিয়াছিলেন, "একি? এ যে সেই বিমলা! তবে কি বিমলা খুন হয় নাই!"

বিমলার ছবি তখনও তাঁহার পকেটে ছিল,—তাহার মুখ তাঁহার হৃদয় পটে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল,—তিনি কি সে মুখ সম্বন্ধে কোন ভুল করিতে পারেন? এ যে সেই মুখ?

সহসা পৃষ্ঠে হস্ত স্থাপিত হওয়ায়, তিনি অতি চমকিত হইয়া ফিরিলেন,—দেখিলেন—বিনয়বাবু।

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "সুধীরবাবু একেবারে যে আত্মহারা হইয়াছেন?"

সুধীরবাবু অপরিচিত স্ত্রীলোকের দিকে এরূপ ভাবে চাহিয়াছিলেন,—তাহা অপরে দেখিয়াছে দেখিয়া, মনে মনে লজ্জা বোধ করিলেন,—বলিলেন, "না—তেমন কিছু নয়।"

তাঁহাদের কথা বোধ হয় বালিকার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, সে জানালা হইতে নিমেষ মধ্যে সরিয়া গেল।

বিনয়বাবু হাসিয়া বলিলেন, "দেখিতেছি আপনিও একজন সৌন্দর্য্য-ভক্ত লোক। তবে ওদিকে নজর দিবেন না, ও ফুল বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। যাক ও কথায়, এখন বোধ হয় মামার সন্ধানে?"

সুধীরবাবু প্রথমে একটু ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বহুক্ষণ এ অবস্থায় থাকিবার পাত্র ছিলেন না। বলিলেন, "হাঁ—নিশ্চয়ই, নতুবা কেন এমন যায়গায় আমার শুভাগমন হইবে।"

"মামা এদিকে চম্পট।"

"কোথায় চম্পট?"

"মামাকে আপনি কি চিনেন না, কবে তিনি কাকেও কিছু বলে কোন কাজ করে থাকেন। এখানে এসেছিলেন, আমায় ধরে নিয়ে যেতে,—তারপর,—কি জন্য গিয়াছেন তাও আমি জানি।"

"কোথায় গেছেন, তাহাই প্রথম আমি শুনি। ষ্টেসনের লোকেরা বলিল, তিনি গাড়ীতে উঠেন নাই।"

"যে গোপনে যাইতে চায়, তাহার কাহাকে না জানাইয়া যাওয়া কি বড় শক্ত। কোন রাত্রির গাড়ীতে উঠে পড়িয়া ছিলেন।"

সুধীরবাবু মনে মনে ভাবিলেন, "বিনয় যাহা বলিতেছে, তাহা অসম্ভব নহে, বরং তাহাই সম্ভব।" তিনি বলিলেন, "কোথায় গিয়াছেন মনে কর।"

"কেন,—কলিকাতায়।"

"হঠাৎ লুকাইয়া কলিকাতা যাইবার উদ্দেশ্য কি?"

বিনয়বাবু চক্ষুর অদ্ভূত পূর্ব্বভাব করিয়া বলিলেন, "মামাকে আপনি জানেন না,—মামা একটী হারুন অলরসিদ, মামার সব কাজই কবিতাময়—বিবাহটাও কি সেইরূপ হইবে না?"

তাঁহারা কথা কহিতে কহিতে যাইতেছিলেন। এই কথা শুনিয়া বিস্ময়ে সুধীরবাবু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। বিনয়বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বিবাহ!—বিবাহ!—কাহার বিবাহ!"

বিনয়বাবু সেইরূপ মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন, "কেন,—মামার?"

সুধীরবাবু বলিয়া উঠিলেন, "মামার—কুমারের।"

বিনয়বাবু হাসিয়া বলিলেন, "এখন সুধীরবাবু, মামা আর কুমার নাই,—এখন তিনি মহারাজা!"

সুধীরবাবু একটু অপ্রস্তুতভাবে বলিলেন, ওটা আমার ভুল হইয়াছে, তবে আমরা চিরকালই তাঁহাকে কুমার বলিব। এখন সে কথা 'যাক,—যথার্থই কি কুমারের বিবাহ!"

"কেন তাঁহার কি বিবাহ করিতে নাই!"

"আমি কি তাহাই বলিতেছি? তবে এ কথা আগে শুনি নাই। কোথায় স্থির হইয়াছে? বিবাহ করিতে যাইবার জন্য তাঁহার এমন করিয়া লুকাইয়া যাইবার আবশ্যক কি?"

"যাইবার জন্য নয়,—আসিবার জন্য।"

"সুধীরবাবু বিস্মিতভাবে বলিলেন, "সে কি? আসিবার জন্য এখানে।"

বিনয়বাবু স্বর অতি মৃদু করিয়া বলিলেন, "এখানে?"

সুধীরবাবু প্রায় লম্ফ দিয়া বলিলেন, "এখানে কার সঙ্গে ?"

বিনয়বাবু সেইরূপ মৃদুস্বরে বলিলেন, "এ কথা আর কেহই জানে না, মামা এ কথা কাকেও বলেন নাই, সব ভারি গোপনে হইতেছে, এই জন্যই তিনি এত গোপনে কলিকাতায় গিয়াছেন ?"

"এত গোপন করিবার অর্থ ?"

"অর্থ এই,—মেয়েটী, তাঁহার মত মহারাজার উপযুক্ত নহে,—রূপে গুণে নহে, এ কথা বলিতেছি না, রূপে গুণে দু-হাজার বার, তবে ঘর বড় উচ্চ নয়—তাই মামা বোধ হয় গোপনে বিবাহ করিতে চাহেন।"

"কলিকাতায় গিয়াছেন কেন ?"

"খুব সম্ভব দিদিমাকে রাজিকরিতে ?"

তিনি রাজি হইবেন ?"

"মামার সকল কথাতেই তিনি রাজি।"

"এখনকার মেয়ে শুনিতে পাই ?"

বিনয়বাবু আবার স্বর নিম্ন করিয়া বলিলেন, "কাহাকেও এ কথা বলিবেন না, তাহা হইলে মামা আমার মুখ দেখিবেন না।"

"তুমি কি পাগল যে যখন তুমি বারণ করিতেছ, তখন আমি এ কথা প্রকাশ করিব ?"

"আমিও এ খবর পাকে প্রকারে জানিতে পারিয়াছি।"

সুধীরবাবু অতি ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "কার মেয়ে ?"

"ঐ যাকে দেখলেন ?"

সুধীরবাবু এবার প্রকৃতই লম্ফ দিলেন, বলিয়া উঠিলেন, "কে ? কে ?"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সুধীরবাবু উন্মত্ত।

তাহার ভাব দেখিয়া, বিনয়বাবু ভীত ও বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন কি হইয়াছে? আমি জানিতে পারিয়াছি, যাহার কাছে শুনি না কেন, সে কথায় অপনার প্রয়োজন নাই, আপনি একটু আগে যে মেয়েটীকে দেখিতে ছিলেন, তিনি তাহাকেই গোপনে বিবাহ করা স্থির করিয়াছেন।"

এ কথা শুনিয়া সুধীরবাবুর মনে যাহা হইল, তাহা বর্ণনাতীত। তবে তিনি চিরকালই আত্মসংযমে সক্ষম, তাহাই অতি কষ্টে আত্মসংযম করিলেন। তবে—তবে—এই মেয়েকে—বিমলার ন্যায় ঠিক দেখিতে—সেই মুখ—কুমার ইহাকেই বিবাহ করিতে যাইতেছে,—এ কথা মেঘে গর্জ্জনের ন্যায়, তাহার কর্ণে ঘোর রোলে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

তিনি আত্মসংযম করিলেন বটে, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ কোন কথাই কহিতে পারিলেন না।

বিনয়বাবু বলিলেন, "আপনি মামার বিশেষ বন্ধু বলিয়া বলিলাম, নতুবা আর কাহাকেও বলিতাম না।"

সুধীরবাবু প্রাণ থাকিতে কোন কথা বিনয়কে বলিতে পারিবেন না, তিনি বলিলেন, "আমায় বলিবে তাহাতে আর ক্ষতি কি?"

তাহার পর তিনি এ মেয়ের সম্বন্ধে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিলেন, বলিলেন,

"এ মেয়েটী খুব সুন্দরী সন্দেহ নাই। একটু বয়স্থা বলিয়া বোধ হইল, দূর হইতে দেখিতেছিলাম, কত বয়স ঠিক করিতে পারি নাই।"

বিনয়বাবু হাসিয়া বলিলেন, "মামাও বয়স্থ, মেয়েটার বয়স পনেরর উর্দ্ধ নহে।"

সুধীরবাবু কষ্টে দীর্ঘনিশ্বাস কণ্ঠে দমিত করিলেন। ভাবিলেন, "তবে সে নয়—সে নয়,—তবুও রক্ষে! আমিও পাগল,—সে মরিয়াছে—তাহা সহরসুদ্ধ লোক প্রায় দেখিয়াছে, আর আমি তাহাকেই জীবিত মনে করিতেছিলাম। তবে আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য ঠিক সেই মুখ!"

তিনি বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটী কার মেয়ে?"

"সমরেন্দ্র——"

"কে?"

"কে" শব্দ এমনই ভয়াবহ ভাবে সুধীরবাবু বলিয়া উঠিলেন যে, বিনয়বাবু স্তম্ভিত হইয়া নীরব হইলেন। তাঁহার মুখের দিকে বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া রহিলেন। তিনি স্পষ্টতই ভাবিলেন যে সুধীরবাবুর মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে।

তৎপরে তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "সুধীরবাবু, রেলে আসিয়াছেন, বাসায় গিয়া একটু বিশ্রাম করুন।"

সুধীরবাবু বলিলেন, "হাঁ, শরীরটা তত ভাল নয়,—তবে এত খারাপ হয় নাই,—আসুন কথা কহিতে কহিতে যাই।"

পাছে না বলিলে, সুধীরবাবু আরও ক্ষেপিয়া উঠেন ভয়ে বিনয়বাবু তাঁহার সঙ্গে যাইতে সম্মত হইলেন।

উভয়ে কিয়ৎক্ষণ নীরবে চলিলেন, কিয়দ্দূর গিয়া সুধীরবাবু বলিলেন, এই সমরেন্দ্রবাবু বাবু কি করেন ?"

"ইহার বেশ টাকা কড়ি আছে, শুনিতে পাই। পশ্চিমেই বহুকাল হইভে আছেন। শুনিতে পাই, তিনি আগে কণ্ট্রাক-টারি কাজ করিতেন। আমার সঙ্গে এখানে আসিয়া আলাপ হইয়াছে, লোকটী বড় ভাল।"

"মেয়েটী ওঁর ?"

"বলিলাম তো।"

"মেয়ের মা আছেন ?"

"না,—সমরেন্দ্রবাবুর বহুকাল আগে স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে, মেয়েটীই মার কথা মনে করিতে পারে না।"

"ইনি এখানেই বরাবর থাকেন ?"

"শুনিলাম অনেক দিন হইতে আছেন।"

"কখনও কলিকাতায় যান নাই ?"

"তাহা কিরূপে বলিব ? হয়তো কখনও কলিকাতায় গিয়া থাকিবেন। এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন ?"

"আমার সঙ্গে এক সমরেন্দ্রবাবুর কলিকাতায় আলাপ হইয়াছিল—

"হয়তো তিনিই হইবেন।"

"কুমারের সঙ্গে কি পূর্ব্বে আলাপ ছিল ?"

"নিশ্চয়ই ছিল বলিয়া বোধ হয়। তা এখন মনে পড়ি-য়াছে,—প্রথম দিন মামা আমাকে খুঁজিতে সমরেন্দ্রবাবুর বাড়ী যান,—তখন দেখিলাম পূর্ব্বে উভয়ের আলাপ ছিল,—মেয়েটীর

সঙ্গেও আলাপ ছিল, কাজেই বোধ হইতেছে, অনেক দিনের আলাপ,—অনেক দিনের ঘনিষ্ঠতা!

"সম্ভব,—আমার সঙ্গেও বোধ হয়, ইহারই আলাপ হইয়াছিল, কাল ইহার সঙ্গে দেখা করিব।"

"এই সময়ে পথে অঘোরবাবুর সঙ্গে দেখা হইল, তিনি সহাস্য বদনে সুধীরবাবুর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বলিলেন, "কোথায়?—ইনি—"

বিনয়বাবু বলিলেন, "ইনি আমার বিশেষ বন্ধু।"

"তাহা হইলে মহারাজার ওখানে আসিয়াছেন? আলাপ হইয়া বড় আপ্যায়িত হইলাম।"

তাহার পর সুধীববাবুব দিকে ফিরিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "খেলাটেলা ভালবাসেন?"

সুধীরবাবু প্রথমে যেরূপ বিস্মিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেইরূপ পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। বুঝিয়াছেন খুনের রহস্য যদি ভেদ করিতে হয়, তাহা হইলে সে এখানে—এই চুনারে, আর এই সকল লোকের মধ্যে। তাহাই হাসিয়া বলিলেন,—"খুব?"

অঘোরবাবু বলিলেন, "প্রেমারা ত!"

"খুব।"

"কাল একটা খেলা আপনার দেখা যাইবে।"

"নিশ্চয়ই।"

এইরূপ এক কথাব জবাবে অঘোরবাবু বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন না,—সুধীরবাবুর ভাব বুঝিতে না পারিয়া বিনয়বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কখন যাইতেছেন?"

"ঠিক সন্ধ্যার সময়।"

"দেরি করিবেন না।"

"এখন কত দূর ?"

"এই ইহাঁকে মামার বাঙ্গালায় পৌছাইয়া দিতে যাইতেছি।

"যান,—আমার এইদিকে একটু কাজ আছে।"

তিনি চলিয়া একটু দূরে গেলে, সুধীরবাবু বলিলেন, "এটী কে ?"

"বড় ভদ্রলোক—নাম অঘোরবাবু—চুনারে অনেক দিন আছেন।"

"বটে ?"

আর সুধীরবাবু কোন কথা কহিলেন না, মনে মনে বলিলেন, "দেখিতেছি চুনার সহর ভদ্রলোক পূর্ণ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কলহ।

বিনয়বাবু সুধীরকে বাসায় পৌছাইয়া দিয়া, সমরেন্দ্রবাবুর বাড়ীর দিকে চলিলেন,—তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছিল।

সন্ধ্যার পরে অঘোরবাবু তাস হস্তে উপস্থিত হইলেন, একটু পরে মাষ্টার মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ সদালাপের পর খেলা আরম্ভ হইল। প্রায় রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত খেলা চলিল,—পুনঃ পুনঃ আহার প্রস্তুত হইয়াছে, হাসির বলিয়া পাঠান সত্ত্বেও তাঁহারা সে কথায়

কেহ কান দিলেন না। খেলার মত্ততায় তাঁহারা জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন।

খেলা যখন শেষ হইল, তখন তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহারাই তিনজনে হারিয়াছেন, অঘোরবাবু অগাধ টাকা জিতিয়াছেন?

সমরেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আমরা আজ সকলেই হারিলাম, অঘোরবাবুই জিতিয়াছেন,—উনি সর্ব্বদাই বড় সৌভাগ্যবান লোক।"

অঘোরবাবু হাঁসিয়া বলিলেন, "আজ আমার কাত,—কাল আপনাদের।"

সমরেন্দ্রবাবু অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বোধ হয় না।"

অঘোরবাবুর মুখ আরক্তিম হইল, তিনি বলিলেন, "সমরেন্দ্র বাবু,—আপনার কথার অর্থ বুঝিলাম না।"

"বুঝিলেন না! এই সকল তাস লইয়া কেহ আপনার সঙ্গে আজীবন খেলিলেও সে কখনও জিতিতে পারিবে না।"

ইহাতেও অঘোরবাবু বিচলিত হইলেন না,—মাষ্টার মহাশয় ও বিনয়বাবু বিস্মিতভাবে সমরেন্দ্রবাবুর মুখের দিকে চাহিলেন।

অঘোরবাবু অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আপনি কি বলিতেছেন, – বুঝিতে পারিলাম না।"

"বুঝিলেন না,—তবে বোঝাইয়া দিতে হইল। আপনি এই দুই ভদ্রলোকের নিকট হইতে অনেক হ্যাণ্ডনোট লইয়াছেন।"

"তাহার সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ কি?"

"আপনাকে আমিও আজ একখানা হাণ্ডনোট দিয়াছি—অনুগ্রহ করিয়া এ গুলি ছিঁড়িয়া ফেলুন।"

সকলে সমরেবন্দ্রাবুর এই কথায় অতিশয় বিস্মিত হইলেন। অঘোরবাবু ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হইয়া লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—বলিলেন, "যদি ইহা রসিকতা মনে করেন,—তবে এরূপ রাসকতা আমি ভাল বাসি না?"

সমরেন্দ্রবাবু অতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "রসিকতা নহে। সত্য—ধ্রুব সত্য,—আপনার এই তাস গুলি সমস্তই চিহ্নিত।"

"মিথ্যা কথা!"

"মিথ্যা কথা নহে।"

"বুঝিয়াছি—এখন টাকা,—আমার ন্যায্য পাওনা টাকা, দিতে চাও না—বুঝিয়াছি।"

"মাষ্টার মহাশয়,—বিনয়বাবু,—আপনারা দুইজনে দেখুন, এই তাস চিহ্ন করা কি না।"

মাষ্টার মহাশয় তাস বিশেষ লক্ষ করিয়া বলিলেন, "এ তাস নিশ্চয়ই চিহ্ন করা,—অঘোরবাবু, একি?"

"একি! আমি চিহ্ন করিয়াছি,—নিশ্চয়ই এই সমরেন্দ্র তাস বদলাইয়া ফেলিয়াছে।"

সমরেন্দ্রবাবু ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তৎপরে অতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "তোমায় একদিন সময় দিলাম। এই এক দিনের মধ্যে যদি তুমি সমস্ত হ্যাণ্ডনোট ফিরাইয়া দিয়া, এ সহর ছাড়িয়া না পালাও, একদিন পরে জুয়াচোর বলিয়া তোমায় ধরাইয়া দিব।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে অঘোর সমরেন্দ্রবাবুর মুখে সবলে মুষ্ট্যাঘাত করিল,—সমরেন্দ্রবাবু দূরে গিয়া নিক্ষিপ্ত হইলেন;—কিন্তু পরমুহূর্ত্তে বিনয়বাবু লম্ফ দিয়া উঠিয়া, সিংহবলে তাহার

গলা ধরিলেন,—তাহার পর তাহাকে অসীম বলে দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। সে দূরে গিয়া ভূপতিত হইল, তাহার মাথায় গুরুতর আঘাত লাগিল,—খরবেগে রক্ত বহিল।

ক্ষিপ্ত বন্য পশুর ন্যায় সে উঠিয়া দাঁড়াইল,—ভয়াবহ চক্ষে তাহাদের দিকে চাহিতে লাগিল,—তাহার চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল,—দুর্দ্দমনীয় ক্রোধে তাহার মুখ এমন ভয়াবহ ভাব ধারণ করিয়াছে,—যে তাহা দেখিলে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে! সে কিয়ৎক্ষণ ভীষণ দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, নীরবে রক্ত পুঁছিতে পুঁছিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সমবেন্দ্রবাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছিলেন,—তাহার নিকট আসিয়া বিনয়বাবু অতি বিষণ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেশি কি লাগিয়াছে?"

সমরেন্দ্রবাবু অতি কাতর স্বরে বলিলেন, "না,—বেশি নয়,—একটা বদমাইশ দূর হইল, এই সংসারের মঙ্গল?"

হায়, ভবিতব্বি! ভবিষ্যতে ভগবান তাহার অদৃষ্টে কি লিখিয়াছিলেন, তাহা তিনি জানিতেন না।

কে সংসারের সব বুঝিতে পারে? কলহ গুরুতর হইতে গুরুতর হইয়া উঠিতেছিল। এই সময়ে কে পশ্চাৎ হইতে অঘোরবাবুকে ডাকিল। অঘোরবাবু ভীত ও বিস্মিতভাবে চারিদিকে চাহিলেন,—তৎপরে তিনি উঠিতেছিলেন,—সমরেন্দ্র-বাবু তাঁহার হাত ধরিলেন।

অঘোরবাবু অতি রাগতভাবে বলিলেন, "হাত ধর,—এত বড় স্পর্দ্ধা!"

"ধরিব না কেন? তুমি কি করিতেছ,—তাহা কি মহাশয় জানেন না।"

"কি——কি——"

সমরেন্দ্রবাবু বলিয়া উঠিলেন, "আজ এই পর্য্যন্ত,—আমি মনে করিতেছিলাম,—একটা পাপ বিদায় হইল।"

অন্যান্য সকলে সমরেন্দ্রবাবুর হস্ত ধরিয়া, তাঁহাকে সেই বাড়ী হইতে বাহির করিলেন,—সকলেই বুঝিলেন, এই ব্যাপার এখানে শেষ হইবে না। কোথায় গিয়া, কোন জিনিষের শেষ হয়,—তাহা কে বলিতে পারে?

———

পঞ্চম খণ্ড।

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অবসর সেই।

কুমারের সঙ্গে যে ভৃত্য সর্ব্বদাই থাকিত, সহসা পরদিবস হাঁপাইতে হাঁপাইতে কুমারের বাঙ্গালায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

তখন সুধীরবাবু একাকী বসিয়া মনে মনে এই মহা রহস্যের আলোচনা করিতেছিলেন;—তিনি চুনাবে আসিয়া রহস্য আরও জটিল দেখিতেছেন।

কুমার নিরুদ্দেশ। বিনয় যাহা বলিল, তাহা যদি সত্য হয়,—তবে বিবাহের পূর্ব্বে সগরেন্দ্র সম্বন্ধে তিনি যাহা যাহা জানেন, তাহা সমস্তই কুমারের জানা নিতান্ত আবশ্যক। তিনি কাহার কন্যাকে বিবাহ করিতে যাইতেছেন,—তাহা তাঁহার একান্ত জানা আবশ্যক,—কিন্তু তিনি কোথায় বিনয়ের কথা বিশ্বাস করিতে হইলে, তিনি কলিকাতায়ই গিয়াছেন,

বুঝিতে হয়,—তবে নিশ্চয় বলা যায় না,—কারণ আমার টেলিগ্রাফের উত্তরে জানা যাইতেছে, অন্ততঃ আজ পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতায় বা কোন অন্য চেনা স্থানে উপস্থিত হন নাই;—তবে যদি আমার অজানা কোন স্থানে নাবিয়া থাকেন;—যাহাই হউক, সে যতদিন না ফিরিতেছে, ততদিন আমি এখান হইতে একপাও নড়িতে পারিতেছি না। সমরেন্দ্রের বিষয় না জানিয়া, তাহার কন্যাকে তিনি কখনও বিবাহ করিতে পারেন না।”

এখন কতকটা আলোকে আসিয়াছি! যাহা ভাবিতেছি, তাহাই ঠিক,—তবে সে না আসিলে, কিছুই করিতে পারিতেছি না,—মানুষ এমন অবস্থায়ও পড়ে।

এই সময়ে হাঁপাইতে হাঁপাইতে চাকর সেখানে উপস্থিত হইল! সুধীরবাবু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হইয়াছে—কি হইয়াছে?”

সে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, “মহারাজা—মহারাজা?”

সুধীরবাবু লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, “কই—কই—এসেছেন?”

“না।”

“তবে কি?”

“খবর——খবর——”

“বেটা, স্থির হ,—তারপর কি হয়েছে বল্। মহারাজ, এসেছেন?”

“না।”

“তবে মহারাজা—মহারাজা—বলে চেচাচ্চিস কেন?”

"মহারাজার—খবর——"

"কি খবর——"

"মহারাজা——"

"ঠাণ্ডা হ,—তারপর বল্।"

ভৃত্য অগত্যা কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন,—তৎপরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "বাজারে সকলে বলিতেছে বাঙ্গালার এক মহারাজা অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা করেছেন।"

"কি রকমে?"

"একজনদের বাড়ীতে আগুন লেগেছিল—সেই বাড়ীতে অনেক লোক ছিল। মহারাজা সেই আগুনের ভিতর গিয়ে সকলের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। তাঁর নামে চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেছে।"

"তিনি যে আমাদের মহারাজা তা কেমন করে জানলি?"

"আর বাঙ্গালি মহারাজা এ দেশে আর কে আছে।"

"কার কাছে শুনলি?"

"সকলেই বলচে।"

"কোথায়?"

"বাজারে।"

"চল দেখি, আমি নিজে অনুসন্ধান করে দেখ্‌ব।"

"আসুন।"

সুধীরবাবু মনে মনে ভাবিলেন, তাহা হইলে [illegible]বাবুর কথা সমস্তই বৃথা হইতেছে।

বাজারে সন্ধান করিয়া সুধীরবাবু বিশেষ কিছুই জানিতে

পারিলেন না। কেবল মাত্র, ভৃত্য যাহা শুনিয়াছিল, তিনি তাহাই শুনিলেন। বিন্ধ্যাচলে এক বাড়ীতে মহা অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল,—সেই অগ্নিকাণ্ডে প্রাণের ভয় না করিয়া কোন বাঙ্গালী মহারাজা—অনেকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। সে মহারাজার—নাম কি কোথায় বাড়ী, তাহা কেহই কিছু বলিতে পারিল না।

সুধীরবাবু তখনই বিন্ধ্যাচলে যাওয়া স্থির করিয়া, রওনা হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিন্ধ্যাচলে।

অতি প্রাতে তিনি বিন্ধ্যাচলে উপস্থিত হইলেন। কোন বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছিল জিজ্ঞাসা করায়, সকলেই তাঁহাকে একটা ভস্মীভূত বাড়ী দেখাইয়া দিল। সুধীরবাবু নিকটে গিয়া দেখিলেন বাড়ীটী ভস্মমুখে পরিণত হইয়াছে!

তখন তিনি অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। শুনিলেন দুই দিন হইল, একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে এই বাড়ীতে আগুন লাগে,—কিরূপে আগুন লাগিয়াছিল, তাহা কেহই জানে না?

সুধীরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বাড়ীতে কে ছিল?"

"মাইজী।"

"মাইজী কে?"

"মাইজী সন্ন্যাসিনী,—তিনি অনেক দিন থেকে এখানে আছেন,—তাঁর মত লোক হয় না। গরিবের মা বাপ ছিলেন,—তিনি যথার্থই দেবী।"

"তাঁহার সঙ্গে কি আর কেহ থাকিত?

"তিন চারিটা মেয়ে থাকিত। দুর্ভিক্ষ সময়ে তিনি তাহাদের কুড়াইয়া আনিয়া মানুষ করিতেছিলেন।"

"বাড়ীতে আগুণ লাগিবার সময়, তাহারা বাড়ীর ভিতর ছিল।"

"একটী বাঙ্গালিবাবু বাড়ীর ভিতর আগুণের মধ্যে গিয়ে, তাহাদের বাহির করিয়া না আনিলে, তাহারা কিছুতেই রক্ষা পাইত না।"

তাহার পর অগ্নিকাণ্ডে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তিনি সকলই শুনিলেন, শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বাঙ্গালি দেখিতে কেমন?"

তাহারা যেরূপ বর্ণনা করিল, তাহাতে সুধীরবাবু মনে মনে বলিলেন, এতো নিশ্চয়ই কুমার।"

যে বাড়ীতে সন্ন্যাসিনী কুমারকে রাখিয়াছিলেন, সেখানে গিয়া জানিলেন, সেটী একজন পাণ্ডাব বাড়ী। শুনিলেন, কুমার দুইদিন প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন, তাহার পরে চুনার চলিয়া গিয়াছেন,—মাইজীও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছেন। সুধীরবাবু ক্ষণবিলম্ব না করিয়া আবাব চুনার ফিরিলেন।

বাসায় আসিয়া শুনিলেন, কুমার ফেরেন নাই, সুদর্শন তাঁহার জন্য প্রায় উন্মত্ত হইয়াছে। আবার সুধীরবাবুর হৃদয় সন্দেহে পূর্ণ হইয়া গেল, তবে কি এ মহারাজা কুমার নহেন, বাঙ্গালা দেশের অপর কোন যুবক মহারাজা হইবেন। তিনি কিছুই ভাবিয়া, স্থিব করিতে পারিলেন না। যদি প্রকৃতই কুমার হইতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বাসায় ফিরিতেন। বিন্ধ্যাচলে সন্ধান পাইয়াছিলেন যে, তিনি চুনার

রওনা হইয়াছেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার বহু পূর্ব্বে চুনার উপস্থিত হইতে পারিতেন। তবে তিনি এই সন্ন্যাসিনীর সহিত কোথায় চলিয়া গেলেন। এই সন্ন্যাসিনীই বা কে? ইহার সহিত কি মহারাজার খুনের কোন সম্বন্ধ আছে।

সহসা তিনি লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আমার মত দ্বিতীয় গাধা আর ত্রিসংসারে কেহ আছে কি? আমার পকেটে ছবি ছিল, এই সন্ন্যাসিনীর সহিত এই ছবির কোন সৌসাদৃশ্য আছে কিনা, বিন্ধ্যাচলের লোকদিগকে ছবি দেখাইলে আমি অনায়াসে তাহা জানিতে পারিতাম?"

তিনি কি করিবেন, আবার চুনারে কুমারের সন্ধানে বাহির হইবেন কি না, তাহাই ভাবিতেছেন, এমন সময়ে তিনি বাহিরে দ্রুতপদ শব্দ শুনিতে পাইলেন। কুমার আসিয়াছেন ভাবিয়া, তিনি সত্বর বাহিরের দিকে ছুটিলেন। দেখিলেন কুমার নহেন, বিনয়বাবু ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছেন। তাঁহার মনেতেই উদিত হইল, কুমারের কোন বিপদ ঘটিয়াছে, তাঁহার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল, তিনি সাহস করিয়া কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

বিনয়বাবু নিকটস্থ হইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "মামা—মামা—মামা কোথায়?"

সুধীরবাবু বলিলেন, "ব্যাপার কি, কি হইয়াছে? কুমারতো ফেরেন নাই?"

বিনয়বাবু বিস্মিতভাবে বলিলেন, "ফেরেন নাই—সে কি?"

"কেন—কি হইয়াছে—অমন করিতেছ কেন?"

"সর্ব্বনাশ হইয়াছে?"

"কি সর্ব্বনাশ?"

"মামা খুন হইয়াছেন?

"খুন হইয়াছেন,—সে কি?"

"সব বলিতেছি—শীঘ্র আসুন।"

"কোথায়?"

"আসুন—আসুন—"

বিনয়বাবু তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া ছুটিলেন,—অগত্যা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, সুধীরবাবু তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

কুমার খুন হইয়াছেন,—শুনিয়া সুদর্শন স্তম্ভিত ভাবে দণ্ডায়মান ছিল। এক্ষণে তাঁহাদের উভয়কে ছুটিতে দেখিয়া, সেও তাঁহাদের পশ্চাত পশ্চাত ছুটিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অঙ্গীকার।

রাত্রে অঘোরবাবুর সহিত হাতাহাতি হওয়ায়, বিনয়বাবু মাষ্টার মহাশয়ের সহিত ডাক বাঙ্গালায় বাসা লইয়াছিলেন। মামা না থাকায়, তাঁহারা সে রাত্রে তাঁহার বাঙ্গালায় আসা যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করেন নাই। বিশেষতঃ, কুমারের সঙ্গে দেখা হইলে, অঘোরবাবু সম্বন্ধেও সকল কথা তাঁহাকে বলিতে হইবে, ইহাতে ভৎর্সনার সীমা পরিসীমা থাকিবে না। অঘোর বাবুর হস্ত হইতে, তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইবার জন্যই কুমার চুনারে আসিয়াছিলেন,—অঘোরবাবু সম্বন্ধে

তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন,—এ অবস্থায় যাহা ঘটিয়াছে,—তাহা তিনি কিরূপে তাঁহাকে বলিবেন! এই ভয়েই ডাক বাঙ্গালায় বাসা লইয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন পর দিনই চুনার হইতে চলিয়া যাইবেন। কিন্তু নিয়তি খণ্ডন করে কে?

পর দিন প্রাতে সমরেন্দ্রবাবু আসিয়া বলিলেন, "দেখুন,—আমার মন বলিতেছে, আমার মৃত্যুর বিলম্ব নাই। ইহাতে আপনারা আমাকে পাগল ভাবিয়া হাসিতে পারেন,—কিন্তু আমি পাগল নহি। কুমারকে একটা অনুরোধ করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে সে সম্বন্ধে পর দিনই উত্তর দিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু সেইদিন হইতেই নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, তাঁহার কি হইয়াছে জানি না। খুব সম্ভব আমার অনুরোধ পালন করিতে পারিবেন না বলিয়া, আমাকে কিছু না বলিয়াই দেশে চলিয়া গিয়াছেন।

বিনয়বাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমার বিশ্বাস অন্য রূপ।"

"কিরূপ বলুন।"

"আপনি তো তাহা জানেন।"

"আমি আপনার কথার—ভাবার্থ বুঝিতে পারিতেছি না।"

"আমার বিশ্বাস—

"বলুন ইতস্ততঃ করিতেছেন কেন?"

"আমার বিশ্বাস—

"আপনি এরূপ করিয়া কেবল আমাকে কষ্ট দিতেছেন মাত্র।"

"আমার বিশ্বাস তিনি আপনার কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য দেশে গিয়াছেন।"

সমরেন্দ্রবাবু নিতান্ত বিস্মিতভাবে বলিলেন, "একথা আপনাকে কে বলিল।"

"শুনিয়াছি?"

"কে বলিয়াছে?"

"তাঁহার নাম করিতে আমার আপত্তি আছে,—আপনার তাঁহার নাম শুনিয়া লাভ নাই।"

সমরেন্দ্রবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি জানিতাম এ কথা কুমার ও আমি ব্যতীত আর কেহ জানে না। যাহাই হউক,—আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা ঠিক নহে,—তাহা হইলে, কুমার আমাকে সে কথা বলিয়া যাইতেন,—তাহা হইলে যে অনুরোধ আপনাকে করিতে আসিয়াছি, তাহার জন্য আপনার নিকট আসিতাম না।"

বিনয়বাবু বিস্মিতভাবে বলিলেন, "যথার্থই কি মামা বিবাহ সম্বন্ধে কোন কথা বলিয়া যান নাই।"

"না,—বলিলে আপনার নিকট গোপন করিব কেন?"

"তাহা হইলে তিনি কোথায় গিয়াছেন?"

"কেমন করিয়া বলিব।"

"তিনি যেখানেই যান, আমরা শীঘ্রই তাঁহার সম্বাদ পাইব।"

"পাইবেন তাহা জানি,—কিন্তু এতদিন আমি বাঁচিব না।"

"এ কথা মুখেও আনিবেন না।"

"হয়তো আমাকে পাগল মনে করিতেছেন,—আমি পাগল নই, আপনি হয়তো এসব বিশ্বাস করেন না। অনেক সময়ে পূর্ব্ব হইতেই মানুষের মনে মৃত্যুছায়া পড়ে, আমারও তাহাই হইয়াছে।"

এই কথাগুলি সমরেন্দ্রবাবু এত বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন যে, তাহাতে কোমল প্রাণ বিনয়বাবুর হৃদয়ে বড়ই বেদনা লাগিল। তিনি কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না,—অথচ কিছু না বলিলেও নয়, তিনি বলিলেন, "আমাকে কি করিতে বলেন বলুন।"

সমরেন্দ্রবাবু তাঁহার হাত ধরিলেন, তাঁহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল, তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, তিনি অতি স্পন্দিত স্বরে বলিলেন, "এ ত্রিসংসারে আমার মেয়ের আর কেহ নাই। আমার ভাল মন্দ কিছু ঘটিলে, সে সম্পূর্ণ অসহায়া অনাথা হইবে না, তাহার টাকার অভাব হইবে না, তবে সে ছেলে মানুষ তাহাকে দেখিবার লোক নাই, যদি কুমার তাহাকে গ্রহণ করিতে অসম্মত হন,—অঙ্গীকাব করুন—অঙ্গীকার করুন,—আপনি তাহাকে আপনার সহোদরা ভগিনী রূপে গ্রহণ করিয়া, আপনার মার আশ্রয়ে তাহাকে রাখিবেন?"

বিনয়বাবুর চক্ষু জলে পূর্ণ হইল, তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "হা—অঙ্গীকার—করিলাম—আপনি নিশ্চিত থাকুন।"

ইহার পর সমরেন্দ্রবাবু বেশ উৎফুল্লভাবে কিয়ৎক্ষণ কথা-বার্ত্তা কহিয়া চলিয়া গেলেন। বিনয়বাবু আরও অঙ্গীকার করিলেন,—কুমারের সন্ধান যতদিন না হয়, ততদিন তিনি চুনার হইতে যাইবেন না। কাজেই বিনয়বাবুর চুনার ত্যাগ ঘটিল না, তবে এমন যে লোমহর্ষণ কাণ্ড ঘটিবে, তাহা তাঁহার স্বপ্নেও জ্ঞান ছিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

লোমহর্ষণ কাণ্ড।

পর দিবস তিনি ও মাষ্টার মহাশয় ডাক বাঙ্গালায় বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, এইরূপ সময়ে অঘোরবাবু অতি গম্ভীরভাবে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিনয়বাবু তাঁহার সহিত কথা কহিবেন কিনা ভাবিতেছেন, মাষ্টার মহাশয়ও কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না,—উভয়কে নীরব দেখিয়া অঘোরবাবু একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে বসিলেন।

যে লোকটা তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টায় ছিল, যাহার ন্যায় য়ুয়াচোর সংসারে আছে কি না সন্দেহ,—যাহার সহিত হাতাহাতি পর্য্যন্ত হইয়াছে, সেই লোক নির্লজ্জ হইয়া আবার কেন তাঁহাদের নিকট আসিয়াছে,—নিশ্চয়ই কোন বদমাইসী মতলব আছে, তাঁহারা উভয়েই ভাবিলেন যে তাঁহারা তাহার সহিত কথা না কহিলে সে অপমানিত মনে করিয়া উঠিয়া চলিয়া যাইবে।

কিন্তু তাঁহারা যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা হইল না। কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া, অঘোরবাবু বিকট হাস্য করিয়া উঠিলেন, সেরূপ ভয়াবহ হাসি বিনয়বাবু আর কখনও জীবনে শুনেন নাই, তাঁহার হৃদয়ের ভিতর হৃদয় বসিয়া গেল।

অঘোরবাবু বলিল, "বিনয়বাবু,—তোমায় একটা গল্প বলিতে আসিয়াছি—তোমার শোনা উচিত,—কারণ সেই

গল্পের নায়ক তোমার দাদা মহাশয়, বদমাইসের অগ্রগণ্য মহারাজা অমরেন্দ্রনারায়ণ।"

বিনয়বাবু ক্রোধে লম্ফ দিয়া উঠিতেছিলেন,—কিন্তু অঘোর অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করায়, তিনি কেন জানেন না, বসিয়া পড়িলেন।

অঘোর সেইরূপ বিকট হাসি হাসিয়া বলিল, "ভয় নাই, তোমাকে আর আমার সঙ্গে হাতাহাতি করিবার প্রয়োজন হইবে না—গল্পটা শোন।"

বিনয়বাবু কথা কহিবার চেষ্টা করিয়াও, কথা কহিতে পারিলেন না, কে যেন তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিল। তখন অঘোর বলিল, "অনেক বৎসরের কথা,—মথুরার এক বদমাইসের দুই মেয়ে ছিল,—এক জনের নাম মলিনা,—আর অপরের নাম সলিনা। সলিনাকে আমি গোপনে বিবাহ করিয়াছিলাম, এ কথা কেহ জানিত না। কিন্তু আমার টাকা কড়ি শেষ হইয়া যাওয়ায়, বদমাইস ও বদমাইসের মেয়ে আমাকে তাড়াইয়া দেয়,—এই সময়ে তোমার দাদামহাশয় মথুরায় এসে, এর হাতে পড়ায়, সলিলার সঙ্গে আবার মহারাজার বে দেয়! মহারাজা এ কথা জানিতে পারিলে, শ্বশুর জামাইয়ে হাতাহাতি হইয়া পড়ে,—তাহাতেই গুণধর শ্বশুর খুন হন্। রাজা পুলিসকে অনেক টাকা খাওয়াইয়া প্রাণ লইয়া পলায়।"

প্রথম অঙ্ক এই;—দ্বিতীয় অঙ্কে,—গুণবতী সলিনা দুইবার বিবাহ করিয়াও সুখ না পাইয়া, একদিন রাত্রে যমুনাতে ডুবিয়া মরে।

তৃতীয় অঙ্কে,—এই যে এখানে সমরেন্দ্র নামে এক বদমাইস

আছে,—সে মলিনাকে বে করে,—এই সমরেন্দ্রই জোগাড় করিয়া, রাজার সঙ্গে আমার স্ত্রীর বে দেয়,—এই বদমাইসই পদে পদে আমার সর্ব্বনাশ করিয়া আসিয়াছে। তবে তাহারও সাজা হইয়াছে।

চতুর্থ অঙ্কে,—ইহার স্ত্রী একটী দেড় বৎসরের মেয়ে রাখিয়া বাহির হইয়া যায়,—সে রাজাটার জন্য পাগল ছিল,—তাহাকে পাইবার জন্য নিজে সলিনা নাম লইয়া বেড়াইতেছিল,—দুই বোন যোমক থাকায়, দুজনের চেহারা প্রায় এক ছিল,—ভাবিয়াছিল, রাজা হয়তো ধরিতে পারিবে না,—যাহাই হউক—পঞ্চম অঙ্কে,—এ মলিনা কলিকাতায় গিয়া, সলিনার নাম দিয়া রাজাকে এক পত্র লেখে। রাজা ইহার পত্র পাইলে, ইহার সঙ্গে দেখা করিতে আইসে, তাহার কথায় রাজি না হওয়ায় দুজনে ঝগড়া হয়, তাহার পর তাহার সঙ্গে সঙ্গে মলিনা, তাহার বাড়ীতে গিয়া, তাহাকে খুন করিয়া পালাইয়া,—রাজার ঘর হইতে অনেক টাকা কড়িও আনিয়াছিল,—কিন্তু পাপের দণ্ড আছে। সেই রাত্রেই তাহাকে খুন করিয়া কোন বদমাইস টাকা করি লইয়া পালায়।"

এখন শেষ অঙ্ক শোন,—এতদিন এই সমরেন্দ্রকে সাজা দিবার সুবিধা পাই নাই,—আজ পাইয়াছি,—আজ তাহাকে একটু আগে গুলি করিয়াছি। এখন দেখিলাম, আমার স্ত্রী মরে নাই—সে আজ সমরেন্দ্রের বাড়ী আসিয়াছে,—নিশ্চয়ই মধ্যে মধ্যে আসিত। আজ তাহার সাজা হইয়াছে,—রাজাটাকে স্বহস্তে হত্যা করিবার ইচ্ছা ছিল,—কিন্তু তাহা পারি নাই,—আজ তাহার ছেলেকে গুলি করিয়াছি।"

এই সময়ে অনেক লোকের পদশব্দ শ্রুত হইল। অঘোর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল,—ধীরে ধীরে পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিল,—পরমুহূর্ত্তে "ধর—ধর—পাকড়াও" বলিতে বলিতে ইনেস্পক্টর ও পুলিস সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল।

কিন্তু তাঁহারা তাঁহার নিকটস্থ হইবার পূর্ব্বেই অঘোর বলিল, "আর এই শেষের শেষাঙ্ক।" তাহার পর সে কপালে পিস্তল ধরিয়া আওয়াজ করিল

তাহার মস্তিষ্ক ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল, সে মহাশব্দে ভূপতিত হইল। এই লোমহর্ষণ ভয়াবহ কাণ্ড দেখিয়া, মাষ্টার মহাশয় মূর্চ্ছিত হইলেন। বিনয়বাবু এতক্ষণ মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় বসিয়াছিলেন, তাঁহার কথা কহিবার বা নড়িবার সামর্থ ছিল না। এক্ষণে তিনি লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

এই নররাক্ষস তাঁহার মাতুল কুমারকে হত্যা করিয়াছে,—ইহাই তাঁহার প্রাণে তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ধ্বনিত হইতে লাগিল। তাঁহার আর কোন জ্ঞান ছিল না,—তিনি উন্মত্তের ন্যায় কুমারের বাঙ্গালার দিকে ছুটিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মাষ্টার মহাশয়।

তাঁহারা উভয়ে সুধীরবাবু ও বিনয়বাবু উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছিলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে সুদর্শন ছুটিতেছিল, তাঁহাদের কাহারই কথা কহিবার অবসর ছিল না।

তাঁহারা ডাক বাঙ্গালায় আসিয়া দেখিলেন; লোকে

লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। পুলিস জনতা দূর করিতে চেষ্টা পাইতেছে।

সুধীরবাবু সত্বর গৃহ প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন একটী দেহ বস্ত্রে আচ্ছাদিত একদিকে পড়িয়া আছে। তাঁহার সঙ্গে বিনয়বাবুও প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে ইনেস্পেক্টর বসিয়া লিখিতেছিলেন, তিনি তাঁহাকে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনারা দুই জনেই তো খুব সাহাসী পুরুষ—একজন মূর্চ্ছা গিয়াছেন,—আপনি ছুটিয়া পলাইয়াছিলেন।

বিনয়বাবু তাঁহার কথায় প্রতিবন্ধক দিয়া রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "মহাশয়, শীঘ্র বলুন, কুমার কোথায়,—তিনি—তিনি—তিনি—"

"ভয় নাই—তিনি আহত হন নাই। ভাগ্যক্রমে তাঁহার গায় গুলি লাগে নাই। অধীর হইবেন না—বসুন।"

"আর—আর—সমরেন্দ্রবাবু—"

"তিনি আহত হইয়াছেন,—তাঁহার বিষয় এখন কিছু বলা যায় না।"

"কুমার কোথায়?"

"তিনি নিরাপদে সমরেন্দ্রবাবুর বাড়ী আছেন, তাঁহার জন্য ভাবিত হইবার কারণ নাই।"

"আমি এখনই তাঁহার কাছে যাইব—আমি স্থির হইতে পারিতেছি না।"

"আমি বলিতেছি মহাশয় স্থির হউন। তাঁহার জন্য কোন ভাবনা নাই—এখন আপনার মাষ্টার মহাশয়টীর যদিও জ্ঞান হইয়াছে, কিন্তু তিনি যেরূপ কাঁপিতেছেন, তাহাতে তাঁহার

কাছে কিছু জানিবার উপায় নাই, আপনার নিকট শুনিতে চাহি, এই ভদ্রলোক আপনাদের কাছে আসিয়া কি বলিয়াছিল।"

বিনয়বাবু বলিলেন, "মহাশয়, আমায় এখন মাপ করুন,—আমাকে এখান হইতে যাইতে দিন—আমি দেখিতে পারিতেছি না।"

"এখন একটা কথার উত্তর দিলেই হইবে,—পরে অন্যান্য কথা হইবে।

"বলুন।"

সুধীরবাবু বলিলেন, "কুমার যখন নিরাপদ আছেন,—তখন অধীর হইতেছ কেন? এখনই তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবে। ইনেস্পেক্টর সাহেব যাহা জিজ্ঞাসা করেন, উত্তর দেও।"

ইনেস্পেক্টর সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "এ সকল বাবুসাহেব দেখ না, ঘাবড়াইয়া গিয়াছেন। আপনি—'

"আমি কুমারের বিশেষ বন্ধু।"

"তাঁহারই বাঙ্গালায় আছেন—আগে দেখি নাই?"

"সম্প্রতি আসিয়াছি।"

"এটী?"

"মহারাজার পুরাতন ভৃত্য।"

"বিনয়বাবু, আপনি একটা কথা বলিলেই আমার উপস্থিত কাজ হইবে, তাহা হইলে আমি লাস চালান দিতে পারি।"

বলুন—কি জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন।"

"এই লোককে আপনি চিনিতেন,—আপনি কয়দিন এখানে আসিয়া ইহার বাড়ীতে ছিলেন। পূর্ব্বে ইহার সঙ্গে আলাপ ছিল না, ষ্টেসনে আলাপ।"

"হাঁ—আপনি যাহা বলিতেছেন তাহাই ঠিক।"

"আজ এ ডাক বাঙ্গালায় আপনাদের সঙ্গে দেখা করিয়া, সে একটু আগে কাহারও উপর গুলি চালাইয়াছে, এ কথা কি স্বীকার করিয়াছিল?"

"হাঁ,—স্বীকার করিয়াছিল।"

"ঠিক এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছিল, তাহাই আমি শুনিতে চাহি। অন্যান্য যাহা বলিয়াছিল, তাহা এখন আমার জানিবার আবশ্যক নাই।"

"বলিয়াছি যে। সে একটু আগে সমরেন্দ্রবাবুকে গুলি করিয়াছে."

"আর কাহাকে?"

"কুমারকে?"

"তাহার কথায় আপনারা কি মনে করেন নাই যে তাহার বিশ্বাস যে সে দুই জনকেই খুন করিয়াছে?"

"হাঁ—আমাদেরও সেই বিশ্বাস হইয়াছিল।"

"তাহার পর পুলিশ আসিয়া পড়িয়াছে, বলিয়া সে আত্ম-হত্যা করিয়াছিল?

"হাঁ—নিশ্চয়ই।"

"যাক, আর কিছু এখন জিজ্ঞাসায় আমার উপস্থিত প্রয়োজন নাই। আপনারা এখন সমরেন্দ্রবাবুর বাড়ী যাইতে পারেন, সেইখানে কুমার আছেন।"

সুধীরবাবু বিনয়ের হাত ধরিয়া বাহিরে আসিলেন, মন্ত্র-মুগ্ধ কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় সুদর্শন তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তাহার সংজ্ঞা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। একবার মুহূর্ত্তের জন্য ইনেস্পেক্টারের হুকুমে একজন কনেষ্টবল

অপরের মুখের আচ্ছাদন তুলিয়া ধরিয়াছিল,—সেই এক মুহূর্ত্তের—এক দৃষ্টিতে সুদর্শন, অঘোরকে চিনিতে পারিয়াছিল।

বাহিরে আসিয়া, বিনয় বলিলেন, "মাষ্টার মহাশয়!"

"চল, তাঁহাকেই আগে দেখি।"

এই বলিয়া, সুধীরবাবু বিনয়ের হাত ধরিয়া,—ডাক-বাঙ্গালার অপর প্রকোষ্ঠে আসিলেন। ইনেস্পেক্টর লোকজন দিয়া, ধরাধরি করিয়া, মাষ্টার মহাশয়কে অপর গৃহে শয়ন করাইয়া দিয়াছিলেন,—চখে মুখে জলের ঝাপ্টা দিয়া, তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করাইয়াছিলেন, কিন্তু মাষ্টার মহাশয়ের উত্থানশক্তি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছিল। তিনি অর্দ্ধ স্পন্দহীন অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। ডাক-বাঙ্গালার জনৈক চাকর তাঁহাকে হাওয়া করিতেছিল।

বিনয়বাবুকে দেখিয়া, তিনি ক্রন্দনস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "শিগ্‌গির আমাকে এখান থেকে কোনখানে নিয়ে যাও,—না হ'লে, আমি পাগল হইব।"

সুধীরবাবু সুদর্শনের দিকে ফিরিয়া দেখিলেন,—সুদর্শন গৃহমধ্যে আসিয়া বসিয়া পড়িয়াছে,—তিনি নিকটে গিয়া দেখিলেন, সে মূর্চ্ছিত হইয়াছে।

এ অবস্থায় মাষ্টার মহাশয় ও সুদর্শনকে এখানে আর তিলার্দ্ধ রাখা কর্ত্তব্য নহে। তিনি বিনয়কে বলিলেন,—"কুমার যখন ভাল আছেন,—তখন তাঁহার জন্য আমাদের ভাবিবার কোন কারণ নাই। এখন ইহাদের দেখা আবশ্যক।"

তিনি বলিলেন, "যাহা হয় কর,—আমার মাথা ঘুরিতেছে।"

"তুমি ইহাদের কাছে একটু থাক। আমি পাল্কি বা গাড়ীর জোগাড় দেখি।"

"শীঘ্র এস।"

"এখনই আস্‌চি।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পালাই।

অর্দ্ধ ঘটিকার মধ্যে একখানা গাড়ী সুধীরবাবু সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। তখন তাঁহারা ডাক-বাঙ্গালার লোকজনের সাহায্যে উভয়কে গাড়ীতে তুলিয়া, কুমারের বাসায় আনিলেন। উভয়ের সংজ্ঞা হইয়াছে বটে,—কিন্তু উঠিবার ক্ষমতা হয় নাই।

তাঁহাদের সুশ্রুষার বন্দোবস্ত করিয়া,—সুধীরবাবু বলিলেন, "এখন চল,—কুমারের সন্ধান লওয়া যাক।"

ইহার উত্তরে বিনয়বাবু এমনই এক অতি অদ্ভুত কথা বলিলেন,—যাহাতে "কি ?" বলিয়া, বিস্ময়ে সুধীরবাবু বিস্ফারিত নয়নে কিয়ৎক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিনয়বাবু বলিয়াছিলেন, "পালাই,—পালাতে দিন।"

সুধীরবাবু কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে বলিলেন, "পালাই! সে কি ?"

বিনয়বাবু কাতরে বলিলেন, "যে কথা শুনিয়াছি,—তাহাতে মামার সঙ্গে দেখা করিতে পারিব না।"

"কেন ?"

"আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না।"

"বিনয়! তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষের মত করিতেছ। আমি জানিতাম, তুমি সহজে বিচলিত হও না।"

"আমি ঐ লোকটা সম্মুখে আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া, এমন বিচলিত হইয়া পড়িয়াছি, তাহা নহে——"

"তবে কি?"

"জিজ্ঞাসা করিবেন না।"

"আমায় সব কথা না বলিলে, ভবিষ্যতে আরও অনিষ্ট ঘটিতে পারে,—আমি অনেক কথা জানি,—এই অঘোর তোমাদের সম্মুখে কিছু বলিয়াছে,—কি সে?"

বিনয়ের কথা গোপন করিয়া রাখিবার ক্ষমতা ছিল না, বিশেষতঃ কাহাকে সেই সকল কথা না বলিলে,—তিনি ভাবিতেছিলেন যে, তাঁহার উন্মাদ হইয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে,—তাহাই তিনি অঘোরের নিকট যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন,—আদ্যোপান্ত তাঁহাকে সমস্ত বলিলেন। এই অভূতপূর্ব্ব ইতিহাস শুনিয়া, সুধীরবাবু কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। বিনয়বাবু আবার বলিলেন, "আমি পালাই,—মামা জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিব?"

সুধীরবাবু বলিলেন, "তোমার সে ভয় করিবার কারণ নাই। তুমি ভাবিতেছ,—কুমার এ সব কিছু জানেন না, তাহা নহে। আমি এ বিষয়ের অনেক কথা জানিতে পারিয়াছি। মহারাজা যে পূর্ব্বে এক বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক,—তবে এই অঘোর লোকটা যাহা যাহা বলিয়াছে,—তাহা সবই সত্য কি না, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।"

"কেন ?"

"প্রথম যে স্ত্রীলোক খুন হইয়াছে, তাহার সহিত এই সমরেন্দ্রবাবুর কন্যা হাসির চেহারায় বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। তাহাতে মনে হয় হাসির মা ও মহারাজার স্ত্রী দুই ভগিনী,—অঘোরও তাহাই বলিয়াছে।"

"তিনি তাঁহার শ্বশুরকে খুন করিয়াছিলেন।"

"নাও—হইতে পারে।"

"ভগবান তাহাই করুন।"

"যাহা হউক,—এ বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান আমি করিতেছি, খুনের রহস্য অনেক জানিতে পারিয়াছি, আজিকার এই লোমহর্ষণ কাণ্ড কলিকাতার দুই খুনে পর্য্যবসিত হইল। এটা স্থির আজকার ঘটনাও সেই লোমহর্ষণ ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট।"

"তাহা হইলে অঘোর যাহা বলিয়াছে, তাহা কি ঠিক।"

"না—সব নয়। কতক সে আন্দাজে বলিয়াছে। মহারাজাকে যে মলিনা—খুন করিয়াছিল, তাহা তাহার অনুমান মাত্র। এটা আমি বেশ জানি; আমি জানি সে সে রাত্রে বাড়ীর বাহির হয় নাই। সুতরাং সে রাজাকে খুন করিতে পারে না। সে যদি মলিনা সত্য হয়, তবে সে খুনি নয়। এটা অঘোরের আন্দাজ মাত্র। কে জানে এই দুই খুনই সে করে নাই।"

"কি সর্ব্বনাশ! কি ভয়ানক লোক!"

"ভয়নাক লোক না হইলে এমন কাজ করিতে পারে? যাহাই হউক, তোমার আর আমার সঙ্গে যাইয়া কাজ নাই।"

তুমি বিশ্রাম কর, তোমার পালাইবার প্রয়োজন নাই, আমি জানি, কুমার এ সকলই জানেন।

"তাহাই ভাল,—আমার মাথা কেমন ঘুরিতেছে।"

"সেই জন্যই বলিতেছি বিশ্রাম কর। আমি কুমারের কাছে যাইতেছি। সময় মত তাহাকে সকল বলিব।"

সুধীরবাবু বিনয়কে বাসায় রাখিয়া, কুমারের সন্ধানে চলিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হত্যা।

কুমার ও সন্ন্যাসিনী চুনার উপস্থিত হইয়া কুমারের বাসায় উপস্থিত হইলেন না। চুনারে উপস্থিত হইয়া—সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "এখানে সমরেন্দ্র বলিয়া একটী লোক থাকেন।" এ পর্য্যন্ত পথে তিনি একটী কথাও কহেন নাই,—প্রথম কথা কহিলেন। কুমার বলিলেন, "আমি ইহাঁকে চিনি।"

"কতদিন আলাপ?"

"যে রাত্রে বাবা খুন হয়েন,—সেই রাত্রের প্রাতে আমি যে গাড়িতে কলিকাতায় উপস্থিত হই। ইনিও সেই গাড়ীতে কলিকাতায় যাইতেছিলেন। গাড়ীতেই তাঁহার সহিত পরিচয় হয়।"

"তার পর?"

"তার পর ইহাঁর সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নাই। চুনারে আমার ভাগিনেয় আসায়, আমি তাহার সঙ্গে এখানে দেখা করিতে আসি। ইহাঁর সঙ্গে এখানে আসিয়া, আবার দেখা হইয়াছে।"

"চল প্রথমে ইঁহার সঙ্গে দেখা করা যাক। সংসারের কোন বিষয়ে আর লিপ্ত হইব না,—মনে করিয়াছিলাম,—কিন্তু—কিন্তু—তোমার—বাবা—হত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু-রহস্যে জড়িত রহিয়াছে,—তাহাই—তাঁহার জন্যে—তোমার—আজ একটু সংসারে জড়িত হইতে হইল। চল বৎস,—আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।"

উভয়ে সহবে প্রবেশ করিয়া পাল্কি ছাড়িয়া দিয়া পদব্রজে সনবেন্দ্রের বাড়ীর দিকে যাইতেছিলেন। সহসা একটা বাড়ীর নিকটে আসিয়া সন্ন্যাসিনী চমকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা দুইজনে এই বাড়ীর পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন,—সহসা এই বাড়ীর একটা জানালা খুলিয়া গেল,—একটা লোক নিমিষের জন্য জানালার অপর পার্শ্ব দিয়া গৃহের একদিক হইতে অন্য দিকে চলিয়া গেল। নিমিষের জন্য সন্ন্যাসিনীর দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল। তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন। দাঁড়াইতে উদ্যত হইয়াছিলেন,—কিন্তু নিমিষের জন্য দণ্ডায়মান হইয়া আবার দ্রুতপদে চলিলেন।

কিয়দ্দূর আসিয়া তিনি বলিলেন, "এ বাড়ীটা কার?"

কুমার চুনারের নূতন লোক,—কাহার কোন বাড়ী তাহা ঠিক বলিতে পারেন না,—বলিলেন, "বোধ হয় এ বাড়ীটায় অঘোরবাবু বলিয়া, একটী লোক থাকেন।"

সন্ন্যাসিনী অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন, "অঘোর বাবু—অঘোরবাবু—সে কে?" তৎপরে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এখন অনেক বাঙ্গালিই দেখিতেছি, দেশ ছাড়িয়া বিদেশে আসিয়া বাস করিতেছেন।"

কুমার বলিলেন, "এ সব যায়গায় স্বাস্থ্য ভাল থাকে,—জিনিস পত্তর সস্তা।"

সন্ন্যাসিনী তাঁহার কথার কোন উত্তর না দিয়া পার্শ্বস্থ একটী স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ বাড়ীতে কে থাকেন।"

"একটী বাঙ্গালিবাবু।"

"নাম কি জান?

হাঁ—জানি—অঘোরবাবু।"

"অঘোর বাবু—অঘোরবাবু?"

এই কথা মৃদুস্বরে বলিতে বলিতে, সন্ন্যাসিনী অগ্রসর হইলেন। তিনি এ নাম শুনিয়া কেন এরূপ করিতেছেন,—কুমার তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তিনি উৎসুখ হইলেন,—কিন্তু সন্ন্যাসিনীর গাম্ভির্য্যে তিনি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না। উভয়ে আবার কিয়দ্দূর নীরবে চলিলেন,—তৎপরে সন্ন্যাসিনী আবার চমকিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন,—তাহার—পর আশে পাশে চাহিতে লাগিলেন।

এবার কুমার আর থাকিতে পারিলেন না,—বলিলেন "কি হইয়াছে।"

সন্ন্যাসিনী ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমার বোধ হইতেছে,—কে যেন আমাদের সঙ্গ লইয়াছে।"

কুমার বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সঙ্গ লইয়াছে,—কেন?"

কুমারও ফিরিয়া পশ্চাতে দেখিলেন, পথে দুই চারিজন লোক চলাচল করিতেছিল,—তাহাদের কেহ যে তাহাদের সঙ্গ লইয়াছে বলিয়া, বোধ হইল না। তিনি বলিলেন, "কই—এমন কাহাকেও তো দেখিতে পাইতেছি না। আমাদের সঙ্গ লইবে কেন?"

সন্ন্যাসিনী চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "চল, আমার ভুল হইয়াছে।"

তাঁহারা সমরেন্দ্র বাবুর উদ্যানে প্রবেশ করিলেন,—বাড়ীর দিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, দেখিলেন, বাগানের অন্য দিকে সমরেন্দ্র মালিকে কি কাজ দেখাইয়া দিতেছেন।

তাঁহারা সেই দিকে নিঃশব্দে অগ্রসর হইলেন। সমরেন্দ্রবাবু এত অন্য মনে ছিলেন যে, তাঁহারা অতি নিকটস্থ হইলেও তাঁহাদের পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। তৎপরে পদশব্দ শুনিয়া তিনি ফিরিলেন,—তাহাদের উভয়কে দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য নিস্পন্দ ভাবে থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মলিনা—মলিনা—তুমি—"

তিনি হস্ত বিস্তৃত করিয়া, যেন তাহাকে হৃদয়ে লইতে অগ্রসর হইলেন। সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "আমি মলিনা নই,—আমায় চিনিতে পারিতেছ না—আমি সলি——"

এই সময়ে চারিদিক প্রকম্পিত হইল। আর্ত্তনাদ করিয়া সমরেন্দ্র বাবু ভূতলে পতিত হইলেন।

আবার বন্দুকের আওয়াজ! গুলি কুমারের মস্তকের পার্শ্ব দিয়া গেল। আর কেশ পরিমাণ তাঁহার মস্তকের দিক দিয়া গেলে, তাঁহার মস্তক চূর্ণিত হইত।

কুমার চমকিত হইয়া ফিরিয়া, নিমিষের জন্য দেখিলেন, বিকট হাস্য করিতে করিতে, অঘোরবাবু অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছেন।

তিনি তাঁহার অনুসরণ করিতে পারিলেন না,—ভূপতিত সমরেন্দ্রবাবুকে তুলিয়া ধরিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শেষ।

সহসা এই লোমহর্ষণ কাণ্ড সম্মুখে সংঘটিত হওয়ায়, সন্ন্যাসিনী বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

কুমার, সমরেন্দ্রের মস্তক দুই হস্তে তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, "বেশী আঘাত পাইয়াছেন কি?"

সমরেন্দ্র বলিলেন, "এরূপ যে ঘটিবে তাহা আমি জানিতাম। এ সময়ে ভগবান দয়া করিয়া যে, তোমাদের দুইজনকে পাঠাইয়াছেন,—ইহাতে তাঁহাকে প্রাণের সঙ্গে ধন্যবাদ দি।"

কুমার আবার ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আঘাত পাইয়াছেন কি?"

"বুকে গুলি বিধিয়াছে, বাঁচিব না। এ সময়ে—কথা আছে—শোন,—কুমার, কান মুখের কাছে আন।"

কুমার তাহাই করিলেন, তখন রুদ্ধকণ্ঠে মৃদুস্বরে তাঁহার কানে সমরেন্দ্র কি কথা বলিলেন,—তাহাতে তিনি প্রায় সমরেন্দ্রের মাথা ভূমে ফেলিয়া দিয়াছিলেন,—তিনি ধীরে ধীরে তাঁহার মাথা ভূমে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ছুটিতেছিল,—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বাত্যাতাড়িত বংশপত্রের ন্যায় কম্পিত হইতেছিল।

সমরেন্দ্র অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "তুমিও শোন—এস—কান মুখের কাছে আন।"

কুমার বলিয়া উঠিলেন, "শুনিবেন না—শুনিবেন না—"
"কিন্তু তৎক্ষণে সন্ন্যাসিনীও শুনিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছিলেন।"

সমরেন্দ্র ডাকিলেন, "কুমার!"

কুমার স্তম্ভিত প্রায় দণ্ডায়মান রহিলেন। জীবনে বোধ হয়, এরূপ অবস্থা মানুষের কখনও হয় না।

সমরেন্দ্র পূর্ব্বরূপ ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "কুমার,—আমার বাক্সের ভিতর সমস্ত কথা লিখিয়া রাখিয়াছি—সময়ে পড়িও। আমার পাপের বিচারের জন্য আমি ভগবানের নিকট যাইতেছি, অঘোর আমাকে গুলি করিয়াছে,—তাহা আমি দেখিয়াছি,—তাহার দণ্ডও ভগবান দিবেন—তবে কষ্ট—আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার হাসির সর্ব্বনাশ করিয়া গেলাম,—সে যখন এ কথা জানিতে পারিবে, তখন কখনও এ জীবনে আর আমার নাম মুখে আনিবে না,—মানুষের ইহাপেক্ষা কি আর দণ্ড হইতে পারে? আমার পাপের যথেষ্ট দণ্ড এ জীবনেই পাইয়াছি,—ভবিষ্যতে কি আছে,—তিনিই জানেন——"

সমরেন্দ্রের বাক রোধ হইয়া আসিল। কুমার তাঁহার মুখের এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া বুঝিলেন, তাঁহার মৃত্যু সন্নিকট। এই সময়ে ব্যাকুলভাবে ছুটিয়া—হাসি সেই খানে আসিল। কাতরে বলিল, "বাবা,—বাবা—কি হইয়াছে? বাবা কথা কচ্চেন না কেন—বাবার কি হইয়াছে? ওগো তোমরা আমাকে বলচ না কেন?"

তাহার পর সে সমরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া সভয়ে বলিল, "এ কি? এ কি? এ যে রক্ত? বাবার বুকে কি সে লাগিল—বাবা—বাবা——"

সে তাহার পার্শ্বে বসিল,—হাত দিয়া রক্ত বন্ধ করিবার চেষ্টা পাইল। তখন সন্ন্যাসিনী তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "মা—ওঠো—তোমার বাবা স্বর্গে যাইতেছেন——"

"বাবা গো?"

বলিয়া হাসি মুর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

তখন কুমার সমরেন্দ্রের মস্তক যত্নে দুই হস্তে তুলিয়া ধরিলেন। তাহার কানে মৃদুস্বরে বলিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন,—আপনার মেয়ে কখনও কোন কথা শুনিতে পাইবে না। আমি আপনার কাছে এ সময়ে অঙ্গীকার করিতেছি—আমি তাহাকে গ্রহণ করিলাম,—আমি তাহাকে বিবাহ করিব। আপনি তাহার জন্য ভাবিবেন না।"

মুহূর্ত্তের জন্য সমরেন্দ্র চক্ষু মেলিলেন, মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার ওষ্ঠে হাস্য দেখা দিল,—তাহার ওষ্ঠ হইতে কেবল মাত্র—বাহির হইল, "বাবা——মা——"

তাহার পর সব ফুরাইল। কুমার বলিলেন, "মা,—আপনি হাসিকে দেখুন হয়তো সেও বাঁচিবে না।"

সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "ভয় নাই,—সে কেবল মূর্চ্ছিতা হইয়াছে। ইহাকে ক্রোড়ে করিয়া ভিতরে লইয়া চল,—এখানে অন্য লোককে থাকিতে বল।"

* * *

সুঘোর বরাবর ডাক বাঙ্গালায় গিয়াছিল। এবজন

পুলিশে গিয়া সে সম্বাদ দেয়। তাহার পর যাহা লইয়াছিল, তাহা আমরা জানি। কুমারও এ সংবাদ পুলিসকে দিয়াছিলেন। তাহার পর হাসির মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে,—তিনি সমরেন্দ্র বাবুর সৎকারের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তথায় সুধীরবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বন্ধুকে দেখিয়া, কুমার প্রকৃতই সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, "ভাই! কি ভয়ানক ব্যাপার হইয়াছে,—দেখিতেছ তো। কখন আসিলে?"

"সব শুনিয়াছি,—পরে বলিব। কে এ কাজ করিয়াছে, জান কি?"

"অঘোর বলিয়া একটা লোক।"

"সে এখান থেকে ডাক-বাঙ্গালায় বিনয়ের কাছে যায়, তাহাদের সম্মুখেই পিস্তল মাথায় মারিয়া, আত্মহত্যা করিয়াছে।"

"আত্মহত্যা করিয়াছে?"

"আমি, বিনয় আর মাষ্টার মহাশয়কে বাসায় রাখিয়া, তোমার কাছে আসিতেছি। তাঁহারা বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

শেষ কথা।

সমরেন্দ্রবাবুর সৎকার শেষ হইবামাত্র,—তিনি যে কাগজের কথা বলিয়াছিলেন,—তাহা হস্তগত করিবার জন্য, কুমার নিতান্ত ব্যগ্র হইলেন। এই কাগজে তিনি সকলই লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন,—যদি হাসি কোনগতিকে এই কাগজ দেখিতে পায়,—তাহা হইলে, সর্ব্বনাশ হইবে।

কিন্তু তিনি বৃথা ভীত হইতেছিলেন। তাঁহার ভীত হইবার কোনই কারণ ছিল না। পিতৃবিয়োগে হাসি এতই অধীরা ও অবসন্না হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার কিছুই দেখিবার ক্ষমতা ছিল না। তাহাই কুমার সহজেই তাহার অসাক্ষাতে সমরেন্দ্রবাবুর বাক্স খুলিয়া, সেই কাগজ হস্তগত করিলেন।

তাহার পর সুবিধামত বাসায় আসিয়া, গোপনে সেই কাগজ পাঠ করিলেন। সমরেন্দ্রবাবু লিখিয়াছিলেন :—

"লোকে আমায় ধার্ম্মিক সদাশয় বলিয়া জানে,—কিন্তু আমার ন্যায় মহাপাপী বোধ হয়, এ সংসারে আর কেহ নাই।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে মথুরার এক বদমাইস বাস করিত,—তাহার নাম করিলেও পাপ,—সেইজন্য তাহার নাম করিব না।

লোক ঠকাইয়া টাকা উপার্জ্জন করাই তাহার কার্য্য ছিল। তাহার নলিনা ও মলিনা নামে দুই মেয়ে ছিল,—

ইহাদের বিবাহ দেয় নাই,—ইহারা বয়স্থা হইয়াছিল। সলিনার যে গোপনে বিবাহ দিয়াছিল, তাহা সে জানিয়াও, কাহাকে সে কথা বলে নাই। এই সময় কলিকাতায় মহারাজার আবার সে সলিনার সঙ্গে বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতে থাকে! যাহা হউক, সে সকল পুরাতন কথায় আর প্রয়োজন নাই। আমি সলিনার জন্য পাগল হইয়াছিলাম,—আমি তাহাকে বিবাহ করিলাম,—কিন্তু সে আমাকে ভালবাসিত না,—সে রাজার জন্য পাগল হইয়াছিল,—তাঁহাকে পাইবার জন্য নানা চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল,—তুমি সলিনার কাছে সমস্ত শুনিতে পাইবে।

সলিনা জলে ডুবিয়া মরিয়াছে,—তাহাই আমি জানিতাম। তাহার সহিত রাজার যে গোপনে বিবাহ হইয়াছিল,—তাহা আমি পরে জানিতে পারিয়াছিলাম। তাহার পূর্ব্ব স্বামী অঘোরনাথ এখানে যে আছে, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না,—কেবল সম্প্রতি জানিয়াছি, সে যে আমাকে খুন করিবে, ইহা আমার মন কেমন আপনা আপনিই বলিতেছে, সেই জন্যই এই সকল লিখিয়া রাখিয়া যাইতেছি। আমি জানি, যখন তখনই আমার মৃত্যু ঘটিতে পারে।

যাক্,—এক বৎসর পরে আমার এই হাসি কন্যা জন্মিল, তাহার পর সে একদিন স্পষ্ট আমাকে বলিল যে, সে আমাকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে, সে একদিনও আর আমার কাছে থাকিবে না।

সে সেইদিন আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল। সে তখনও

রাজাকে পাইবার আশা ছাড়ে নাই। স্ত্রীলোক খারাপ হইলে কত বড় শয়তানী যে হয়,—তাহার দৃষ্টান্ত এই শয়তানী মলিনা। কন্যার মুখের দিকে পর্য্যন্ত চাহিল না,—গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল।

আমি তবুও তাঁহার উপর দৃষ্টি রাখিলাম। সে যে কি ভয়াবহ ষড়যন্ত্র করিতেছে,—তাহা আমি জানিতাম না,—পরে জানিয়াছিলাম। মলিনা যথার্থই মরিয়া গিয়াছে,—তাহাই সে জানিত, কিন্তু মহারাজাকে পাইবার জন্য সে সলিনা সাজিল। মহারাজা সলিনাকে মথুরার যে রকম আংটী দিয়াছিলেন,—সে সেই রকম একটা আংটী মথুরায় সেই জহুরির নিকট কিনিল,—তাহারপর কলিকাতায় রওনা হইল।

সেখানে মেছুয়া বাজারে একটা ঘর ভাড়া করিয়া বাস করিতে লাগিল,—যাহাতে তখনও তাহাকে পাপ পথ হইতে রক্ষা করিতে পারি,—এই আশায় আমিও হাসিকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম,—আমি ও একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া কলিকাতায় বাস করিতে লাগিলাম।

প্রথমে তাহার বাসা খুঁজিয়া পাই নাই,—পরে অনেক অনুসন্ধানের পর তাহার বাড়ী সন্ধান করিয়া পাইলাম। উপরি উপরি কয়দিন তাহার বাড়ীর দরজায় রাত্রে গেলাম, কিন্তু সাহস করিয়া তাহার সহিত দেখা করিতে পারিলাম না।

আমি তখন জানিতাম না,—পরে জানিয়াছিলাম যে সে সলিনার নাম করিয়া, মহারাজাকে পত্র লিখিয়া, দেখা করিতে বলিয়াছিল,—ইহা পূর্ব্বে জানিলে, হয়তো যে ভয়াবহ কাণ্ড ঘটিয়াছিল, তাহা ঘটিত না।

আমি প্রত্যহই মলিনার বাড়ীর দরজার নিকট ঘুরিতাম, একদিন দেখি রাজা তাহার বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুত ছুটিল। আমি পাগল—সম্পূর্ণ পাগল হইলাম।

তবে এই নরাধম রাজা গোপনে গোপনে আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে। আমি অনেক সহ্য করিয়াছিলাম,—আর সহ্য করিতে পারিলাম না। আমার মস্তিষ্ক হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল,—আমি নিঃশব্দে রাজার অনুসরণ করিলাম।

দশম পরিচ্ছেদ।

হত্যা।

তিনি খিড়কির দরজা দিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। তাড়াতাড়ির জন্য বোধ হয় দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিতে ভুলিয়া গেলেন। তিনি বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলে আমিও নিঃশব্দে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম।

একটা অন্ধকার বারান্দা দিয়া আমি পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। রাজা একটা ঘরে প্রবেশ করিলেন, তৎপরে তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া, বাহিরের দিকে চলিয়া গেলেন। আমি দূরে গান বাজনার শব্দ শুনিতে পাইলাম। সকলেই গান বাজনা শুনিতেছিল,—আমি যেদিকে ছিলাম,—সেদিকে কেহই ছিল না।

আমি কোথায় আছি ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম,—তাহার পর ঘরের ভিতর উঁকি মারিয়া দেখিলাম,—দেখি গৃহ মধ্যে কেহ নাই,—এই সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী প্রাচিরে আমার দৃষ্টি পড়িল,

দেখি, প্রাচিরে অনেক ভাল ভাল ছোরা ঝুলিতেছে,—এই সকল অস্ত্রের উপর দৃষ্টি পড়ায়, আমার পূর্ণ উন্মাদ হইবার আর কিছুই বাঁকি রহিল না।

আমি পা টিপিয়া টিপিয়া ছোরা পাড়িয়া লইলাম,—একটা দড়িতে দুই খানা ছোরা বাঁধা ছিল,—দুই খানাই আমার হাতে আসিল,—এই সময়ে কাহার পদশব্দ শুনিয়া আমি সত্বর অন্ধকারে লুকাইলাম।

দেখিলাম রাজা আসিয়া, ঘরের মধ্যে গিয়া বসিয়া কি লিখিতে লাগিলেন, আমি নিঃশব্দে অগ্রসর হইলাম,—রাজা—বোধ হয়, আমার পায়ের শব্দ শুনিয়া, চমকিত হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে সুদর্শন তথায় আসিলে, তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "কে যেন ঘরের মধ্যে আসিয়াছে—বলিয়া বোধ হইতেছে।"

সুদর্শন ভাল করিয়া চারিদিকে দেখিল,—আমি তখন অন্ধকারে দ্বারের পার্শ্বে লুকাইয়াছি। উন্মাদ না হইলে, কেহ খুন করিতে পারে না,—কিন্তু এই উন্মাদেরও একটা পদ্ধতি থাকে। বন্যপশু যেমন শিকার ধরিবার জন্য, সতর্কে নিশব্দে পা ফেলিতে থাকে,—আমিও ঠিক তাহাই করিলাম। সুদর্শন চলিয়া গেল,—রাজা আবার লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

এই দুরাত্মা আমার স্ত্রী লইয়াছে,—এই দুরাত্মা আমাকে চিরদুঃখী করিয়াছে—ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিলেও কি আমার রাগ যাইবে?

আমি ক্ষীপ্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় গিয়া রুমাল দিয়া রাজার মুখ চাপিয়া ধরিলাম,—নিমিষ মধ্যে তাহার গলায় ছোরা বসাইয়া

গলা প্রায় দুইখানা করিয়া ফেলিলাম। তখন আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া খিড়কির দরজা দিয়া, বাহির হইয়া পড়িলাম।

দূরে আসিয়া, রুমাল ও ছোরা খানা পার্শ্বস্থ নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিলাম। তখন অপর ছোড়া আমার হাতে রহিল।

একবার একটা খুন করিলে, খুন চড়িয়া যায়,—আমার তখন কোন হিতাহিত জ্ঞান ছিল না,—কেবল খুন—খুন—খুন, মস্তকের মধ্যে ধ্বনিত হইতেছিল। এবার সেই শয়তানী—সেই—রাক্ষসীর পালা?

আমি উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া তাঁহার বাড়ী আসিলাম,—দেখি মলিনা ঘুমাইতেছে,—তাঁহার পার্শ্বে কয়খানা নোট—পড়িয়া আছে? নোট দেখিয়া আমি ক্ষেপিলাম,—আর নয়,—সেই দুরাত্মার নোট পাশে রাখিয়া ঘুমাইতেছে,—আর নয়—আর নয়। আমি তাহার বুকে আমূল ছোরা বসাইয়া সে স্থান ত্যাগ করিলাম,—সে একটা শব্দ মাত্রও করিল না।

নোট গুলি কুড়াইয়া লইয়াছিলাম। পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ মধ্যে নোট গুলি ছুড়িয়া দিয়া, বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িলাম।

বাহিরের শীতল বায়ু মস্তকে লাগায়, আমার তখন কতকটা জ্ঞান হইল। তখন বুঝিলাম কি ভয়ানক কাজ করিয়াছি,—তখন আত্মরক্ষার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল,—কিরূপে এক্ষণে ফাঁসিকাষ্ঠ হইতে রক্ষা পাই? দুই দুইটা খুন করিয়াছি? রক্ষা পাইবার উপায় নাই?

এ সময়ে কুবুদ্ধি আসিবার সময়। আমি তৎক্ষণাৎ হাওড়া ষ্টেষণে আসিলাম,—তখন অনেক রাত্রি হইয়াছে,—এই সময়ে

একখানা খালি কয়লার গাড়ী ছাড়িতেছিল,—আমি অন্ধকারে একখানা গাড়ীতে উঠিয়া লুকাইলাম।

এইরূপে আমি বর্দ্ধমানে আসিলাম। তখনও রাত্রি আছে, তখনও অন্ধকার,—আমি সেই অন্ধকারে নাবিয়া পড়িলাম। তাহার পর কলিকাতার গাড়ী আসিবা মাত্র আমি সেই গাড়ীতে উঠিয়া কলিকাতায় রওনা হইলাম। যাহাতে আমি কলিকাতায় ছিলাম না,—বর্দ্ধমানে ছিলাম,—তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য টিকিটবাবু ও অন্যান্য দুই একজন ষ্টেষণের লোকের সঙ্গে আলাপ করিলাম।

কিন্তু ভাগ্য আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইল। সেই গাড়ীতে কুমার, তুমি পশ্চিম হইতে কলিকাতায় ফিরিতেছিলে,—আমি ইচ্ছা করিয়া তোমার সঙ্গে আলাপ করিলাম। ইহাতে আমার সুবিধা হইল,—তুমি আমাকে সেই দিন গাড়ীতে দেখিতে পাইলে, সুতরাং—আমি যে, সে রাত্রে কলিকাতায় ছিলাম না,—তাহা তোমার দ্বারাই প্রমাণ করিতে পারিব।

আমার বাঁচিয়া থাকিবার আর কোন ইচ্ছা ছিল না। হয়তো আমি সকল কথায়ই স্বীকার করিতাম,—কেবল হাসি, হাসির বিবাহ দেওয়া পর্য্যন্ত, আমি মরিতে পারি না। তাহাই আত্মরক্ষার জন্য এত চতুরতা করিলাম।

মলিনাকে হত্যা করিয়াছিলাম বটে,—কিন্তু সে এত শয়তানী হওয়া সত্বেও আমি তাহাকে শেষ পর্য্যন্ত প্রাণের সহিত ভাল বাসিতাম। তাহাকে তো যে ডোমে পোড়াইবে ইহা সহ্য করিতে পারিলাম না। কৌসলে পুলিশের অনুমতি লইয়া তাঁহার যথাবিহিত সৎকার করিলাম।

আর কিছু বলিবার নাই। পিতৃহন্ত্যা জানিয়া, তুমি কখনই হাসিকে বিবাহ করিবে না, তাহা আমি জানি,—সে—সে তোমায় বড় ভালবাসে। আমার জন্য নহে,—আমার তোমাকে কোন অনুরোধ করিবার অধিকার নাই,—হাসির জন্য হাসিকে রক্ষা করিও,—দাসীভাবে না হয়—বাড়ীতে রাখিও। এই এত দিন মনে মনে যে কষ্ট পাইয়াছি, তাহাতেই আমার যথেষ্ট দণ্ড হইয়াছে,—হয়তো,—হয়তো কেন নিশ্চয়ই আমাকেও অপরে খুন করিবে—তাহার পর, ভগবানের নিকট মহাপাপের কি দণ্ড পাইব, তাহা তিনিই জানেন।

উপসংহার।

কুমার আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করিয়া, কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত প্রায় বসিয়া রহিলেন। এ কথা জানিতে পারিলে,—হাসি এ জীবনে আর কখনও সুখী হইতে পারিবে না। বাপের পাপের জন্য সে কেন কষ্ট পাইবে,—সে কি অপরাধ করিয়াছে? না,—না,—প্রাণ থাকিতে, তাহাকে এ কথা কিছুতেই জানিতে দেওয়া হইবেনা।

মাইজী,—সলিনা,—তাঁহার বিমাতা,—বাল্যকালে তিনি যাহাই করুন না কেন,—এখন তিনি দেবতা। তাঁহার সর্ব্বতোভাবে অভাব দুঃখ দূর করা, তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য। তবে তাঁহাকে এ কাগজ দেখান কি উচিত? না,—কাহাকেও ইহা দেখান উচিত নহে।

সুধীর এ সম্বন্ধে অনেক আমার হইয়া করিয়াছে,—না, তাহাকেও বলা উচিত নহে।

সুদর্শন অনেক কষ্ট পাইতেছে,—না,—না,—কাহাকেও নহে। যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে,—তাহার আর কোনই উপায় নাই। সমরেন্দ্র পিতৃহন্তা,—এ কথা লোকে জানিলে, তিনি কিরূপে তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিবেন।

না,—এ কাগজ আর তিলার্দ্ধ রাখা কর্ত্তব্য নহে। তিনি পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া, কাগজখানি ভস্মীভূত করিলেন। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া, সেই ভস্মগুলি সংগ্রহ করিয়া, দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। সমরেন্দ্রের রহস্য তাঁহার হৃদয়েই নিহিত রহিল।

সেই দিন রাত্রে সুধীরবাবু বলিলেন, "আমি এতদিনে তোমার পিতাকে কে হত্যা করিয়াছিল,—তাহা জানিতে পারিয়াছি।"

কুমার চমকিত হইয়া, তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন,—তাঁহার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল। তবে কি সুধীর কোন গতিকে কাগজখানা দেখিয়াছে! তিনি প্রায় অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, "কেমন করিয়া জানিলে,—কে সে?"

সুধীরবাবু বলিলেন, "এটা স্থির, যে তোমার পিতাকে খুন করিয়াছিল,—সেই স্ত্রীলোককেও সে খুন করিয়াছিল।"

কুমার কোন কথা কহিলেন না। সুধীরবাবু বলিলেন, "সে রাত্রে তিনটী লোক তাঁহার কাছে যায়,—একজন তোমার বাবা,—তিনি খুন করেন নাই,—দ্বিতীয় সুদর্শন, সেও খুন করে নাই,—সেই তৃতীয় লোক খুন করিয়াছে।"

কুমার রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "সে কে?"

সুধীরবাবু বলিলেন, "আমি তিন ছবিই সংগ্রহ করিয়া, হরিমতিকে দেখাইয়াছি,—খুনির ছবি এই।"

এই বলিয়া, সুধীরবাবু কুমারের হস্তে একখানা ছবি দিলেন। তাঁহার হস্ত হইতে ছবি পড়িয়া গেল। ছবি সমরেন্দ্রবাবুর। তিনি কাতরে বলিলেন, "এ কথা মুখে আনিও না।"

সুধীরবাবু বলিলেন, "আমি পাগল হই নাই। তবে এটা বলিলাম,—আমার ডিটেকটিভগিরির কারদানির জন্য।"

*

খুনের রহস্য কেহই জানিতে পারিল না। পাছে বিলম্ব

করিলে, বিবাহে বিঘ্ন পড়ে, এইজন্য কুমার, হাসিকে ক্ষণবিলম্ব না করিয়া বিবাহ করিলেন। তাহার পর সকলে কলিকাতা রওনা হইলেন।

*

অনেক অনুরোধে উপরোধেও মাইজী কলিকাতায় যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। তবে তাঁহার বিন্ধ্যাচলের আশ্রমের জন্য মাসে মাসে একশত করিয়া টাকা লইতে স্বীকৃত হইলেন।

* * *

রাণী হাস্যময়ী,—রাজা শৈলেন্দ্রের প্রাসাদ হাস্যময় করিয়াছেন।